করমেতি বাই।

ভক্তি ও জ্ঞানমূলক দৃশ্যকাব্য।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী কর্ত্তৃক সুরলয়ে গঠিত।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।

কলিকাতা।

৬নং বিডনষ্ট্রীট-মিনার্ভা থিয়েটার।

প্রকাশক—শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

সন ১৩০২ সাল ৫ই জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাক মাসুল /০ আনা

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ

রাজা

মন্ত্রী

পরশুরাম ... ... রাজ পুরোহিত।

আলোক ... ... সম্ভ্রান্ত যুবক ও পরশুরামের জামাতা।

আগমবাগীশ ... ... তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।

টুক্‌রো ... ... ঐ চেলা।

দেমো ... ... ঐ চেলা।

বৈদ্য, গোলকবাসীগণ স্বপ্নপুরুষগণ, বরকন্দাজদ্বয়, ব্রাহ্মণ-বালকগণ, রাজদূতগণ, ফকিরগণ ও শিক্ষানবিশ চণ্ডগণ।

স্ত্রীলোকগণ।

শ্রীমতি রাধিকা

কৃত্তিকা ... ... পরশুরামের স্ত্রী।

করমেতি... ... ... পরশুরামের কন্যা, আলোকের পত্নী।

অম্বিকা ... ... পরশুরামের দাসী।

গোলকবাসিনীগণ, ব্রাহ্মণবালিকাগণ, স্বপ্নারিগণ, রাধার সহচরিগণ।

করমেতি বাই

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কদমতলা।

করমেতি আসীনা।

কর। আমার সব খেলুনি আছে। সেই সেখানে, সেই কোথায় আমার মনে হ'চ্চে না। মা বলে মিছে, বাবা বলে মিছে, না না মিছে না, আমার সব খেলুনি আছে। আমার আর কে আছে? আছে, কে আছে, কোথায় আছে, কিছু মনে প'ড়ছে না। আমার যেন কি হ'য়ে গিয়েছে। মনের উপর যেন চাপা প'ড়েছে। কিন্তু আছে, আমার কে আছে, মিছে নয়, মিছে নয়।

কামদমল্লার—একতালা।

নয়ত মিছে আমার কে আছে।
অন্যমনে থাকি যখন সে এসে বসে কাছে॥
কোথায় যেন তারে দেখেছি,
সে দিন থেকে মনের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি,
সে ব'লেছে তাইত এসেছি,
মন রেখে তার সদাই চলি, অভিমান করে পাছে।
লুকিয়ে থেকে আমায় দেখে, দেখ্‌লে স'রে যায়,
ভুলে যাই কত কথা বলে সে আমায়,
বলতে কি চায় ফুর'য় না কথায়,
বুঝতে নারি সে ফেরে কি আমি ফিরি তার পাছে॥

অম্বিকার প্রবেশ।

অম্বিকা। ও দিদি ঠাকরুণ দিদি ঠাক্‌রুণ! ঘরে এ'সো না গো, মা ঠাক্‌রুণ যে খুঁজে সারা হ'লো।

কর। দেখ দেখ কেমন ফুল ফুটে আছে! আমার মনে হ'চ্ছে যেন কে ব'সে আছে, তার রাঙা পা দুখানি দুল্‌ছে!

অম্বিকা। ও মা গো!

কর। তুমি দেখ্‌তে পেয়েছ? আমি এক একবার দেখছি। পা দুখানি পেলে আমি বুকে রাখি। ঐ দেখ ঐ দেখ, ঐ ব'সে আছে।

অম্বিকা। ও মা গো! গেলুম গো! মলুম গো।

পরশুরাম ও কৃত্তিকার প্রবেশ।

পরশু। কিরে, কিরে, অমন কচ্ছিস্ কেন?

অম্বিকা। ও মা ঠাকরুণ গো! কদম গাছে কে ব'সে গো! তোমার মেয়ের সঙ্গে কথা ক'চ্ছে গো! খোনা খোনা বা—উল্টো ছটো পা!

কৃত্তিকা। আঃ দূর্ আবাগী! যা বাড়ী যা।

অম্বিকা। ওমা আমি এক্‌লা বাড়ী যেতে পার্ব্বো না বাছা।

পরশু। যা মাগী, ন্যাক্‌রা করিস্ নি! কৈ কুর[illegible] কোথা?

অম্বিকা। আর কোথা, এই গাছ তলায় ব'সে বিড় বিড় বকছে!

পরশু। যা তুই বাড়ী যা, ভয় নেই।

অম্বিকা। (স্বগত) আমি একলা যাচ্চি! পথে আমার ঘাড় ভাঙুক! কাল সকালে চাকরীতে জবাব দিয়ে দেশে চ'লে যাব।

কৃত্তিকা। তুমি ভাবছ কি? তুমি তো ব'লে কোন কথা শোন না।

পরশু। লক্ষ্মী নারায়ণ কি এই করবেন?

কৃত্তিকা। রাখ তোমার লক্ষ্মী নারায়ণ! কলিতে কি দেবতা আছে?

পরশু। অমন কথা মুখে এনো না, আমাদের কর্ম্মভোগ আমরা ভুগি!

কৃত্তিকা। তুমি কি বোল্‌চো? করমেতি জন্মাবার আগে তুমি আমায় বলেছিলে—যে স্বপ্নে আমায় লক্ষ্মী দর্শন দিয়ে বলেছিলেন যে তোর মেয়ে হবে। যখন গর্ভে তখন পদ্ম গন্ধ পেতেম, তুমি বল্‌তে যে মা লক্ষ্মী আবির্ভাব হয়েছেন, তাই পদ্মগন্ধ পাও।

অম্বিকা। ওমা পেট থেকে দৃষ্টি দিয়েছে গো, পেট থেকে দৃষ্টি দিয়েছে! হাঁগা, তোমার মেয়ে যখন পেটে, মাথার কাপড় চোপড় খুলে বনে বাদাড়ে বেড়িয়েছ কি?

কৃত্তিকা। মর্ মাগী এখনও যাস্ নি?

অম্বিকা। যাচ্চি। হাঁ দেখ মা ঠাক্‌রুণ! কাঙ্গালের কথা কিন্তু বাসি হ'লে খাটবে। তোমরা রোজা ডাক। দেখ্‌তে পাচ্ছনা গা, ওপোর দৃষ্টি নৈলে কি একলা গাছের তলায় বসে বিড়ির বিড়ির বকে?

কৃত্তিকা। ব'ল্‌চে তো মিছে নয়!

পরশু। মা করমেতি! তুমি এখানে ব'সে কি ক'চ্ছো? সোমত্ত মেয়ে, একলা এমন করে গাছ তলায় ব'স্‌তে আছে কি? তুমি তো বুঝতে পার মা, পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে সে কি ভাল?

কর। বাবা আমি একলা নেই, আমি একবারও একলা থাকিনি, আমার সঙ্গে কে থাকে।

কৃত্তিকা। আ মর্ কালামুখী, ধীক্‌জীবনী, কে তোর আর সঙ্গে থাকে।

কর। কে থাকে আমি জানিনি, সে বেস্ যেন দেখি দেখি দেখিনি। সে বেস্ বলে, কি বলে তা বুঝতে পারিনি।

অম্বিকা। ওমা কাঙ্গালের কথা শোন মা! ঐ অমনি করে আমাদের গাঁয়ের বেনেদের বৌ বোল্‌ত। তুমি রোজা ডাক, তুমি রোজা ডাক।

পরশু। হ্যাঁরে তুই কাকে দেখিস্‌?

কৃত্তিকা। দেখে আমার মাথা আর মুণ্ডু, অম্বিকা বল্‌চে তাত আর মিছে নয়! হ্যাঁরে সে এখন কোথা?

কর। কেন, ঐ কদম ডালে। যেন পা দুখানি দেখতে পাই, আর সরে যায়।

অম্বিকা। ঐ শোন মা ঠাকরুণ, গা ডুলি মেরে ওঠে।

পরশু। মা তুমি ঘরে চল।

কর। বাবা আমার ঘর কোথা! এক একটী ক'রে তারা ফোটে, আমি চেয়ে চেয়ে দেখি—ওর ভেতর কোথায় আমার ঘর! আমার ঘর যেন ঐ দিকে, ঐ দিকে। এক দিন স্বপ্নে যেন দেখেছিলেম, সে এমন ঘর নয়, লতায় লতায় ঘর ক'রেছে, ফুলে ফুলে আলো ক'রেছে, পাখীর গানে আমোদ ক'রেছে। আমায় যেন কে বলে—সেথায় আমি যা'ব। তাকে সেখানে দেখ্‌তে পা'ব, আর সে সরে যাবে না, তার কথা সেখানে শুনতে পা'ব, আর শুন্‌তে শুন্‌তে ভুলে যা'ব না। সেখানে খুব আলো, সেখানে খুব আলো,—তারার মতন আলো, চাঁদের মতন আলো, সূর্য্যের মতন আলো; সে আলোয় তাত্‌ নেই, তার রূপের ছটায় আলো! আমি দেখেছি, আমি দেখেছি, মিছে নয়, মিছে নয়। আমি আকাশ পানে চেয়ে দেখি—সে কোথায়; একবার মনে হয় ঐ তারাতে, না সে তেমন না; আবার মনে হয় ঐটীতে, না—সে

তেমন না ; এক এক ক'রে দেখি কোনটী তেমন নয় ! সে কোথায় আছে, লুকিয়ে আছে। আমি সেথা যাব, আমি সেথা যাব।

পরশু। গিন্নি ! আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনি, এ যে কথা ব'ল্‌ছে, এ যে গোলকের কথা, এ যে গোলকের স্বপ্ন !

কৃত্তিকা। তুমি ঐ ক'রেই মেয়েটার মাথা খেলে।

অম্বিকা। ঠাকুর মশায় ! উপদেবতায় কত কি দেখায় গো, কত কি দেখায় ! ঐ বেনেদের বউ অমন দেখ্‌তো—কেমন সুন্দর বাড়ী, কেমন সুন্দর হাঁড়ী, কেমন সুন্দর খাবার ! তার পর সকাল বেলা উঠে দেখ্‌তো মড়ার হাড়, ছেঁড়া চুল, আর বিষ্ঠে ! তুমি চণ্ড নাবাও গো চণ্ড নাবাও।

পরশু। হ্যাঁ মা ! সেখানে আমাদের নিয়ে যাবি ?

কর। হুঁ, তোমাদের নিয়ে যাব, আর কাকে নিয়ে যাব, তাকে চিনি নি। আর কত লোক নিয়ে যা'ব, তাই এয়েছি, তাই আমায় পাঠিয়েছে। না না হেথা তো থাকবোনা, আমি সব নিয়ে যাব, সব নিয়ে যাব। দেখ দেখ ঐ শোন, সত্যি—সত্যি সত্যি, চার দিকে সত্যি, সে ব'ল্‌চে সত্যি, সে মিছে জানে না, মিছে নয়, মিছে নয়।

অম্বিকা। ওঃ ভর হ'য়েছে ! ও সেই বেনেদের বউ ভর হ'লে কত কি ব'ল্‌তো, কত আবোল্ তাবোল্ বক্‌তো !

কৃত্তিকা। আচ্ছা তুই আয় আমার সঙ্গে আয়।

কর। ঐ চলেছে, ঐ চলেছে।

আগে আগে গায় চলে ঐ নূপুর বাজে পায়।
পদ্ম-মালার গন্ধ পেয়ে ভ্রমর ছুটে ধায়॥

ডাক্‌লে কি আর থাক্‌তে পারি, ক'র্ব্বো কি মন টানে ;
সে জানে আর আমি জানি, আর কি কেউ এ জানে ;
আমি জেগে ঘুমুই, ঘুমুই জেগে, এক রকমে যায়।
তারির সনে সদাই থাকি, স্বপনের খেলায় ॥
কাছে থাকে দেয়না চেনা, চিন্‌বো কি ক'রে।
সে অঘোর, আমি অঘোর, কেটে যায় ঘোরে ॥
দাঁড়িয়েছি তাই দাঁড়িয়ে আছে, চল্লে সাথে যায়।
আমি তারে চাই কি না চাই, সে তো আমায় চায় ;
ভুল্লে পরে সে ভোলে না, মন টলে না তাই।
নইলে একা যেথা সেথা সাধ ক'রে কি যাই ॥

[করমেতির প্রস্থান।

অম্বিকা। দিনরাত সঙ্গ নিয়ে আছে!

পরশু। গিন্নি! তুমি সঙ্গে যাও, আমি রাজবাড়ী থেকে আস্‌ছি।

[কৃত্তিকার প্রস্থান।

অম্বিকা। আমিও ঘরে যাই; কে বাবু রাত দুপুরে একা ঘরে যাবে। মা গো, বামুনের বাড়ী তো না; যেন ভূতের বাসা!

[পরশুরাম ও অম্বিকার প্রস্থান।

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। মাসী!

অম্বিকার পুনঃ প্রবেশ।

অম্বিকা। কেরে টুক্‌রো?

টুক্‌রো। শোন্ শোন্ এ দিকে আয়।

অম্বিকা। তুই কবে এলিরে?

টুক্‌রো। সব ব'লছি, এ দিকে আয় না। (খোনা স্বরে) হ্যাঁ মাঁসী, আঁমি কেঁ বঁল দিঁকিন্?

অম্বিকা। ওমা! এমন খোনা খোনা কথা কচ্ছিস্ কেন?

টুক্‌রো। হুঁ-হুঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ, আঁমি কেঁ বঁল্‌না বেঁটী, আঁমি কেঁ বঁল্‌না।

অম্বিকা। ও বাবা, অমন করিস্ নি বাবা, আমার ভয় করে! অমন করিস্ নি।

টুক্‌রো। (স্বাভাবিক স্বরে) এরি মধ্যে তোর ভয় করে। আমি কে বল দেখি। ব'ল্‌তে পাল্লিনি, ব'ল্‌তে পাল্লিনি, আমি চণ্ডু!

অম্বিকা। ওমা, আমি কোথা যা'ব গো!

টুক্‌রো। বেটী, ছুটী পান্তা ভাত চেয়েছিলুম্ দিস্‌নি. আমি এখন রোজ রাত্তিরে দুধ কলা খাই।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, তুই কি ম'রে ভূত হয়েছিস্ বাবা?

টুক্‌রো। অমনি কি যে সে ভূত, চাঁড়ালের চণ্ড ভূত!

অম্বিকা। ও মাগো, গেলুম গো, তোমরা ঠ্যাকাও গো!

টুক্‌রো। আ মর্ বেটী, ভূত হ'য়েছি তো তোর বাবার কি, অমন কচ্চিস্ কেন?

অম্বিকা। ও বাবা, আমার ভয় লাগে বাবা, তুই সরে যা!

টুক্‌রো। মর হ্যাকা বেটী, ওঁর ভয় করে! অমন কর্ব্বি তো কিলিয়ে মাতা ভেঙে দেবো।

অম্বিকা। না বাবা চণ্ড, না।

টুক্‌রো। আ মর বেটী, তুই মনে করেছিস বুঝি আমি সত্যি সত্যি মরেছি।

অম্বিকা। তবে কি রকম মরেছ বাবা, তবে কি রকম মরেছ?

টুক্‌রো। মরি রাত্তিরে, যখন চণ্ড নাবায়।

অম্বিকা। এই তো বাবা রাত হয়েছে, এখন কি তুই মরেছিস্ ?

টুক্‌রো। বেটীর দুট পান্তা ভাত দেবার ক্ষমতা নেই, বেটী বলে মরেছিস্! এক গামলা দুধ কলা চট্‌কে দিতিস ত মরে তিন্‌টে ডিগবাজী খেতুম। তুই মনে কচ্ছিস বুঝি আমি যে সে চাঁড়ালের চণ্ড। নিদেন দেড় সের খাঁটি দুধ, এক পোয়া চিনি, আর চারটে চাটিম কলা নৈলে কোন্ শালা মরে। রোজা যে দিন জোগাড় কত্তে পাল্লেন—পাল্লেন, নইলে একটা টাকা না পেলে তাঁর টিকি উপ্‌ড়ে ফেলি, আর ভাতের হাঁড়ি ছুঁয়ে দি। (খোনা স্বরে) মাঁসি আঁমায় চিঁন্‌লিনে মাঁসী! ঐ দেখ আর সব শিক্ষানবিস চণ্ড আস্‌চে।

শিক্ষানবিশ্ চণ্ডগণের প্রবেশ।

বিভাসমিশ্র—খেমটা।

আমার গোড়মুড়ো বাঁকা, থাকি তালগাছের মাথায়।
মাসী বেটী ম'লে শোব তার ছেঁড়া কাঁতায়॥
ডুপ্ ডুপ্ ডুপ্ মট্‌কা মাতায় যাই,
গপ্ গপ্ গপ্ চাটিম কলা খাই,
কট্ কট্ কট্ আড়কাটা কাঁপাই,
থুড়িলাফ্ খাই, সট্ উঠে যাই,
কুকী দে তালের বাতায়
যে ভীরকুটীতে ভয় করে না,
চাটী লাগাই তার মাথায়।
লাগে দাঁতে দাঁতে, কাঁপে আঁতে,
কাপড়ে মাল সরে যায়॥

[চণ্ডগণের প্রস্থান।

টুক্‌রো। ওরে যা যা তোরা সব ভট্‌চায্যির বাসায় যা। মাসি! বেটী উঠবিত ওঠ, নৈলে চণ্ড হ'য়ে এক কিলে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব।

অম্বিকা। না বাবা, মাথা ভেঙনা, আমি উঠে ব'স্‌চি বাবা।

টুক্‌রো। বোস্! শোন্, আমরা সব নাব্‌বো।

অম্বিকা। না বাবা, নেবোনি বাবা!

টুক্‌রো। নাব্‌বোই নাব্‌বো! বিশ কোশ্ রাস্তা ভেঙে এলুম, তুই বেটী বল্লেই শুন্‌বো নাকি?

অম্বিকা। কেন ম'ত্তে এখানে এসেছিলুম গা। ও টুক্‌রো; তুই কিসে মলি, তুই যে বড় দুরন্ত ভূত হ'লি! দেখ্ দেখ্ আমার মনিবের মেয়ের ঘাড় ভাঙগে বাবা, আমার মনিবের মেয়ের ঘাড় ভাঙগে, আমায় ছেড়েদে।

টুক্‌রো। তবে আর কি ক'ত্তে এসেছি, তোর মনিবের মেয়ের জন্যই ত নাব্‌তে এসেছি। আমরা সব খবর রাখি রে আমরা সব খবর রাখি; তার দিষ্টি লেগেছে। তুই বেটী এক কাজ কত্তে পারিস্?

অম্বিকা। না বাবা, তুই আমার মনিববাড়ী যা, আমি ঘরে যাই।

টুক্‌রো। আরে শোন্ না, খুব্ সোজা কাজ। পেত্নী হ'তে পার্‌বি?

অম্বিকা। দোহাই বাবা, পেত্নী হতে পার্ব্বোনা!

টুক্‌রো। তা পার্ব্বি কেন! বেটী মড়াঞ্চে পোয়াতির মেয়ে, পান্তাভাত খেয়ে মর্‌বি! তোফা গলদা চিংড়ী খাবি, ইলিস্ মাছ খাবি, তোর বাবার ভাগ্যে থাকে তবে পেত্নী হ'বি! কিন্তু ভটচায্যির তোর ওপর টাঁক আছে, বোধ করি তোরে পেত্নী ক'রবে।

অম্বিকা। ওমা পোড়ারমুখো ভট্‌চায কোত্থেকে এলো গো।

টুক্‌রো। পোড়ারমুখো না—তার দুটো কাটা কাটা বুলি

শুন্‌লে তুইত তুই তোর বাবাকে পেত্নী হতে হবে! ঝাল্ দে নখন দোরসা গলদা চিংঙড়ী শাম্‌নে ধ'রবে পেত্নী না হয়ে আর যাস্ কোথা। তা সে থাক, সে ভট্‌চার্য্যি যা হয় ক'রবে।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, পেত্নী কর্ব্বে?

টুক্‌রো। নিশ্চয়! আমি কি আর সোজায় চণ্ড হ'তে চেয়েছিলুম? পাঁটার মুড়ি আর দুধ কলা সামনে ধর্ত্তে, বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে চণ্ড হলুম্। তা সে যাক, সে এসে যা হয় কর্ব্বে। দেখ্ ও পরশুরাম ঠাকুর রাজি হবে না। তুই গিন্নীমাগিকে বোঝা, তোর মনিব বাড়ীতে না হয়, চুপি চুপি তোর ঘরে এনে চণ্ড নাব্‌বো। ভট্‌চার্য্যি শুনেছে সে ছুঁড়ী দেখ্‌তে বেস্, তাকে শক্তি কর্ব্বে।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, তুই কি মিছি মিছি চণ্ড? তুই মরিস্ নি, না?

টুক্‌রো। বেটী, তুই মিছে চণ্ড আমায় বলিস্! একটু নাবো নাবো হচ্ছিলুম্, তাইতেই বেটী অমন ক'রে উপুড় হ'য়ে পড়েছিলি, দেখবি বেটী নাব্‌বো?

অম্বিকা। না বাবা, আর নেবে কায নেই।

টুক্‌রো। আচ্ছা, যা বেটী আর নাব্‌বো না। কিন্তু বাছা, যদি তোদের গিন্নিকে না রাজি করিস্, আমায় নাব্‌তে হবে না, ঐ শিক্কেনবিস চণ্ড ছেড়ে দেবো, তোর চালের খড় ওজড় ক'রে আন্‌বে। আর নিতান্ত পক্ষে রাজি ক'ত্তে না পারিস্, একদিন গিন্নিমাগীকে তোর ঘরে ভট্‌চার্য্যির সঙ্গে দেখা করিয়ে দিস্, আমি চল্লুম। দুধ কলার জোগাড় হোলো কিনা দেখিগে।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, এস বাবা এস।

টুক্‌রো। এস নয়, যা বল্লুন তা করিস, যদি না করিস্, তোর ঘাড় ভাঙবো।

অম্বিকা। না বাবা, আর ঘাড় ভাঙতে হবে না বাবা, না বাবা!

টুক্‌রো। আর দেখ্ পেত্নি হোস্। কেন কতকগুলো এড়া-ভাত খেয়ে মর্ব্বি? তিন দিনে তোর গতর ফিরে যাবে। পেত্নী কি আর জোটেনা রে? জোটে। তবে তুই মার বোন মাসী রয়েছিস্, তুই থাক্‌তে আর কোন কোন বেটী গলদা চিংড়ী খাবে? হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-উঁ—

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

অম্বিকা। ও মরেছে, নিট মরেছে! সোঁ ক'রে অমনি হাওয়া হ'য়ে বেরিয়ে গেল! তা আমায় কিছু বল্‌বে না। হাজার হ'ক মাসী হই। একবার বামনিকে বলে দেখি। আমি আর একলা ডুব্‌ল বেড়াব না। কি জানি! মাগো! পেত্নী হ'তে পার্ব্বো না! পেত্নী হ'তে পার্ব্বো না! গলদা চিঙ্গড়ী মাথায় থাক, পেত্নী হ'তে পার্ব্বো না!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আগমবাগীশের গৃহ।

আলোক ও আগমবাগীশ আসীন।

আলোক। দেখ আগমবাগীশ! এ প্রাণ আর আমি রাখ্ছিনি। রেমো ব্যাটা সে দিন পদীর সঙ্গে ইয়ারকি দিচ্ছিল, দেখে চক্ষু জুড়ুলো! এ দিলে আঁচ্ড়ে ত ও ধল্লে চুলের ঝুঁটী! এ মাল্লে কিল্ ত ও মাল্লে কাঁাৎ ক্যাৎ করে এক লাথি! এ ধল্লে জুতো ত ও ধল্লে ঝাঁটা! এমন নৈলে আমোদ? আগমবাগীশ! আমি এ প্রাণ আর রাখ্‌চি নি!

আগম। প্রাণ তোমায় রাখ্‌তে হ'চ্চে। প্যাঁচে প'ড়ে রাখ্‌তে হ'চ্চে। কর্ব্বে কি, চারা নেই।

আলোক। কি জোর না কি? তোমার জোর? পঁচিশ জুতো ঝেড়ে প্রাণ ছেড়ে দে বিবাগী হচ্চি, কারুর তোয়াক্কা রাখি!

আগম। কি, তুমি আমায় অপমান কর্ব্বে নাকি? শিষ্য হ'য়ে আমার অপমান ক'র্ব্বে নাকি? দেখি, কোন্ শালা আমার সাম্‌নে প্রাণ ছাড়ে!

আলোক। তুমি কি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে রাগারাগি ক'র্ব্বে? বাবা, তোমার সঙ্গে আর ইয়ারকি চল্‌বে না! ছি, ছি, ছি, ছি, এমন ইয়ারকিও দি, একদিন সক্ ক'রে প্রাণ ছাড়্‌তে পার্ব্বো

না! আগমবাগীশ! তোমায় বলি, এক দিন রামা আর পদির ইয়ারকি দেখে এস, তাদের সকের প্রাণ, দুবেলা প্রাণ ছাড়চে। হায়, হায়, হায় প্রাণ ছাড়তে পেলুম না!

আগম। হাঁ এবার যে বলেছ তন্ত্রোক্ত কথা।

আলোক। তোমার শিষ্য তুমি কি আমায় বেলয় পেলে? কেমন, এখন তুমি রাজী? তা নিয়ে এস, পদীর মতন একটা মেয়ে মানুষ নিয়ে এস। ভাল দেখে এক গাছা ঝাঁটা হাতে দেবে। যাও চট্ ক'রে বেরিয়ে পড়, আমি প্রাণটী ছেড়ে চুপ করে জুতো পাটটী হাতে ক'রে দোরের পাশে দাঁড়া'ব। আর তুমি যেতে না পার, এক কাজ কর, তুমি মাথায় ওড়নাখানা দিয়ে ঝাঁটা হাতে করে ব'সো।

আগম। এ বেস্ কথা।

আলোক। ভট্চায, ভট্চায! ওড়না খোলো, তোমায় বড় বেখাপ্পা দেখাচ্চে!

আগম। না, সেটি হবে না। ওড়না খুল্লে আমার ইজ্জত যাবে। বরং বলতো আমি ঘোমটা টানি।

আলোক। ভট্চায ঘোমটা খোল ব'ল্চি, ঘোমটা খোল ব'ল্চি।

আগম। কি, ঝাঁটা না, ঝেড়ে ঘোম্টা খুল্‌বো? এমন মেয়ে মানুষ আমি নই।

আলোক। দোহাই ভট্চায, দোহাই ভট্চায, ঝাঁটার সক্ ছুটে যাবে। বড্ড বদ্খৎ রমক হয়েছে, বুঝ্‌তে পাচ্চনা?

আগম। তোমার সব অন্যায়! সক্ ক'রে বল্লে ঝাঁটা

জুতো চল্‌বে। আমার সরল প্রাণ, রাজী হলুম। আর এখন বঞ্চিত ক'চ্চ, এতে কি ভাল হবে!

আলোক। তবে ভট্‌চায, আলোটা নিবোও। আলোয় ও চেহারা চল্‌বে না। বড় বেখাপ্পা! তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চোনা। আচ্ছা ভট্‌চায, তোমার সব দমবাজী? টুক্‌রোকে যে মেয়ে মানুষের সন্ধানে পাঠালে, তা কই? বাবা, মেয়ে মানুষের লোভ দেখিয়ে বিদেশে আন্‌লে, এখন ঘোমটা টেনে কুল্‌ মজাচ্চ! আমায় নিতান্ত প্রাণ ছাড়তে হ'লো।

আগম। নিতান্তই যদি ছাড়্‌বে ত দুপাত্তর টান।

আলোক। আমি প্রাণটা ছাড়ি, তুমি ততক্ষণ ঘোমটা খোল।

আগম। ওটী আমায় বোলো না।

আলোক। ভট্‌চায, তুমি কি আমায় সন্ন্যাস দেবে? তোমার চেহারা দেখে আমার প্রাণে বৈরাগ্য আস্‌চে। আমি ঘরে থাক্‌তে পার্ব্বোনা ভট্‌চায, আমি ঘরে থাক্‌তে পার্ব্বো না! উঃ, চেহারা দেখে প্রাণ উদাস হ'যে গেল!

আগম। এ ঘরে একটা নং নেই?

আলোক। উঃ, এ শালা খুনে!

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। ভট্‌চায্‌ সব ঠিক, কাল নাব্‌বো।

আলো। কেরে, টুক্‌রো? বাবা! যদি তুমি আমার প্রাণ বাঁচাতে চাও, এ শালার ঠ্যাং ধরে টেনে ঘর থেকে বার কর। শালা আবার নং খাকে দেবে!

আগম। বাবা টুক্‌রো! আমায় কেমন দেখাচ্ছে বাবা?

টুক্‌রো। আঃ ছাই দেখাচ্চে! মাসী যখন পেত্নী সেজে আস্‌বে, তখন তুমি তাক্ হ'য়ে যাবে।

আগম। বাবা আলোক! আমি যে মনের ঘেন্নায় প্রাণ রাখ্‌তে পাচ্চিনি।

আলোক। ওকায ক'রোনা ভট্‌চায, ওকায ক'রোনা, বাইরে গিয়ে প্রাণ ছাড়। বাইরের হাওয়ায় সমস্ত রাত প্রাণ ছেড়ে পড়ে থাক, আমি একটু দোর দিয়ে জুড়ুই। ওড়নাখানা পুড়িয়ে ফেলে, তবে আমি আর নেসা ক'র্ব্বো।

আগম। বাবা আলোক! আমি ওড়না মুড়ি দে প্রাণ ছাড়্‌বো।

টুক্‌রো। ভট্‌চায তোমার রকমখানা কি? আমরা পাঁচ ছজন লোক ম'রে চণ্ড হ'য়ে র'য়েছি, আবার তুমি ম'র্ত্তে চাও? ছ্যা! তোমার আক্কেল নেই, কাযটা খারাপ কর্ব্বে?

আগম। বাবা টুক্‌রো! মনের ঘেন্নায় ম'র্ত্তে চাই।

আলোক। খবরদার শালা, ওড়না মুড়িদে মর্ব্বি ত বিশ জুতো লাগাবো!

আগম। উঃ! এ প্রাণ কি আর আমি রাখতে পারি, আমি মর্ব্বোই।

দেগোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। ওরে দেগো আয়তো! শালাকে নিয়ে শ্মশান ঘাটে পুড়িয়ে আসি। ওঃ, কায আর জুট্‌বে না! মোদো নাপ্তের দুটো চণ্ড ছেড়ে গিয়েছে, সেই দলে চল্ ভর্ত্তি হইগে।

দেমো। তা বটে ত।

টুক্‌রো। কি ভট্‌চায, মর্ব্বি, না কাল নাবাবার উদ্‌যুগ কর্ব্বি ?

আগম। দেখ আজ একটু ওড়না মুড়িদে মরি, কাল রাত্তিরে তখন তোমাদের নাবাবো।

টুক্‌রো। দেমো তুই একটা ঠ্যাং ধর !

আলোক। বাবা টুক্‌রো ! যদি তুই চণ্ডর মতন চণ্ড হ'স্, তুই শালাকে গোভাগাড়ে মেরে আয়। ফের্ না ওড়না গায়ে দিয়ে সাম্‌নে আসে।

টুক্‌রো। দেমো যা'ত, কলসী কতক জল তুলে আন্‌তো। ওর মাথায় ঢালি।

আগম। বাবা ! জল ঢেল না জল ঢেল না। গো ভাগাড়ে আমায় আছ্‌ড়ে মা'র।

আলোক। বাবা ওড়না খুলে নে, ওড়না খুলে নে, যার শালা ভাগাড়ে যাবে।

আগম। কোন্ ব্যাটা ওড়না খোলে, আমি ভাগাড়ে যা'ব।

[আগমের প্রস্থান।

আলোক। উঃ এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি ! শালা নত্ আনলেই খুন করেছিলো। বাবা টুক্‌রো ! সে মেয়ে মানুষের কি হোলো ?

টুক্‌রো। দাড়ান মশাই ! কাল না নেবে, এ কথার উত্তর দিতে পাচ্ছিনি। আমি যে ভাব্‌চি ঐ ভট্‌চায মাতাল হ'য়েছে,

কাল যদি দিনের বেলা খোঁয়ারির মুখে চালায় তা হলে বাগান' মুস্কিল হবে।

আলোক। কি রকম্ মেয়ে মানুষটা বুঝলে?

টুক্‌রো। মাসীর কথার আঁচে বুঝ্‌লুম বড় মন্দ নয়।

আলোক। দ্যাখ্ বাবা! একটা মনের কথা তোরে বলি, একটা জবরদস্ত মেয়ে মানুষ যোগাড় করো। অমন প্যান্ পেনে ঘ্যান্ ঘেনে, মুখ মোচানে, পা টিপুনে, এতে বাবা অরুচি জন্মেছে। দু'ট রাগ কল্লে, দু'ট বল্লে, দু'ট মান ক'রে বস্‌লো, আবার ভাব সাব করে চুমখেয়ে বুকের ধন বুকে নিলুম! তা নয়—মশাই মশাই ক'রে বাঁদী বেটী ঘুচ্চেন!

টুক্‌রো। যদি মার ধোর ঝগড়া ঝাটী ক'ত্তে চাও ত সে আমার মাসী। ঐ যে বৈরাগী মেসো যে ছিল, কি বোল্‌বো ম'রে গিয়েছে, তা নইলে তোমায় দেখাতুম, ঝ্যাঁটার দাগে পিট ভ'রে গিয়েছে।

আলোক। দেখতে কেমন?

টুক্‌রো। এই পেত্নী হ'য়ে এলেই দে'খ এখন! তুমি বলে-ছিলে ভট্‌চাযকে ওড়না খুল্‌তে, মাসী এসে দাঁড়ালে বাপ্ বাপ্ করে ওড়না খুল্‌তে পথ পেত না।

আলোক। ইস্ তাই তো! বেটীরে সব টাকার লোভে অমন করে বুঝেছিস্। মর্ বেটী, ভালবেসে দুটো ঠোনা মেরে লাথি মাল্লে কি আর টাকা দিই নি, ডবল দি।

টুক্‌রো। তোমার ওসব কথায় এখন আমি কাণ দিতে পা'চ্ছিনে। আমি ভট্‌চাযকে বাগিয়ে ঠাণ্ডা করিগে।

আলোক। আচ্ছা শোন্ একটা কথা শোন্। এইখানে কোথা বে ক'রে গিয়েছি, সন্ধান ক'ত্তে পারিস্?

টুক্‌রো। কেন, তুমি বউ ঘরে আনবে নাকি?

আলোক। না, ঘরে আন্‌বো না, বার ক'র্ব্বো।

টুক্‌রো। ওঃ তোমার মতলবের থাই পায় কে? বেটী আর কোন কালে না ঘাড়ে পড়ে!

আলোক। টুক্‌রো! তুই চণ্ডগিরি করিস্ বটে, কিন্তু আমার মতলবের থাই পেলি নি, আর পাবিও নি। মাগ্ বার ক'র্ব্বো কেন তা জানিস্, বার করা সক্‌টা মিটিয়ে নেব। টাকা ছেড়ে অনেক বেটাকে বার ক'ত্তে পাত্তুম, মেয়ে মানুষ ভালবাসি বটে টুক্‌রো! কিন্তু এক জনের সর্ব্বনাশ ক'ত্তে পারিনি। এ বাবা আপনার মাগ বার করলুম। ব'নে ঘর করলুম। তা না হয় খোরাকির বন্দোবস্ত করে বাজারে ছেড়ে দিলুম।

টুক্‌রো। এ বেস্ কথা, মাসীর কাযের ভার বা'ড়্‌লো, পেত্নীও হ'তে হবে, দূতী গিরিও ক'ত্তে হবে।

আলোক। আমি একটা মতলব ঠাওরাই, কাল তোরে বোলবো। এতে তোর মাসীর দরকার হবে না, আমি আপনিই মাসী হব।

টুক্‌রো। তুমি কি গোঁফ্ মোড়াবে?

আলোক। হুঁহুঁ—তোকে তো ব'লেছি ব্যাটা টুক্‌রো, তুই আমার বুদ্ধির থাই পাবিনি!

টুক্‌রো। ভার! গোঁফ্‌বন্দি মাসী হবে, এভট্‌চাযের বাবা হ'লে যে!

আলোক। ব্যাটা বুঝ্‌বি কি ?—খানসামা মাসী !

টুক্‌রো। ওঃ, ব'ল্‌তে পারিনি, তোমার মতলবটা যদি দাঁড়িয়ে যায়, তা হ'লে একটা কারখানা হ'য়ে যাবে। মালিনী মাসী, গয়লা মাসী, নাপ্তিনী মাসী, এই সব চলে আসচে, তুমি খানসামা মাসী যদি বার ক'ত্তে পার তো ;চুটিয়ে চ'লে যাবে।

আলোক। খানসামা মাসীর খুব চলন্ আছে, তুই জানিস্ ন। খানসামা মাসী কি জানিস ? মাসীকে মাসী, নাগরকে নাগর ! দেখ্ কোন শালা যা পারেনি তাই ক'র্ব্বো। আমার শ্বশুর বাড়ীতে খানসামাগিরি করে আমার মাগ্‌কে বার ক্‌র্ব্বো। তার পর আলাদা রেখে দে'ব, সে জান্‌বে খানসামা। মশাই মশাই ক'রে আর বাঁদিগিরি কর্ব্বে না। দেখ্ আমার দেল চটে গেছে।

টুক্‌রো। দ্যাখ, এখন আমি ঘড়া কতক জল ভট্‌চার্য্যের মাথায় ঢেলে আসি। কাল চণ্ড যতক্ষণ না না'বচে আমার বুদ্ধি খাড়া হচ্ছে না।

আলোক। না, আমার শ্বশুরবাড়ী না তুমি খুঁজে দিয়ে কোন কাযে হাত দিতে পা'চ্চনা।

টুক্‌রো। না, চণ্ড না নেবে আমি কোন কথা শুনতে পারিনি।

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

আলোক। তবে যাও আমি আপনি খুঁজে নেবো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

গোলকবাসী ও গোলকবাসিনীগণ।

দেশবিভাস—একতালা।

ছানিত কিরণে ভাসে দশদিশি মৃদুল মুরলী বোলে।
মৃদু মৃদু হাসি, শশি পড়ে খসি,
বিভোর চকোর ভোলে॥
গোপীনীগণ নিয়ত সঙ্গ, নবনটবর নবীন রঙ্গ,
মান ভঙ্গ, মোহ অনঙ্গ, মাধুরী লহরী দোলে॥

[প্রস্থান।

করমেতির প্রবেশ।

কর। এই, এই খানে গান হ'চ্ছিল। আহা কি গাচ্ছিল? এ গান কি কোথাও শুনেছি? কোথায় শুনেছি? কি গাচ্ছিল, কি গাচ্ছিল? ঐ ওদিকে গান গাচ্ছে।

[প্রস্থান।

(গোলকবাসী ও গোলকবাসিনীগণের পুনঃ প্রবেশ)

* * * * * *

উত উতরোলি, ঘন করতালি,
রাখাল নাচে, নাচে বনমালী,

কুলকামিনী কুলমান ডালি,
মঞ্জীর ধীর বোলে॥

[সকলের প্রস্থান।

করমেতির পুনঃ প্রবেশ।

কর। আমি কোথায় যাচ্চি, এরা আগে আগে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্চে।

পরশুরাম ও কৃত্তিকার প্রবেশ।

কৃত্তিকা। রোজ শেষ রাত্তিরে এমনি দোর খুলে বেরোয়; কি ব'ল্‌চে বুঝতে পেরেছ? "আমি কোথায় যাচ্চি, কে আমায় ডেকে নিয়ে যাচ্চে"—

পরশু। কোথায় যাচ্চে?

কৃত্তিকা। ঐ কদমতলাটীতে গিয়ে ব'স্‌বে।

পরশু। এমন্‌টা হ'য়েছে আমায় ব'লনি!

কৃত্তিকা। এটা আ'জ দু তিন দিন হ'চ্ছে। বলিনি আর কেমন ক'রে? রোজত তোমায় ব'ল্‌চি। তুমি কি কোন কথা কাণে তোল?

কর। তোমরা কোথায় লুকুলে, তোমরা কোথায় লুকুলে? কেন লুকুলে? দেখা দাও না। দেখা না দাও গান গাও, আমি ব'সে শুনি, আর চ'ল্‌তে পা'চ্চিনি।

পরশু। ও গান গায় কি ব'ল্‌চে?

কৃত্তিকা। দেখ সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি আমিও যেন কি

গান শুন্‌তে পাই! যেন এগিয়ে এগিয়ে কারা গেয়ে গেয়ে যাচ্চে!

পরশু। আমি এর কি বিহিত ক'র্ব্বো কিছু বুঝ্‌তে পারিনি।

কৃত্তিকা। দিন দিন আর লজ্জা সরম কিছু করে না। সোমত্ত মেয়ে, বেটা ছেলের সামনেই গা মাথার কাপড় খুলে চ'ল্লো। ব'ল্লে বলে কই পুরুষের কাছেত যাই নি। এ বাই হ'লো কি দিষ্টি দিলে আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

কর। গাও গাও আবার গাও! তোমাদের গান শুন্‌তেই আমি এসেছি। তোমরা কে? যদি না বল, ব'ল্‌তে পার আমি কোথা থেকে এসেছি। আমার মনে হ'চ্চে তোমরাও সেথাকার, আমার মনে হ'চ্চে তোমরা আমার খেলুনি।

(নেপথ্যে গীত)

গোঠে চলে কানু নাচিছে ধেনু,
গগনে সজনী উঠিছে রেণু,
নখরে ঝলকে তরুণ ভানু,
ফুল কলি আঁখি খোলে।

কর। ঐ যে,-

[পরশু, কৃত্তিকা, করমেতির প্রস্থান।

(গোলকবাসী ও গোলকবাসিনীগণের পুনঃ প্রবেশ ও গীত)

* * * * * *

কদম তলায় মাধব মাধবী,
আদরে যমুনা হৃদে ধরে ছবি,

আয় শ্যাম প্রেমে মাতোয়ারা হবি
রাধা ব'লে উতরোলে॥

[প্রস্থান।

আগমবাগীশের প্রবেশ।

আগম। গোভাগাড়ে মরিচি না মস্তে আছি ওড়না ছাড়চিনি। যখন কারণ সঙ্গে রয়েছে, কার্ তোয়াক্কা করি!

অম্বিকার প্রবেশ।

অম্বিকা। সকাল হবে আর টুক্‌রো ব্যাটা এসে পেত্নী ক'র্ব্বে। বামুন বাড়ীও যা'ব, না আর কোথাও যা'ব না। রাজার ছত্তরে খা'ব, আর চুপি চুপি সেখানে প'ড়ে থা'ক্‌বো। ও মা গো, পেত্নী হ'তে পা'র্ব্বোনা! এই ঝোপটায় চুপটী মেরে ব'সে থাকি।

আগম। থাক, তুমি ও ঝোপ আগলাও, আমি এ ঝোপ আগলাই।

অম্বিকা। ওমা! এ কে আবার!

আগম। দিদি, তুমি বাসায় ম'রে পেত্নী হ'য়েছ, আমি গোভাগাড়ে ম'রে শাঁকচুন্নী হ'য়েছি।

অম্বিকা। আঃ মর! আমি ম'র্ব্বো কেন? তোর সাতগুষ্টি মরুক।

আগম। ম'রেছ বাছা তার আর উপায় কি ব'ল!

অম্বিকা। কেরে মড়া! ম'রিচি ম'রিচি ক'চ্চিস্?

আগম। ছিঃ, তুমি অমন বেহুঁস মেয়ে মানুষ! ভোর রাত্তিরে ম'লে টের পেলে না?

অম্বিকা। হুঁ মলুম, তোমার পিণ্ডী চট্‌কালুম!

আগম। তার যো কি? তুমি আগে ম'লে দেখে গিয়ে, তবে গোভাগাড়ে ম'রিচি।

অম্বিকা। তুই কেরে ড্যাক্‌রা?

আগম। ডেক্‌রী ব'ল। দেখ্‌ছ না ওড়না মাথায়? দেখ তুমি যদি হলপ্ কর যে মরিনি তাতেও আমি বিশ্বাস ক'চ্চিনি। তন্ত্রে লিখ্‌চে,—

কলাগাছে বসি আমি কলা বাদুড়্।
চৈত্রী মাসের নিরেকেতে ম'লেন মাচাড়ু॥

আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা ক'চ্চি বাছা! কি ক'র্ব্বে কাছে এসে ব'স, ব'সে একটু কারণ কর। মারা প'ড়েছ তা তো আর চারা নেই।

দেমো, টুক্‌রো ও খানসামা বেশে আলোকের প্রবেশ।

টুক্‌রো। ভট্‌চায! সাড়া দিবি ত দে।

আগম। (স্বগত) উঃ! টুক্‌রো চাঁদ! এখনি ব্যাটা পুকুরে চুবিয়ে নারী জন্ম ঘুচিয়ে পুরুষ জন্ম দেবে। (অম্বিকার প্রতি) বাছা তুমি ঝোপে থাক, আমি অশত গাছে যাই। উঁহুঁ—গাছে উঠ্‌তে পা'র্ব্বোনা, ট'লে পড়ে যা'ব।

অম্বিকা। এই টুক্‌রো ব্যাটা এলো, সার্‌লে! আমি সাড়া দেবো না, চুপ ক'রে ব'সে থাকি।

আলোক। এই যে শালা! দেখ্‌তে পা'চ্চিস্ নে, ওড়না চিক্ চিক্ ক'চ্চে!

টুক্‌রো। সত্যি ত এই যে ব'সে! দেমো ধর্। নিয়ে চ. শালাকে পানা পুকুরে চোবাই গে।

আগম। তা চোবাও! আমার মিতিন মাসী ঐ ঝোপে ব'সে আছে তাকেও নিয়ে এস।

টুক্‌রো। দাঁড়াও তোমায় আগে পাঁকের ভেতর ঠেসে ধরি।

আগম। কি রে পাঁকে চোবাবি! পাঁক যে গয়ার পিণ্ডীর বাবা, আমার ভূত যোনী ছেড়ে যাবে!

[টুক্‌রো ও দেমো ভট্‌চাযকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

আলোক। (স্বগত) এ ব্যাটা ত বেল্লিকের ধাড়ী, দেখি ওর মিতিন মাসী পেত্নী বেটা কি রকম পাজী! এ ব্যাটা বোধ হয় এ দেশী। দেখি যদি আমার শ্বশুর বাড়ীর সন্ধান পাই। (প্রকাশ্যে) মিতিন মাসী পেত্নী! মিতিন মাসী পেত্নী!

অম্বিকা। (স্বগত) এ ত এক ব্যাটা মাতাল দেখ্‌চি! পেত্নী হ'য়ে ভয় দেখাই, নইলে মাতালের হাতে প'ড়ে ম'ত্তে হবে।

আলোক। মিতিন মাসী পেত্নী!

অম্বিকা। (খোনা স্বরে) কেঁ রেঁ ব্যাঁটা!

আলোক। (স্বগত) এ ব্যাটা ভট্‌চাযের ওপর বেল্লিক! একটু কারণ ক'র্ব্বে?

অম্বিকা। উঁহুঁ—উঁহুঁক্।

আলোক। একটা খবর দিতে পা'র্ব্বে ?

অম্বিকা। উঁহুঁ উঁহুক্!

আলোক। কেরে ব্যাটা বেরসিক পেত্নী! আয় ত' এদিকে দেখি! (টানিয়া আনয়ন)

অম্বিকা। তোঁর ঘাঁড় ভাঁঙবোঁ, ছেঁড়েদেঁ। তোঁর ঘাঁড় ভাঁঙবোঁ, ছেঁড়েদেঁ।

আলোক। খেপেছ, তোমার চাঁদ বদন না দেখে ছাড়ি!

(হস্ত ধরিয়া মুখ দর্শন)

অম্বিকা। ছাঁড়—ছাঁড়—ছাঁড়।

আলোক। (মুখ দেখিয়া) ওঃ দেলখোস্! এবেসে না! হয় টুক্‌রো ব্যাটার মাসী, নয় ভট্‌চাযের যমক ভাই আছে!

অম্বিকা। ছাঁড়—ছাঁড়!

আলোক। কেন, ছাড়্‌বো কেন? এই খানে ব'সো, এই টাকা নাও। তুমি ব'ল্‌তে পার, আলোক ব'লে এক ছোঁড়া এখানে কোথাও বে থা ক'রে গিয়েছে কি? তার বাপের টাকা কড়ি ছিল, উড়িয়েছে—আছেও কিছু। যদি ঠিক খবরটা দিতে পার, ত আরও কিছু পাও।

অম্বিকা। বলত বলত, বামুনদের বাড়ী?

আলোক। ঐ আলোক—বামুন। কার বাড়ী বে হয়েছে ব'ল্‌তে পারিনি।

অম্বিকা। বেস্ বাড়ন্ত গড়ন মেয়েটা? চোক্ মুখ নাক কাটা কাটা?

আলোক। হ'লে হান নেই।

অম্বিকা। বছর চোদ্দ পোনের বে ক'রে খবর নেয়নি, কেমন?

আলোক। বরং বেসি।

অম্বিকা। হ'য়েছে!—আমার মনিব বাড়ী।

আলোক। খুব ভাল কথা। আমি সেই আলোকের কাছ থেকে আস্‌চি। আলোক তার পরিবার নিয়ে যাবে; আর যদ্দিন না পাঠান্, আমি সে বামুন বাড়ী থাক্‌ব'। তার পরিবারের যা দরকার টরকার হয় দেবো টেবো। শুনেছি কি তার অসুখ হ'য়েছে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'ত্তে হবে।

অম্বিকা। উপদিষ্টি লেগেছে গো উপদিষ্টি লেগেছে!

করমেতির প্রবেশ।

ঐ দেখ মেয়েটা আপনি আ'স্‌চে। রোজ ভোরের বেলা এসে গো!

আলোক। কই? (স্বগত) আহা! এ কি ভাব! যেন পাগল! গা মাথার কাপড়ের খম নেই। এ কোথায় যায়? কারুর পাছে কি যায়? কোন ভাগ্যবানকে কি এ চায়?

কর। (আলোকের প্রতি) তুমি এস, এস, দেখ্‌বে এস, দেখ্‌বে এস, এই খানে তারা নেচে ছিল, এই খানে তারা গেয়ে ছিল, এই খানে সে ব'সে ছিল। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো না। এই এই দেখ, কোথায় আছে দেখ্‌তে পাচ্চিনি।

অম্বিকা। দেখচ গা ওপর দিষ্টি লেগেচে।

আলোক। তুমি এই নাও, বাড়ীতে খবর দাওগে।

অম্বিকা। তা আবার তোমার সঙ্গে কোথা দেখা হবে?

আলোক। আমিই দেখা ক'র্ব্বো।

অম্বিকা। হ্যা দ্যাখ, শীতকালে একখানি গার কাপড় দিও।

আলোক। এমনি পেত্নীগিরি যদি ক'ত্তে পার।

অম্বিকা। তা পা'র্‌বো, তা পার্‌বো।

[প্রস্থান।

আলোক। (স্বগত) কখন না। এ দেবীকে কি পিশাচে স্পর্শ ক'রেছে? আমি হেন লম্পট, আমার স্ত্রী আমায় ডাক্‌চে, আর এই আলু থালু রকম, কাছে যেতে সাহস হ'চ্চে না। কোন্ পিশাচের বাবা, আমার ওপর ছাতি যে এগুবে!

কর। আমি কি দেখ্‌চি জান? তুমি তাকে দেখ্‌চ কিনা দেখ্‌চি। তুমি তাকে দেখ্‌তে পা'চ্চনা। এস আমার সঙ্গে এস। দেখ তুমি যদি তারে ধ'ত্তে পার, এই খানেই আছে, আমায় ধরা দেয় না।

আলোক। তুমি কে?

কর। কে তা ঠিক্‌টী জানি নি। কে আমি তাই খুঁজ্‌চি।

আলোক। এ ত বাবা কথার মাথা কিছু পাচ্চিনি, পাগল বটে!

কাফি—একতালা।

কর চকিতে আসবে যাবে একটু থাকে না।

ব'লে কি ক'র্ব্বো বল কথা রাখে না॥

পলকে যায় সে স'রে,　　রূপে যায় নয়ন ভ'রে,
মাতে মন দেখ্‌ব' কি ক'রে,—
মনে আর মন কি থাকে মন তা জানে না।
জানিত মনের কথা মন ত ঢাকে না॥
কত সে কয় গো কথা,　　কি কথা বুঝ্‌বো কি তা,
অঘোরে কি কই কথা নাইকো তার মাথা
কথা তার যেথা সেথা মানা মানে না।
ব'ল্‌তে হয় বল' ভুটো গায়ে মাখে না॥

আলোক। এ স্বর্গ পৃথিবীতে আছে! আমি স্বর্গ আশায় আগমবাগীশের কথায় নরককে স্বর্গ মনে ক'রেছিলুম। মাত্‌লামোর চক্কোর করেছি। যে জিনিস মানুষকে পশু করে, সেই জিনিস নিয়ে স্বর্গে যাব! শাস্ত্রে থাক্‌লেও সে শাস্ত্র আমার মাথার ওপর! আর আমি মদ ছোঁবনা, মদ খেয়ে আর পশু হব' না। পশু হ'লে একে দেখ্‌তে পাব' না?

কর। তুমি কি ভাব্‌ছ'?

আলোক। আমি কি ভাব্‌ছি আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।

কর। আমি কি ভাবি আমিও বুঝ্‌তে পারিনি। তুমি যদি টের পাও কি ভাব্‌চ, আমায় ব'লো। আমি যদি টের পাই কি ভাব্‌চি, তোমায় ব'লবো। মিলিয়ে দেখ্‌বো তোমার মনের কথা আমার মনের কথা এক কি না।

আলোক। তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে সুজ্‌তে

পাচ্চোন! তোমার নাম কি? তোমায় তো একটা নাম ব'লে ডাকে?

কর। ওঃ তুমি এখানকার কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চো? আমার নাম করমেতি। আমি চ'ল্লুম, তোমায় লজ্জা করে চ'ল্লুম। এখানকার কথা, তোমার কাছে থাক্‌তে নেই। এখানকার কথা, আমার বে হ'য়েছে, আমার স্বামী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে কথা ক'ইতে নেই। এখানকার কথা বাপের নাম পরশুরাম, মার নাম কৃত্তিকাদেবী, সোয়ামির নাম আলোক। এখানকার বচ্ছরে, চোদ্দ বচ্ছর বে হ'য়েছে, আমার সোয়ামী আমার খবর নেয় না। আর এখানকার কথা কিছু নেই। শুন্‌লে? আর তোমার কাছে থাক্‌বো না। তুমিও আমার কাছে এসোনা।

(দূরে গিয়া অবস্থান)

আলোক। সকলই অদ্ভুত! এখানকার কথা সেখানকার কথা কি বলে!

কর। ইস্ সব এখনকার কথা হ'য়ে গেল। কি মজা, কি মজা! এক এক বার আমার ভারি হাসি পায়! কেউ জানে না কোথায় ছিলুম, কেউ জানে না কোথায় যাব, আগা শেষ জানে না, মাঝে দিন কতকের জন্যে করমেতি নাম দিয়েছে। আমিও ডাক্‌লে করি "হুঁ"। আচ্ছা এখানে কি হ'চ্চে, এমন সব ক'চ্চে কেন? খেলা ক'চ্চে, খেলা ক'চ্চে! এত খেলেছে যে খেলা কি সত্যি মনে নেই। আমিও খেলেছি, আমারও মনে নেই।

আলোক। তুমি এখানে ব'সে কি কোচ্চ?

কর। আপনি এখানে এসেচেন? আমি চল্লুম, আপনার কাছে আমার থাকা উচিত নয়। কিছু মনে করবেন না, রীতি এই। বাপ মা গুরুজন, তাঁদের কথাত ঠেল্‌তে নেই।

আলোক। শোন শোন আমি তোমার শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছি।

কর। এসে থাকেন, কি বল্‌বেন আমার বাবার কাছে গিয়ে বলুন।

আলোক। তোমার সোয়ামী তোমায় কিছু ব'লেছে।

কর। ব'লে থাকেন আমার বাবাকে ব'ল্‌বেন্, বাবা. মাকে ব'ল্‌বেন। মা কোন ছিলে ক'রে আমায় শোনাবেন।

আলোক। তা হ'লে আমি জবাব পাবো কি করে?

কর। বাবার মুখেই জবাব পাবেন।

আলোক। আমি খানসামা, আমায় পাবেন পাবেন ক'চ্চ কেন? যা হয় কথা শুনে, যা জবাব দেবে বলনা।

কর। না, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া আমার উচিত নয়; কথা ক'য়ে কুকর্ম্ম ক'রেছি।

[প্রস্থান।

আলোক। এ কি! এতে ত একটুও পাগলামো নেই। এ কি ঢং ক'ল্লে—না! আমি শুভক্ষণে এদেশে এসেছিলুম। এ যদি আমার হয়, এ কি গোলামী করে? কখন না। এ কি মিছে মন যোগায়? কখন না। একি দেখানে সেবা করে? না, না, কখন না। ছি ছি আমি পত্নী ফেলে গণিকা নিয়ে

ছিলেম। বাবা! পাপ পুণ্যি কিছু বুঝ্‌তে পাত্তুম না। এখনও যে পারি তাও ব'ল্‌চিনি। কিন্তু পাপের জন্য সাজা থাকুক বা না থাকুক, এই রত্ন বুকে না রেখে ভাঙা কাচ বুকে দিয়ে বুক আঁচ্‌ড়েছি। এর যদি ভালবাসা পাই ত ফকির হই। তাতে আপশোষ নেই।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন।

স্বপ্নস্থান প্রকাশ।

পিলুবেহাগ—দাদরা।

স্বপ্ন পুরুষ ও নারীগণ।

নারী। এলো আর চ'লে গেল ধ'র্‌লে ধরা যায়
ফুলের মতন চিকণ কায়া মিল্লো ফুলের কায়॥

পুরুষ। ধ'ল্লে ধরা যায়, মিস্‌লো ফুলের গায়,
ধরি ধরি ধ'র্‌তে নারি ফ'র্‌কে চলে যায়,
আয় আয় বুকে রাখি আয়॥

নারী। মাখামাখি চাঁদের কিরণে,
চেয়ে আড় নয়নে ঘোম্‌টা টেনে ঢাকে বদনে,
এসেছে পাখীর গানে তানে নাচে গায়

পুরুষ। এসেছে পাখীর তানে, বিঁধেছে নয়ন বাণে,
আঁচলে বদন ঢাকে ঈষৎ হাসি তায়॥

উড়ে যায় অমনি বসন,
লাজে হয় রাঙা বদন,
মলয়া অলকা ওড়ায়,
বুকে রাখি আয়।

সকলে। এলে ফের আস্‌তে পারে,
কিরণ মালা গলায় প'রে,
সোহাগ ভরে চায় যদি কেউ পায়॥

স্বপ্ন সঙ্গিনী। ছি ছি ছি পদ্ম ফেলে মজ্‌লি কি কেতকী ফুলে।
রঙ্গিলা তর্ এ সুরা স্বাদ কি তুমি গেলে ভুলে॥
রসে ভোর আদর ক'রে এস নাগর ধরি গলা।
মলা নেই খোলা এ প্রাণ জানে না ত ছুতো ছলা॥
ছি ছি ছি সুধা ফেলে বিষ খেলে কি পিয়াস মেটে।
ক'রেছ কার কামনা জাননা মুন দেবে কেটে॥
রসিকা হয় কি যে সে রসিক হ'য়ে তাও জান না।
পাথরে জল কি ঝরে বোঝালে ত বুঝ্ মা'ন না॥
চল হে বিলাস ঘরে হেথা কেন এস চ'লে।
সাধ ক'রে জ্বে'ল না জ্বালা ছাই হবে না জ্ব'লে জ্ব'লে॥

আলোক। জ্বলে জ্বলুক, পিশাচিনী দূর্ হঃ! এ কি স্বপ্ন দেখ্‌লুম না কি! নানা স্বপ্ন নয়—সত্য, আমার মনের বিকার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বিকার কি দূর হবে? হবে—তার সঙ্গে থেকে হবে। সে বিকারশূন্য দেবীসঙ্গে কখন মনের

মলা থাক্‌বে না। আমি কত রাজ পরিচ্ছদ প’রেছি, আমি কত যত্নে সুবেশ ক’রেছি, আজ আমার এবেশের তুল্য আর প্রিয় বেশ হবে না। দিনান্তে যদি দূর থেকে তারে দেখ্‌তে পাই, যদি তার কাযে বুকের রক্ত যায়, যদি তাকে ভেবে দিবা রাত্রি জ্বলি, তবু আমি আপনাকে ভাগ্যবান ভাব্‌বো। তার ধ্যানে যদি মন পোড়ে, মলা মাটী কেটে গিয়ে মন খাঁটী সোণা হবে। জ্বলবে বটে বুঝ্‌তে পাচ্চি, এই যে জ্বলছে, সে কাছে নেই ব’লে জ্বল্‌ছে। এ জ্বালা আমার স্বর্গ! এ জ্বালা আমি আদর ক’রে বুকে রাখ্‌বো। ছি! ছি! পাপ তুমি ঘৃণার জিনিসই বটে! পরকালের ভয়ে ব’ল্‌চিনি, ইহ কালে তুমি এ রত্ন থেকে আমায় বঞ্চিত ক’রেছ। পাপ! নরক তোমার সঙ্গে সঙ্গে। আমি এই পথে যাই, স্বর্গের সৌরভ এই পথে—এই পথে সে গিয়েছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পরশুরামের বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান।

ব্রাহ্মণবালক বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো! তুমি একবার এদিকে এসত গা! এস' এস', একটু বাতাস কর।

করমেতির প্রবেশ।

ব'সো, কাছে ব'সে বাতাস কর।

কর। তুমি কে?

কৃষ্ণ। কোনখানকার কে? এখানকার কথা না সেখানকার কথা?

কর। তুমি কি সেখানকার কথা জান'?

কৃষ্ণ। দাঁড়াও, হাঁপিয়েছি, ব'ল্‌চি, বাতাস কর।

কর। আচ্ছা জিরোও।

কৃষ্ণ। ঘেমেছি, মুখ মুছিয়ে দাও। শুধু কি আর হাঁপিয়েছি? ছুটে ছুটে হাঁপিয়ে গেছি। এই ছুটে ছুটে তোমার দেখ্‌তে এলুম।

কর। আমার দেখ্‌তে এলে কেন?

কৃষ্ণ। অত কেন আমি জানি নি। তোমার একটা মনের কথা ব'লে দিতে পারি। তুমি এক জনকে খোঁজো। তুমি এক জনকে চাও। কেমন, ব'লেচি?

কর। সে কে তুমি জান'?

কৃষ্ণ। জানি, সে শ্যাম। সে তোমায় চায়। এসে না কেন বোল্‌বো? তোমরা সেধে এলে বড় তাড়িয়ে দাও।

কর। না, না, আমি যত্ন ক'রে রাখি।

কৃষ্ণ। সে ঠকে ঠকে আর মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস করে না। তোমরা মাথায় ক'রে এনে পায়ে ক'রে থ্যাৎলাও।

কর। ছি, ছি, ছি, অমন কথা বল্‌!

কৃষ্ণ। সে ঠেকে শিখেছে, সে কি কথায় ভোলে। সে কেমন, তোমায় বোলবো?—এই আমার মতন। ঘাসফুল দেখেছত? (ঘাসফুল প্রদর্শন) এই ঘাস ফুলের মতন রং। আমায় চুড়ো বাঁধলে যেমন দেখায়, ঠিক তেমনি দেখায়। একটী বাঁশী আছে। বাঁশীটী এমনি ক'রে ধরে, বাজায় কি তা জানো?

রামকেলী—ভরতঙ্গা।

কৃষ্ণ। জয় রাধে শ্রীরাধে।

রাধা নামে আঁকা, শিরে শিখি পাখা,

রাধা বলে বেণু সাধে॥

রাধা প্রেমে ভাসি, রাধা অভিলাষী,
রাধা হৃদয়বাসী,
বাঁধা রাধা রূপ ফাঁদে ॥
রাধাময় রাধা প্রাণ,
রাধা নাম সুধা পান,
রাধা প্রেমে বিকায়েছি অভিমান,
রাধা আমারি, রাধা সদা হেরি,
মোহিত মোহিনী ছাঁদে ॥

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

কর। এ কোথায় গেল, কোথায় গেল? শ্যাম! শ্যাম! বাঁশী বাজিয়ে অমনি করে নাচে! আমি শ্যামের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বো। কোথায় গেল, কোথায় গেল?

[করমেতির কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রস্থান।

পরশুরাম ও আলোকের প্রবেশ।

পরশু। শ্যাম—বেশ নামটী! দেখ্ শ্যাম আমার সন্দেহ নেই। রাজ বাড়ীতে মোহর দেখালুম, (আলোকের মোহর করা পত্র দেখিয়া) তারা ব'ল্লে এ আলোকেরই সইমোহর।

আলোক। আমি কি আর মিছে কথা কইব'? আমি মিছে কথার মানুষ নই। তবে বাজারটা আসটার দস্তুরি গণ্ডা খানসামার থাকেই।

পরশু। বাবা আমার বাজার হাট ক'ত্তে হবে না। আমি আপনিই আনি।

আলোক। তবে চিনিটে মোণ্ডাটা এ পাশ ও পাশ থাকে, একটা বা গালে দিলুম।

পরশু। দেখ ও কায কোরোনা, কলসী শুদ্ধ চাল এঁটো হবে।

আলোক। তবে চালের কলসীটে দেখলুম, ত্বরেক ঢেলে নিলুম, পাইকিরিতে বেচলুম। আমায় মিথ্যা কথার মানুষ পাবেন না।

পরশু। বল কি, তুমি রেক রেক চাল বেচ না কি?

আলোক। একটা বার বাবু এক ভট্‌চায্যির বাসায় সিদে পাটিয়ে ছিল, রাত হ'য়ে গেল আর ফির্‌তে পাল্লুম না। ভোরের বেলা কলসী দুই চাল মুদীনীকে বেচে রাহাখরচাটা ক'রে ছিলুম।

পরশু। তুমি কদিন থাক্‌বে?

আলোক। মাস খানেক থাক্‌ব'।

পরশু। তুমি খাও দাও কেমন?

আলোক। বেশি পারিনি। সকালে উঠে এক পাথর এড়াভাত খেলুম, খেটে খুটে এসে দুটী গরম চাক্‌লুম, আর নেয়ে উঠে রেক দুত্তিন ঢেলেছ কি না না করেছি।

পরশু। থেমে যা থেমে যা ব্যাটা ডাকাত!

আলোক। তবে পলা দুই ঘি নৈলে খেতে পারিনি। আর তেষ্টার জ্বালায় যদি দুধের বাটী টাটী কোথাও থাকে

ত ভুলে চুমুক দে ফেলি,—সে ভুলে। আমি মিথ্যা কথার মানুষ নই।

পরশু। ভুলে হাঁড়ির মাছ খাও কি ?

আলোক। না, আমি মিথ্যে কথার মানুষ নই। তবে যা ব'ল্লে, কারুর পাতে ভাল মাছটা দেখ্‌লে আঁষ্টে গন্ধে গা গুলিয়ে উঠে তুড়ুম ক'রে তার পাতে মুখ দে পড়ি।

পরশু। তুই ভেড়ো কি গিন্নির পাতেও প'ড়্‌বি নাকি ?

আলোক। সে ঝোঁকে—ঝোঁকে! ঝোঁকের কথা কি ব'ল্‌তে পারি বল'।

পরশু। ভাল, জামাতার অভিপ্রায়টা কি ? তোমায় পাঠিয়েছেন কেন ? এক ঘর বামুনকে বাস্তুচ্ছেদ ক'র্ত্তে ?

আলোক। কেন মশাই, এমন কথা বলেন কেন ?

পরশু। আর হ'লো বৈকি! চাল বেচ্‌বে, চিনি মোণ্ডা খাবে, দুধের বাটী চুমুক দেবে, পাতে মুখ জুব্‌ড়ে প'ড়বে, আর কি ক'র্ব্বে, ঘরের চাল্‌টে কি কাট্‌বে ?

আলোক। না, আমি মিথ্যে কথার মানুষ নই। তবে পেট জ্ব'ল্‌লে, চাল থেকে দু আঁটী খড় টেনে নে চিবুই।

পরশু। সে জ্ব'ল্‌বে—জ্ব'ল্‌বে! আমার চালের খড় থাক্‌বে না।

আলোক। তা আজ থেকেই কাযে লাগি। নাইলে এইখান থেকেই পাব' ?

পরশু। দাঁড়া ব্যাটা ভিটে বেচে তোর খোরাক যোগাই! গিন্নীর তো খেয়ে দেয়ে কর্ম্ম নেই—এক মেয়ে বিইয়ে রেখেছেন;

আলোক। হ্যাঁ খোরাকটা যুগিও। আজ থেকে তোমার মেয়ের খবরদারিতে থাকি, চোখে চোখে রাখি?

পরশু। তোর যা খুসি কর্ ব্যাটা, আমি মরিয়া হ'য়েছি!

[পরশুরামের প্রস্থান।

করমেতির পুনঃ প্রবেশ।

কর। কই কোথা গেল, কোথা গেল! আমি তার কথা শুন্‌বো। তোমার নাম কি? শ্যাম—বেস্ নাম! আমি শ্যামকে খুঁজি, আমি শ্যামকে খুঁজি। সে ব'লে গেল—তার নাম শ্যাম। সে ব'লে গেল—সে তার মতন, সে তার মতন, একটু কাল, একটু কাল! চুড়ো মাথায়, হাতে বাঁশী আছে। সে বাঁশী বাজায় আর তেমনি ক'রে নাচে। বাঁশী গান করে আর বলে আহা! তুমি ব'ল্‌তে পার কোথায় তারে খুঁজে পাবো? তার দেখা পেলে ব'লো ভয় নেই, আমি তারে অযত্ন ক'র্ব্বো না, আমি তারে অযত্ন ক'র্ব্বো না।

আলোক। তোমার শ্যামকে আমায় ব'ল্‌তে পার?

কর। আমি জানি নি, আমি জানি নি। সে ব'লে গেল, সে ব'লে গেল! সে শ্যাম, সে শ্যাম, সে ভয়ে দেখা দেয় না! অযত্নর ভয়ে দেখা দেয় না! খুঁজে দেখ, খুঁজে দেখ, খুঁজে যদি দেখা পাও ত তোমার প্রাণ জুড়োবে।

আলোক। না, তোমার শ্যাম যে হোক তাকে দেখে আমার প্রাণ জুড়োবে না! আমার প্রাণ জুড়োয় তোমায় দেখে। তুমি শ্যামের জন্যে পাগল, আমি তোমার জন্যে পাগল।

তুমি শ্যামের পিছনে ফির্‌বে, আমি তোমার পিছনে ফির্‌ব’। তোমার শ্যাম হয় হোক, আমার কিন্তু তুমি!

কর। তুমি কিঁ ব’ল্‌চো’—তোমার আমি? আমি কি তোমার শ্যাম? শ্যামের যদি শ্যাম থাক্‌তো, আমি শ্যামকে খুঁজে দিতুম। আমি যদি তোমার শ্যাম, আমার শ্যামকে খুঁজে দাও?

আলোক। আমি আগে তোমায় চিনি, তার পর তোমার শ্যামকে চিন্‌বো, তার পর তারে খুঁজে এনে দেব। তুমি কি ভাবে থাক? এখানকার কথা, সেখানকার কথা কি বল? আমায় তুমি বল’, আমি তোমার কাছে শিখি, তুমি কোথাকার?—এখানকার না সেখানকার? আমি কোথাকার?—এখানকার না সেখানকার? শ্যাম কোথাকার?—এখানকার না সেখানকার?

কর। জানি নি।

আলোক। জান না! তুমি উন্মত্ত হ’য়ে থাক’ আর জানো না!

কর। না জানি নি, আমি চল্লুম।

আলোক। না যেওনা, দাঁড়াও, তোমায় দেখি! এই আকাশের নিচে, এই গাছের তলায়, তোমায় দেখি! এই তরু তলার মাঝখানে, অলঙ্কারবিহীনা তোমার সরল প্রতীমা দেখি! যেওনা, আমায় বঞ্চিত কোরোনা, আমায় বঞ্চিত ক’ল্লে তুমি শ্যামের দেখা পাবে না।

কর। কি আমি শ্যামের দেখা পাব’ না? সে কোথায় থাক্‌বে!

আলোক। কি আমি তোমায় দেখ্‌তে পা’ব না? তুমি কোথায় যাবে?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

টুকরো ও আগমবাগীশ।

টুক্‌রো। আমি ঠিক ব'লে দিচ্ছি, তুমি নাওনা, ও আমার মাসির মনিবের মেয়ে।

আগম। তাকে দেখলে কি ক'রে?

টুক্‌রো। আরে সেই মেয়েটার ত ওপর দিষ্টি হ'য়েছে! সে যে সেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

আগম। কোন ছোঁড়া কোঁড়ার কাছে যায় বুঝি?

টুক্‌রো। না, সে বেতের মানুষ নয়। কি একটা দিষ্টি ফিষ্টি আছে।

আগম। আছেই আছে, সন্ধান রাখিস্।

টুক্‌রো। ঐ দেখ আস্‌ছে। নাগর একটু ঝিমিয়ে প'ড়েছে। কি বুলি ঝাড়্‌বি ঝাড়্।

আগম। আমি যা যা ব'ল্‌বো তুই সায় দিয়ে যাস্।

টুক্‌রো। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমায় কি শিক্ষানবিস্ পেলি যে শেখাতে এলি।

আলোকের প্রবেশ।

আলো। না না, এত সয়না! এত সইব কেন? একবার দেখবো, তাতেও গুমোর! এত সয় না! দেশে চ'লে যাই।

না দেখি নেই দেখবো, কি আর হবে, ম'রেত যাব না! কথা যে কয়না, তা হ'লে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'ত্তুম। পাগল নয়, ও অমন করে! লোককে জ্বালাবার জন্য করে! এক একবার কিন্তু দেবী মনে হয়। আচ্ছা কেন? আমি দূর থেকে দেখি, এতে তার অসুখ কি? বুঝেছি—আমি কুচরিত্র! আমার অপবিত্র দৃষ্টি! কোথায় পবিত্রতা পাব', কোথায় পবিত্রতা পাব'? সে রত্ন ফেলে দিয়েছি, আর কি আমি পাব'?

আগম। বাবা, এমন নইলে পছন্দ!

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আগম। এই মেয়ে মানুষের জন্যেই ত আলোককে বিদেশে আমি আনি।

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আগম। তোরে বলিনি?

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আগম। আলোক যেমন চায় তেমনিটী।

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আলোক। এত তাচ্ছিল্য সয় না, এ বড় যন্ত্রণা! যাই দেশে ফিরে যাই, হেথায় আর কি ক'র্ব্বো! অনেক কথা ভুলে গিয়েছি, এত ভুলে যাব। ভুলে গেলে কিন্তু একটী সুন্দর ছবি ভুলে যাব, পরম সুন্দর—ধ্যানের ছবি! কিন্তু বড় যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা! আমি পরিচয় দি, আমি তার স্বামী। তা হ'লে ত দেখা ক'ত্তে দোষ থাক্‌বে না? তা হ'লে ত কথা কইতে দোষ থাক্‌বে না? না না না, পরিচয় দেব না। জোর ক'র্ব্বো না। আমায়

ইচ্ছে ক'রে দেখা দেয়, তবেই দেখ্‌বো। ইচ্ছে ক'রে কথা কয়, তবেই কথা কব'। স্বামী হ'য়ে জোর ক'র্ব্বো না। বুঝ্‌তে পার্ব্বো না, ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় এসেছে? কি ভাব আমিত কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনি! ও কাকে খোঁজে, কাকে চায়? পাগল নয়, সহজ নয়! একি, এ ভাব এত মিষ্টি কেন? কি হে ভট্‌চায যে! এখানে কেন?

টুক্‌রো। খানসামা মাসী তোমায় ঝাড় ফোঁক ক'ত্তে হবে, তোমায় দিষ্টি দিয়েছে।

আলোক। ভট্‌চায! বলতে পার পরশুরাম ব'লে কে রাজার পুরুত আছে?

আগম। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার একটা মেয়ে আছে।

আলোক। আছে।

আগম। তারে তুমি চাও।

আলোক। না সত্যি না। তুমি তারে দেখে ব'ল্‌তে পার, তার কি হয়েছে? সে এক রকম হ'য়ে বেড়ায় কেন?

আগম। তার একটা ছোঁড়া আছে।

আলোক। না না, তুমি কার কথা ব'ল্‌চ? তুমি তারে দেখ নি। ঐ আস্‌চে দেখ।

করমেতির প্রবেশ।

মল্লার—লোফা।

কর। নইত তার মনের মত।
মন শোনে না, বুঝ্‌ মানে না,
লাঞ্ছনা তায় দিই কত॥

পোড়া মন সদাই যেতে চায়,
তারর কথা-তোলা পাড়া থাকে সেই কথায়,
কত যে জ্বালায়,
পোড়া মন মান অপমান মাখে না ত গায়,
জ্বালার সোহাগ জ্বেলে দিয়ে জ্ব'লে জ্ব'লে সয় কত।
ছি ছি ছি মন জানে এত ॥

কর। আচ্ছা, তোমাদের মন কেমন, বোঝালে বোঝে ?

আলোক। না।

কর। তবে কি কর ?

আলোক। যখন বোঝে না, তার কি ক'র্ব্বো !

কর। সত্যি। তুমি আমার জ্বালা বোঝ' ?

আলোক। তুমি আমার জ্বালা বোঝ কি ?

কর। না। তোমার কি জ্বালা ?

আলোক। তুমি আমায় কাছে থাক্‌তে দাও না, তুমি আমায় তাড়িয়ে দাও, তুমি আমার সঙ্গে কথা কও না !

কর। সত্যি, আমি জানি নি। আমি আপনাতে আপনি থাকিনি, জানবো কি ? তুমি কিছু মনে ক'রোনা। আমি কি করি, জানি নি। এই দেখ আমি বিভোর হ'য়ে আছি। কি করি, তা জানি নি। সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই। এত কথা হ'ল সব ভুলে যাব'। সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই।

আলোক। কিন্তু আমি তোমায় ভুলি নি। দিনে রেতে

ভুলি নি ; তোমার কথা নিয়ে থাকি, এত যন্ত্রণা, তবু তোমার কথা নিয়ে থাকি।

কর। আমি জানিনি। কি ক'য়ে জান্‌বো বল', আমাতে আমি থাকিনি! তুমি কিছু মনে ক'রো না, তুমি কিছু মনে ক'রো না, আমি অঘোর হ'য়ে আছি।

[করমেতির প্রস্থান।

আলোক। স্বপ্নের মত চ'লে গেল। এ কি অবস্থা, এত পরাধীন অবস্থা কেন? এ ত কিছু না, ভোলাই ভাল, ওঃ!

আগম। রুগীও দেখেছি, ওষুধও জানি।

আলোক। এ কি রোগ?

টুক্‌রো। বিষম রোগ, ছোঁড়া পাওয়া রোগ।

আলোক। চোপ্।

আগম। এ রোগের ওষুধ হ'চ্চে টাকা।

আলোক। কি রোগ, কি রোগ? যত টাকা লাগে নাও।

আগম। কিছু খরচ ক'রে বৈঠকখানায় নিয়ে আসুন, চক্ষের ওপর কি রোগ দেখ্‌তে পাবেন। ওর শিগ্‌গির নেশাটা ধরে। নেশার ঝোঁকে ঐ রকম নাচে গায়,—ফুর্ত্তি এসে কি না?

আলোক। দেখ্ ভট্‌চায তুই এ কথা নিয়ে যদি ঠাট্টা ক'র্ব্বি, তোর আর মুখ দর্শন ক'র্ব্বো না।

আগম। আরে শুনুন মসাই! ওর আমি হাট হদ্দ জানি, ওর সঙ্গে আমি চক্কোর ক'রেছি।

আলোক। পাজি তোর জিব ছিঁড়ে ফেলে দেব!

আগম। সে আর বৎসর,—এর অপেক্ষা যুবতী ছিল।

আলোক। ভট্চায, তুই বুঝতে পাচ্ছিস্ নি! তুই আর কার সঙ্গে চক্কোর ক'রেছিস। এ সে নয়, এ দেবী!

আগম। বাজি ফেল্‌বে? তোমার বৈটকখানায় আনি।

আলোক। দ্যাখ মিছে কথা ক'ইবি তোর টুঁটি টিপে মেরে ফেল্‌ব'।

আগম। অমন ক'রে টেপাটিপি কর ত ও দেবী, তুমি যা বল' তাই।

আলোক। তুই প্রমাণ দিতে পারিস্?

আগম। বৈঠকখানায় বসিয়ে।

আলোক। যদি না পারিস তোরে খুন ক'র্ব্বো! ব্রহ্মহত্যা মান্‌ব' না! তুই অমন পবিত্র স্ত্রীর কলঙ্ক ক'চ্চিস?

আগম। আর যদি পারি?

আলোক। আমি তোরে শিলমোহর দেব, তুই যা খুসি লিখেনিস। যা, তুই আমার সাম্‌নে থেকে যা। যা, আমি কোন কথা শুন্‌তে চাচ্চিনি। আমি প্রমাণ চাই, এখন দূর হ!

[আগম ও টুকরোর প্রস্থান।

আলোক। কখন না, কখন না, কখন সম্ভব না! যদি হয়, তা হ'লে এ পৃথিবীতে থাক্‌তে নেই। যেখানে এত সুন্দর বস্তু এত অপবিত্র সে নরকের চেয়ে ঘৃণার জায়গা! হেথা সুন্দর নাই, হেথায় বাস ক'র্ত্তে নাই? নেই!—এ চাক্ষুষ দেবী মূর্ত্তি! আগমবাগীশ মাতাল, মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর!

করমেতির প্রবেশ।

তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমি তোমার শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছি, তোমার সোয়ামির কাছ থেকে এসেছি। আমার সাম্‌নে তুমি আস্‌তে চাও না, আর একলা তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াও এ কি রকম?

কর। তাইত, আমার কি হ'লো! আমি কেন এয়েছি বল দেখি, আমি কেন এয়েছি? কে জানে, তাইত!

আলোক। তুমি আমার কথা উড়িয়ে দিচ্চ কেন? তুমি কাকে খোঁজ?

কর। শ্যামকে।

আলোক। কে সে?

কর। শ্যাম।

আলোক। কেন খুঁজচো?

কর। তাকে ভালবাসি।

আলোক। এ কি ভাল?

কর। তা জানি নি। ভাল হয় ভাল, মন্দ হয় সেও আমার ভাল। সেই ভাল, তার সব ভাল, তার ভালয় আমি ভাল, তার ভালবাসা ভাল, তারে আমি ভালবাসি।

আলোক। তোমায় যদি কেউ ভাল বাসে?

কর। ভাল।

আলোক। তুমি তারে ভালবাস?

কর। আমি শ্যামকে ভালবাসি তাই জানি, আর কাকে ভালবাসি কি না জানি নি।

আলোক। আমি তোমায় ভালবাসি।

কর। যদি ভালবাস, এখানে আর এস' না। আমার সঙ্গে কথা ক'ওনা, আমার সঙ্গে দেখা ক'রোনা। কেন দুঃখ পাবে! ভালবাসা বড় দুঃখ, আমি জেনে শুনে মানা ক'চ্চি। আর যদি দুঃখের সাধ থাকে, যদি পাগল হ'তে সাধ থাকে, যদি পরের হ'তে সাধ থাকে, লাঞ্ছনার যদি সাধ থাকে, অপমানের যদি সাধ থাকে, ভালবেস', ভালবেস', যত দুঃখ চাও পাবে, যত দুঃখ চাও পাবে, এ দুঃখের বিরাম নেই, দিন রাত দুঃখে কেটে যাবে!

আলোক। তোমার কলঙ্কে ভয় নেই?

কর। ভালবেসে দেখ কেমন কলঙ্কের ভয় কর। ওমা ছি ছি ছি তুমি আমার শ্বশুর বাড়ীর লোক, তোমার সামনে বেরুলুম! আর বেরুব না, ঘরে চ'ল্লুম।

[করমেতির প্রস্থান।

আলোক। এ কারে ভালবাসে?—সে শ্যাম কে? সে যদি ওর হয় আমি তাকে যথা সর্ব্বস্ব দি। ওকে সুখী দেখে বিবাগী হ'য়ে যাই। কেন, বিবাগী হব কার জন্যে? এই যে এত দিন ওকে দেখিনি আমার কি দিন কাটতো না!

অম্বিকার প্রবেশ।

অম্বিকা। এই আপনাকে খুঁজছিলুম। যা সেদিন কিছু দিয়ে ছিলে, তা চোরের পেট ভরালুম গো চোরের পেট ভরালুম!

আলোক। বটে বটে, কিছু চাও?

অম্বিকা। তোমার ধর্ম্ম, আমি কি ব'লবো।

আলোক। আচ্ছা সত্যি কথা কও; তোমার দিদি ঠাক্‌রুণের কি হ'য়েছে?

অম্বিকা। ব'লেছি ত, ওপর দিষ্টি হ'য়েছে।

আলোক। না, আমি যা যা জিজ্ঞাসা করি সত্যি বল, তা নইলে আমি টাকা দেব না। ও কারুকে ভালবাসে কি না বল?

অম্বিকা। বাসে। দাও আমার বাজার ক'ত্তে হ'বে।

আলোক। শ্যামকে ভালবাসে?

অম্বিকা। বাসে। আমার বেলা হ'চ্চে।

আলোক। কারুর বাড়ী যায়?

অম্বিকা। হাঁ যায়, রাজাদের বাড়ী যায়। এখন তুমি কিছু দাও, সন্ধ্যা বেলা তোমার সব কথা যায় দিগে ব'লবো।

আলোক। কারণ করে?

অম্বিকা। হ্যাঁ।

আলোক। আর বচ্ছর আগমবাগীশের কাছে গিয়েছিল?

অম্বিকা। হাঁ।

আলোক। আমি এর জন্যে এত করি। দূর হ'ক ওকেত ত্যাগ ক'রেইছি! আমা হ'তেই এর দুর্দ্দশা হ'য়েছে! আমি আপনার স্ত্রী কেন বাড়ী নিয়ে রাখিনি! একবার দেখা ক'রে পরিচয় দিয়ে ব'লে যাব'—যে তোমার সব ঠাট্ আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। না, বিশ্বাস হ'চ্চে না, আমি চোখে দেখে তবে মানব'। মাগী তুই টাকার লোভে মিছে কথা ক'ইলি?

অম্বিকা। হ্যাঁ।

আলোক। হ্যাঁ, পাজী! দূর হ'ক স্ত্রী হত্যা হবে।

[আলোকের প্রস্থান।

অম্বিকা। অ টুক্‌রো টুক্‌রো আয় ত। ধর্ ত ব্যাটাকে কেঁটিয়ে ওর খানসামাগিরি বার ক'রে দি।

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। ঝাঁটাস্ এখন। এই একটা টাকা নে, তোর মনিবের মেয়ের ঘরে আজ আমায় সন্ধ্যার সময় নিয়ে যাবি।

অম্বিকা। আ মর্ তুই সেথা কি ক'র্বি। সে বামুনের ঘর, মনে ক'রেছ সোণা দানা পাবে? তার যো নেই।

টুক্‌রো। সে জানি রে জানি।

অম্বিকা। না, আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যেতে পার্ব্বো না।

টুক্‌রো। তোর বাবা নিয়ে যাবে! এই ফের নে দেখ্ বাবা, আর এই তোর কুড়িটে বাবা হাতে রৈল। ভুলিয়ে যদি আমাদের বাসায় নিয়ে যেতে পারিস্, যা খরচ হয়! যদি না পারিস্ তো আমাদের বরাত ফিরে গেল। ঠিক ক'রে খিড়কী দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাক্বি, আমি যেয়ে পথ দেখিয়ে দিব। [illegible] শুনেছি বামুন যায় রাজবাড়ীতে, আর গিন্নী যায় কথা শুন্তে।

অম্বিকা। হাঁরে হাঁরে এত টাকা কোথা পেলি, এত টাকা কোথা পেলি? চণ্ডুগিরিতে এত রোজগার [illegible] এত রোজগার! বাবা তোর চটচামেকে বলিস আমি [illegible] হব'।

টুক্‌রো। বেটীর সব ছিষ্টিছাড়া! যখন পেত্নী হ'তে ব'ল্লুম, তখন ব'ল্লে বাবা পার্কো না। এখন আর এক কায দিচ্চি, বেটী ব'ল্লে পেত্নী হব! যা, যে কাযে পাঠালুম যা; যদি বাসায় নিয়ে আসিস তা হ'লে ত বরাত ফির্‌লো!

অম্বিকা। ওরে এ কায যে কখন করিনি রে! আমার বুক কাঁপ্‌চে!

টুক্‌রো। বেটীর বুক কাঁপ্‌চে! একটা কাযের মতন কায পেলি বাপের সঙ্গে ব'র্ত্তে যা!

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

অম্বিকা। টুক্‌রো ব্যাটা আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলে! আমর্ পোড়ারমুখো, একায কি কখন আমি ক'রেছি! আমার বুক ঠাই ঠাই কাঁপ্‌চে! কুড়িটে টাকা কি দেবে, অদ্ধেক নেবে! এই মাথা কাটা কাযে হাত দেব!—ওমা ওর থেকে আবার ওঁকে দিতে হবে! দেখিনা দেখিনা ব্যাটার কদ্দুর চাড়!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

রাধিকা ও করমেতি।

কানেড়ামিশ্র—একতালা।

রাধিকা। ছি ছি ছি বলিস্ তখন শ্যামকে যদি চাই।
জল তোলা ছল ক'রে তাকে দেখ্‌তে কি আর যাই॥
নিয়ে মালতির ডালা, আর কি লো সই গাঁথি-মালা,
ফুরোলো' বনফুল তোলা;
শিখেছি ঠেকে দেখে, সামলেছি সই তাই।
কুল মান আর কি লো হারাই॥

কর। কেন গা কেন গা, তুমি শ্যামকে চাও না কেন?

রাধা। ছি ছি অমন কি আর হয়, ওর সঙ্গে কেউ কথা কয়! তুমি ভাব্‌চো তোমার? এক তিল তোমার নয়!

কর। তুমি শ্যামকে দেখেছ?

রাধা। দেখিনি আর! তার কাছে থেকে ঠেকে শিখে তোমায় ব'ল্‌চি।

কর। আমায় একবার দেখাবে?

রাধা। কেন তোমায় মজাব! তারে দেখ্‌লে আর ঘরে ফিরতে মন যাবে না। সে তোমায় পথের ভিখারী ক'র্বে,

যেমন আমায় ক'রেছে। সব স'ক্ আমার সয়েলো, আর কারুর না সয়!

কর। তুমি দেখাও। আমি তারে এক বার দেখি! তারে না দেখে যে জ্বালা, দেখ্‌লে এর চেয়ে কি জ্বালা—হয় হোক তাও সইব'। তুমি আমায় দেখাও, নয় ব'লে দাও কোথায় আছে। আমি তারে দেখ্‌ব' আমার বড় সাধ! তুমি বঞ্চনা ক'র না। আমার না হয় নাই হবে, আমি জান্‌ব' আমার। সে আমার, আমি শতেক জ্বালায় তারে আমার ব'ল্‌তে ছাড়ব' না। তুমি ব'লে দাও তারে কোথায় পাব।

রাধা। তুমি ম'জ্‌বে, ম'জ্‌বে, ম'জ্‌বে! দেখে ম'জ্‌বে, বাঁশী শুনে ম'জ্‌বে, তার নূপুরের ধ্বনিতে ম'জ্‌বে, তার চূড়োতে ম'জ্‌বে তার ত্রিভঙ্গিম ঠামে ম'জ্‌বে। তার ঈষৎ হাসি মনে দাগা দেবে। বড় দাগা পাবে! আমি বড় দাগা পেয়ে ব'ল্‌চি, আমি ঠে'কে শিখে ব'ল্‌চি।

কর। তুমি ভাব্‌চো আমি ম'জ্‌তে ভয় ক'র্‌ব্বো। আমার কি ম'জ্‌তে বাকি আছে! শ্যাম নামে কি মজিনি! আমার কি দাগার বাকি আছে! আমি শ্যামকে দেখিনি। আমি মজেছি, আর মজ্‌ব কি?

রাধা। তুমি শ্যাম নিয়ে অত মাখামাখি ক'রো না। দাগার কথা কি তোমায় বল্‌বো—আমারই সয়েছে! শ্যামকে দেখেছি, শ্যাম ডেকেছে, শ্যামের কাছে বসেছি, শ্যাম ব'লেছে আমি তোমার, তারপর এক'শ বচ্ছর কাঁদিয়েছে! এক'শ

বচ্ছর দিনরাত কেঁদেছি!—তার দেখা পাই নি। দূতি পাঠিয়েছি, তবুও এসেনি। বল দিকি কি দাগা কি দাগা।

কর। তুমি এক'শ বচ্ছর কেঁদেছ?

রাধা। সে কাঁদিয়েছে, কাঁদব না!

কর। তুমি আমার সঙ্গে তামাসা ক'চ্চ!

রাধা। দেখ্ ছুঁড়ীকে ভাল কতা বল্লুম, বলে তামাসা ক'চ্ছ!

কর। তুমি হদ্দ আমার বয়সী হও, তুমি একশ ব'চ্ছর কাঁদলে কি ক'রে!

রাধা। কেঁদেছি আর কাঁদলুম কি ক'রে! অজ্ঞান হয়েই থাক্‌তুম। জ্ঞান হলে বলতুম, শ্যাম তুমি কি এত কঠিন! শ্যামের এ ব্যাভার কি ভুলব! আমার মতন কেঁদে বেড়ায় তবে তার শোধ যায়!

কর। ব'লোনা ব'লোনা, শ্যাম কেঁদে বেড়াবে একথা ব'লোনা।

রাধা। রাখ্ ছুঁড়ী তোর রস রাখ্ দেখিস এখন, তার শ্যাম দোরে দোরে কেঁদে বেড়াবে, জয় রাধা ব'লে কেঁদে বেড়াবে!

[প্রস্থান।

কর। এ কি পাগল?—পাগল। যখন শ্যাম নাম নিয়েছে, তখন পাগলের আর বাকি কি! শ্যামকে দেখেছে, শ্যামের কাছে বসেছে, শ্যাম বলেছে আমি তোমার, ওতে কি আর ও আছে! ও মিছে বলেনি, ও মিছে বলেনি—ও শ্যাম হারা

হয়েছে, ওর পলকে প্রলয় জ্ঞান হ'য়েছে। এই যে আমার মনে হচ্চে কত হাজার বচ্ছর শ্যামকে খুঁজছি পাইনি। শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম তোমার দেখা পেলেম না, তোমার নাম নিয়েই থাকি!

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। তা থাক।

কর। তুমি কি আবার ফিরে এয়েছ? তুমি একবার শ্যাম শ্যাম বল। তোমার মুখে শ্যামনাম বড় মিষ্টি! কৈ বল্লেনা, আবার কি চলে গেলে?

টুক্‌রো। চঁলেঁ কোঁতাঁ যাঁবোঁ?—আঁমি ফুঁল বাঁগাঁনেই থাঁকি।

কর। কে তুমি?

টুক্‌রো। দাঁড়াঁও ঠাঁউরে বঁলি। (স্বগত) ঐ আলো নিয়ে কে আস্‌চে। (প্রকাশ্যে) মাসী পালাবার পথ কোন দিকে? বরকন্দাজ নিয়ে ঐ যে তোর মনিব আস্‌চে!

দুইজন বরকন্দাজ ও পরশুরামের প্রবেশ।

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! চুরি ক'ত্তে এসেছ?

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! কি তোর নশ' পঞ্চাশ নিলুম?

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! তুমি এখানে এসেছ কেন?

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! আমি তোমায় বলব' কেন?

পরশু। তরে রে বেটা তবে রে বেটা! বাঁধো বরকন্দাজ বাঁ'ধ।

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! বাঁধবি ত বাঁধ্‌।

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! পালাবে?

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! পথ আটকেছিস, পালা'ব কোথা?

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা!

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা!

বরক। ওগো তোমায় চল্‌তে হ'বে যে!

টুক্‌রো। হ্যাঁ গো নিয়ে চলনা!

বরক। এই চল (গুঁতা দেওন)

টুক্‌রো। এই চলি, তুমি দু'ট কান ম'ল।

বরক। তোমার যে বড় ভিরকুটী!

টুক্‌রো। তোমার যে গরম চাটী!

বরক। তোমার বদমাইসীটে দেখ্‌চি জবর!

টুক্‌রো। তোমার কিলের ও খুব জোর!

কর। বাবা বাবা ওকে মারছে কেন? ওকে ছেড়ে দাও বাবা।

পরশু। বটে, ছেড়ে দেব, চোরে সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বে!

টুক্‌রো। বামুন দ্যাখ, বাঁধিয়ে দিবি দে, সর্ব্বনাশ করবো

বলিস নি! ব্যাটা ছুটো চেলের কল্‌সী বসিয়ে লাক টাকার সরগরম ক'ল্লে! ছ্যাঁচড়া ব্যাটা, বাড়ীতে পা না দিতে দিতেই বরকন্দাজ ডেকেচে! ব্যাটা ছুটো কল্‌সী সামলাচ্চে! আর সোমত্ত মেয়ে যে শ্যামের পেছনে ঘোরে, তা ব্যাটা দেখে না!

পরশু। তুই কেরে ব্যাটা কেরে!

টুক্‌রো। চলনা, কোতোয়ালীতে নিয়ে চলনা, সেই খানে ব'লব'।

পরশু। কি ব'লবি রে ব্যাটা, কি ব'লবি?

টুক্‌রো। দেখবি ব্যাটা তখন দেখবি!

পরশু। দ্যাখ বরকন্দাজ, ব্যাটা কি বলতে কি বলবে তুমি ওকে ছেড়ে দাও।

বরক। আমরা ধরলে ছাড়িনি।

টুক্‌রো। আহা ছাড় বৈকি! (উভয় বরকন্দাজের হস্তে টাকা প্রদান)

বরক। তবে ছাড়ি ঠাকুর, যদি তুমি বল।

পরশু। দাও ছেড়ে। হ্যা দেখ্‌ পাজী ব্যাটা তুই যদি দোরে চাট্টে টাকা ফেলেও যাস, তাও আমি ছুঁইনি, আমি এমন বামুন নই!

টুক্‌রো। দ্যাখ্‌ পাজী ব্যাটা, আমার যদি চাট্টে টাকা মাটীও হয় তো এইখানে আমি ফেল্লুম! এমন চোর আমি নই!

কর। আহা তুমি বড় মার খেয়েছ, একটু জল এনে দেব খাবে?

টুক্‌রো। না না, তোমার মাতার ফুলটী আমায় দেবে?

কর। এই নাও। (ফুল প্রদান)

[করমেতির প্রস্থান।

বরক। ভাই, আবার ত দেখা শুনা হবে ?

টুক্‌রো। আমি ত তোমাদের ভুলবো না, তবে তোমরা আমায় ভুলে যদি থাক।

[বরকন্দাজ দ্বয়ের প্রস্থান।

টুক্‌রো। ঠাকুর চল্লুম ! আবার আস্‌ব' টাসব' কি ?

পরশু। আসিস্ আস্‌বি, যদি ফুলবাগান পেরিয়ে ভিটেয় পা দিবি, দেখ্‌বি।

[পরশুরামের প্রস্থান।

টুক্‌রো। মাসী বেটী থাক্‌লে কাযটা ছর্‌কট্ হ'ত।

[অম্বিকার পুনঃপ্রবেশ।

অম্বিকা। তবে রে আঁটকুড়ির ছেলে, আমায় এই মাথাকাটা কাযে এনে মজান ! আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে যাচ্চে !

টুক্‌রো। দুট' টাকা ধার দে কাঁদে ব'স দিকি। আজকে সব খরচ হ'য়ে গিয়েছে, পথে দরকার আছে।

অম্বিকা। আর দুট্' টাকা দিবি ত দে, নইলে মাথাকাটা কাযে থাক্‌ব' !

টুক্‌রো। ধার দুট' টাকা দিবি ত দে, নইলে বরকন্দাজ ধরাব'।

অম্বিকা। ওমা, ব্যাটা বলে কি গো !

টুক্‌রো। ওরে যখন একবার তোকে কাযে নাবিয়েছি, তখন আর কি ফির্‌তে পারিস? বরকন্দাজকে বোলব' এই বেটী আমায় পথ দেখিয়েছে। যা চুরি হ'ত' ওর সঙ্গে আধা-আধী বখ্‌রা। আমি হাতে থুতু দিয়েছি, এঁটো হাতে আমায় ধ'ত্তো না, আর সেই হাতে তোর নাক চুল উপড়ে আন্‌তো।

অম্বিকা। ওমা আমি কোথা যাব', ওমা আমি কোথা যাব'! ওমা কি খুনের হাতে পড়লুম গো, ওমা আমি কি খুনের হাতে পড়লুম গো!

টুক্‌রো। নে বেটী, হাসন্ হোসন্ করিস তখন! চল দরকার আছে, দুট' টাকা দিবি। তা দেখ, বেইমানি ক'র্ব্বো না। কায তোকে ক'ত্তেই হবে, তবে বিশ্বাস ক'রে কর্। এই যে চোরের দলে ছিলুম, কেউ বোল্‌তে পারে, যে এক পয়সা বখ্‌রা ছাপিয়েছি!

অম্বিকা। তা চ, দুটো টাকা দিয়েছিলি, আমি নাকের ওপর ফেলে দিচ্চি, আমি তেমন বাপের বেটী নই! কিন্তু কাযে বাছা' আমায় পাচ্চোনা, পাচ্চোনা, পাচ্চোনা! আমার রাগ বড়—হ্যাঁ!

টুক্‌রো। আমারও রাগ বড়—হ্যাঁ! কাযে বাছা তোমায় পাচ্চি, পাচ্চি, পাচ্চি! তুই যাবি কোথা বল্ দেখি? বরকন্দাজ না ধরিয়ে দি, বামুনকে বোল্‌বো—বামুনঠাকুর ও বেটী তোমার মেয়ে বার করবার দূতী! আমিই হাতে ক'রে টাকা দিয়েছি। রাজার পুরুত, কি দাঁড়ায় বল দিকি? কাযে যখন হাত দিয়েচিস, আর যাবি কোথা? তা চল্, খিপী গয়লানীর নাতনীকে দুটাকা

বায়না দিয়ে রাখ্‌বি। একে যদি না বাগাতে পারিস, সে একৃটিনী খাট্‌বে। তুই টাকার জন্যে ভাবিস্ নি।

অম্বিকা। আমার ধর্ম্ম আমি রাখ্‌বো, এখন তোমার ধর্ম্ম তোমার ঠেঙে!

টুক্‌রো। ওরে বেটী আমাদের ভেতর সাদাসিদে কথা, ধর্ম্ম টর্ম্ম নেই! ও প্যাঁচের কথা চ'লবে না। থাক্‌তে থাক্‌তেই ক্রমে জানতে পার্ব্বি। সাদাকথা বলি, দুনিয়ার লোকের মতন প্যাঁচোয়া কথা আমরা জানি নি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আগমবাগীশের গৃহ।

আগমবাগীশ ও দেমো।

আগম। দামু!

দেমো। আঁজ্ঞে।

আগম। আজ বাপু একটু নেশা হবে।

দেমো। সে ভয় ক'রোনা, সে ভয় ক'রোনা। আমরা হুঁসে থাক্‌বো, তোমায় পুকুরে নে ফেলবো।

আগম। ঐটী বাবা মাপ ক'ত্তে হবে! সে দিন পেকো পুকুরের জলে নেবে আমার ঠাণ্ডী হ'য়েছিল, আজ ও গা গতরের ব্যাথা সারেনি।

দেমো। সে ভয় ক'রোনা, সে পেঁকো জলে নয়, সে গোটা দুই কিলিয়ে ছিলুম।

আগম। কফে টিকির গোড়ায় ব্যাথা!

দেমো। সে হবেই ত। টিকি ধরে তে শূন্যে নিয়ে ফেলেছিলুম।

আগম। বাবা দামু ঐ শালাটা মাপ দিও, আজ বড়ই নেশ হ'বে!

দেমো। তা আসুক, টুকুরো দাদা আসুক, সে কি রকম আমোদ ক'ত্তে চায় দেখি! যদি পুকুরে না চোবাতে পার, সে বোধ করি আজ গয়লাদের গোবর গেড়েয় ছাড়বার চেষ্টা ক'র্বে!

আগম। বাবা এ গুলো আজ মাপ কোরো!

দেমো। তা আমায় বোল্‌চো, আমি তোমায় বার ভুচ্চার টিকি ধ'রে তুলেই আমি তোমায় ছেড়ে দেবো।

আগম। বাবা টিকির গোড়ায় বড় বেদনা!

দেমো। না ওটী আমায় কর্ত্তেই হবে!

আগম। কেন বাবা, অমন তোমার ধনুকভাঙা পণ কিসে দাঁড়ালো?

দেমো। দেখাচ্চি, আয়নাখানা সাম্‌নে ধর্‌। এই দেখ ইসারায় টিকিটা টানি, মুখখানার ভাব দেখ!

আগম! ই হি হি হি—

দেমো। দেখ দেখ মুখখানা দেখ—দেখলে?

আগম। দেখেছি।

দেমো। অমনি মুখ ক'র্বার চেষ্টায় আছি। কি জান যদি তুমি ম'রে হেজেই যাও, এমনি ক'রে গাছ থেকে ডিগবাজী

খেয়ে প'ড়ে, অমনি মুখ ক'রে দাঁড়াতুম! কি ব'লবো ভট্‌চায্‌, তোমার বয়েস হ'য়েছে, আমাদের মতন জোয়ান বয়েস হ'লে, তোমায় রোজাগিরি ছেড়ে ভূতগিরি ক'ত্তে ব'লতুম! তোমার মতন মুখের কাটুনি আমার হ'লে, তোমার দলে চণ্ডগিরি করি? মাঠের মাঝখানে অশথ গাছ টশত গাছ দেখে ভূত হ'য়ে ব'সতুম।

আগম। বাবা দামু! তোমার মুখখানি ত নেহাৎ মন্দ নয়!

দেমো। মন্দ হ'লে তোমার মুখের ঢং আন্‌তে চাই? বুকের ছাতি হবে কেন? ঐ যে টুক্‌রো দাদাকে ব'লে ছিলুম মুখের ঢং লাও, কস্‌লৎ কর; সে একদম পেচিয়ে গেল!

টুক্‌রো ও অম্বিকার প্রবেশ।

অম্বিকা। আ মর্ মুখপোড়া! আমি তোকে ব'ল্লুম সে দিপী গয়লানী তেমন নয়। তোরে মানা ক'ল্লুম জানালা গলিয়ে হু'টো টাকা দিস্‌নে।

টুক্‌রো। আর নে নে, রেখে দে রেখে দে, সে হুটাকা আমি তার গরু বেচে আদায় ক'র্ব্বো। এখন ভট্‌চায্যির সঙ্গে পরামর্শ কর্।

(দেমোর ডিগবাজী খাইয়া অম্বিকার কাছে আগমন)

অম্বিকা। ওমা এ কে গো জাত কুল খাবে না কি!

(দেমো ক্ষণেক অম্বিকাকে দেখিয়া)

দেমো। টুক্‌রো দাদা! ভট্‌চায্যির টিকি ধ'রে আর এই বেটার ঝুঁটী ধ'রে একবারে তেশূন্যে তুলি—দেখি কোন মুখ খানা বেসী ফোটে!

অম্বিকা। টুক্‌রো, আমার ঝুঁটী ধ'রে তুলবে ব'লচে!

আগম। তা ও তোলে তোলে, আমারও বার দুত্তিন ক'রে তোলে! তুমি এই দিকে কারণ ক'র্ব্বে এস।

অম্বিকা। ওমা কারণ কি গো?

টুক্‌রো। খেনো মদ রে, তোরে কবার ক'রে ব'ল্‌বো।

অম্বিকা। ওমা মদ! বামুনবাড়ী চাক্‌রী করি আমি মদ খাই!

টুক্‌রো। বেটী কেন এখন আমার সঙ্গে অমন কচ্চিস্‌? বৈরাগী মেসোর বাঁশের চোঙ্গা থেকে আমি চুরী ক'রে খাইনি? আমি কি না জানি, নে খা!

অম্বিকা। ওমা জোর দেখ দেখি গা! ওমা জোর দেখ দেখি গা! (মদ্যপান) মাগো, কি ঝাল গা!

দেমো। টুক্‌রো দাদা একটু চেপে দিও যাতে বেটী কাৎ হয়! বেটীকে বার দুই তেশূন্যে তুল্‌তে হবে।

টুক্‌রো। নে নে এখন সর্‌! যখন মাসীকে এনেছি আর ভট্‌চায র'য়েছে, একটা কীর্ত্তি কাণ্ড হবেই হবে! মাসী বেটী চোঙাকে চোঙা পার ক'ত্তো আর বেহুঁস্‌ প'ড়ে থাক্‌তো!

দেমো। আর তুমি ঝুঁটী ধ'রে তুলতে!

অম্বিকা। দেখুন ভট্‌চায্যি মশাই! আপনি গেরামভারি লোক, নেহাৎ না ছাড়েন, আরও দুপাত্তর দিন আমি খাচ্চি! কিন্তু কেউ কিছু ব'ল্‌বেন তার তোয়াক্কা রাখি? এই বৈরাগী ব্যাটাকে বিশ ঝাঁটা মাত্তুম!

(আগমবাগীশকে প্রহার)

আগম। আহা ফুলকো চাপড় গুলি দিলে মন্দ নয়!

অম্বিকা। টুক্‌রো ব্যাটা টাকা দে, নইলে কাযে হাত দোবো না! তুই কেরে পোড়ারমুখো আমার ঝুঁটী ধ'রে তুল্‌বি?

আগম। টুক্‌রো! একে কারণ করিয়ে বড় ভাল হয় নি।

টুক্‌রো। ভাল হয় নি কিসে? ওর মনিবের মেয়ে আন্‌তে পাল্লে না, দ্বিপী গয়লানীর নাতনী ঘুমিয়ে প'ড়েছে, ওকে ফেলে রাখি। তুই বাবুসাহেবের খুব নেশা জমাতে পারিস্, মাসীকে খাড়া ক'র্ব্বো। সকালে এই ফুলটো দেখে মনে ক'র্ব্বে করমেতিই এসেছিল, বাজি জিত হবে।

দেমো। টুক্‌রো দাদা বেটী প'ড়েছে, ঝুঁটী ধ'রে তুলি!

অম্বিকা। কি, ঝুঁটী ধ'র্‌বি? তোর বৈরিগীর মুখে মারি সাত খ্যাঁঙ্‌রা!

দেমো। টুক্‌রো দাদা এই বেটীই বুঝি ঝুঁটি ধ'রে তোলে, বড় বেজায় মুট্ ধ'রেছে!

অম্বিকা। দাঁড়া বেটা তোর বৈরাগীগিরি বার ক'চ্চি, তবে আমার নাম অম্বিকে!

টুক্‌রো। দেমো দুপাত্তর চেপে খাইয়ে ও ঘরে ফেলে রাখ্‌গে।

দেমো। বেটী পাট্টা জোয়ান!

দেমো ও অম্বিকার প্রস্থান।

আগম। তুইও সরে যা, আলোক আস্‌চে।

টুক্‌রো। তবে এই ফুলটো নাও, আমি মাসীর তদ্বিরে থাকিগে।

আগম। না, ফুল্‌টো নিয়ে যা। আমি ডাকবো এখন।

টুক্‌রোর প্রস্থান।

আগম। বিষে ছেয়েছে, বিয়ে ছেয়েছে!

আলোকের প্রবেশ।

আলোক। না, কখন বিশ্বাস ক'র্ব্বো না। বনের পাখী বনে ঘুরে বেড়ায়। শ্যাম বোধ হয় কোন সুন্দর ফুলের নাম, কোন সুন্দর পাখীর নাম, কোন সুন্দর বস্তুর নাম শ্যাম,—সুন্দরী তাই খুঁজে বেড়ায়! দাসী বেটীর মিছে কথা, ভট্‌চায জোচ্চোর! এত সুন্দর, সে কি সুন্দর প্রাণে বোঝে না যে তার সুন্দর প্রতীমা আমার হৃদয়ে ব'সেছে! তবে আমায় তাচ্ছিল্য করে কেন? আমি দাস হ'য়ে তার সঙ্গে থাকবো, একি অধিক চেয়েছি! একা কুমারী বেড়িয়ে বেড়ায়, তার রক্ষক হ'য়ে থাকতে চাই, তার রক্ষার জন্যে বুকের রক্ত দিতে চাই এ সুখে, আমায় বঞ্চনা করে কেন? শ্যাম—কে সে? সে কি দেবতা? নইলে দেবীর মন কি ক'রে হরণ ক'রেছে! এই যে ভট্‌চায যদি প্রমাণ না দিতে পারিস, খুন ক'র্ব্বো! তোর পাপ জিব টেনে উপড়ে ফেল্‌বো! তুই ব্রাহ্মণ নোস—চণ্ডাল। তুই দেবীর নামে কলঙ্ক অর্পণ করিস! প্রমাণ দে।

আগম। প্রমাণ! কাল রাজবাড়ী থেকে যে ফুলটী সওগাদ পেয়েছিলে, যে ফুলের আর জোড়া এ সহরে পাওনি, যে ফুলটী দিয়ে তোমার দেবীকে পুজা করেছিলে, সে ফুলটী এখন

কোথা? তোমার দেবী প্রসন্না হ'য়ে কাকে সেই ফুল দিয়ে বর দান ক'রেছেন জান?

আলোক। পাজী প্রমাণ দে!

আগম। টুক্‌রো ফুলটো আনতো।

আলোক। কি ফুল কি ফুল?

আগম। যে ফুল তোমার দেবীর খোঁপায় প'রতে দিয়েছিলে।

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। এই নাও।

আলোক। এ কি ফুল? চুরী ক'রেচিস! কোথেকে এনেচিস! মদ দে। কালকের বাসী ফুল, আমার হাতের বোঁটা কাটা!

আগম। এখন ঠাওরাও কোন্ বাজারে ফুল কিন্‌লুম, কার ঘরে চুরি ক'ল্লুম!

আলোক। মদ দে। তারে ভুলিয়ে নিয়েছিস!

টুক্‌রো। চারটী টাকা দে টুক্‌রো ভুলিয়ে ফুল এনেছে, আর এখন কান খেল্‌চে, একশোর ওপর দুশো দিলেই বৈঠকখানায় এসে ব'স্‌বে।

আলোক। নে, দুশো নে, চারশো নে, চাবি নে, আমার সর্ব্বস্ব নে, কৈ আন্ প্রমাণ দে, ছি ছি এই সংসার! একে বলে সুন্দর! এই নারী, এই মনোহারিনী! ধিক্ ধিক্ আমার চখে ধিক্, আমার কাণে ধিক্, আমার প্রাণে ধিক্! ধিক্ ধিক্

আমায় শত ধিক্! আমি একে মনে স্থান দিয়েছি! কৈ প্রমাণ দে! মদ দে। ভট্‌চায তুই কি নরক থেকে উঠে আসছিস্? দে দে আমায় সাজা দে! আমি পাপী, আমায় সাজা দে: আমি কেন স্বর্ণ প্রতীমা ঘরে নিয়ে যাইনি! ভট্‌চায তুই ও নরকের আমিও নরকের! কি কতক গুলো চেলা রেখেচিস? আমায় চেলা কর্। দেখ্ দেখ্ আমার ক্ষমতা দেখ্, আমি দেবীকে বেশ্যা করেছি! দে প্রমাণ দে। আয় আয় ভট্‌চায নাচি আয়! তুইও নরকের, আমিও নরকের!

আগম। শ্যামটা কে চিনেছ?

আলোক। না, চিনি নি। তোদের বখ্‌রা থেকে তাকে কিছু দিস, আর বলিস খুব মজায় আছ বাবা! জান শ্যাম! এক দিন তোমার নাম না ক'রে আমার নাম করে, তা হ'লে মজায় ভোর হ'য়ে থাকি! খুব মজায় আছ বাবা! দে ব্যাটা প্রমাণ দে।

আগম। টুক্‌রো তোর মাসী বাগা, তোর মাসী বাগা! ব্যাটা গরম হ'চ্চে, ক্রমে হাত পা চালাবে!

টুক্‌রো। সে পড়িয়ে বোমো ঠিক ক'রেছে।

আগম। তবে নিয়ে আয়। এই চুপ ক'রে আছে, এখনি ঝাঁকি মেরে উঠ্‌বে আর রদ্দা চালাবে।

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

আলোক। কৈ কোথা গেল? এই যে ছিল! ভট্‌চায ভট্‌চায বড় সাধের জিনিস! তুই বল্, মিছে ক'রে বল্, ফুলটো চুরি ক'রেছিস! প্রমাণ দিসনি, প্রমাণ দিসনি! ওরে প্রমাণ

পেলে আমি যে মরে যাব, আমি যে মরে যাব! আমি কি নিয়ে থাক্‌বো! কি হবে ভট্‌চায কি হবে!

আগম। তবে আর তারে আনায় কায নেই।

আলোক। কি? আনতে পার্ব্বি নি, মিছে বলেছিস? যা বিদেয় হ! কি চাস বল্? তোরে মাপ ক'ল্লুম। ভট্‌চায ভট্‌চায আমার বুকের ওপর দাঁড়া, বুকটো ফেপে উঠ্‌চে, দেখতে পাচ্চিস নি! কি কল্লি, কি কল্লি, ভট্‌চায কি কল্লি! ছি ছি ছি এমন কাযও করে!

আগম। বাবা আলোক একটু ঠাণ্ডা হ। তারে চাও, তারে পাবে, ভয় কি আমি রয়েছি।

আলোক। দে প্রমাণ দে, দে প্রমাণ দে! ওহো জ্ব'লে গেল, জ্ব'লে গেল! দিলি নি, দিলি নি? তোরে খুন ক'র্ব্বো!

আগম। ওরে টুক্‌রো ঝেঁকেছে ঝেঁকেছে, বেট্টীকে এ দিকে এনে ফেল্।

[নেপথ্যে টুক্‌রো—যাই]

[নেপথ্যে] "অম্বিকা আঃ চিম্‌টোও কেন? আমি যে ঘুমুচ্চি—শ্যাম কোথায় গেলে!

আগম। অই।

আলোক। শ্যামকে খুঁজ্‌তে এসেছে, ওর সেই শ্যামকে খুঁজ্‌তে এসেছে! শ্যামের নাম ক'রে ভুলিয়ে এনেছিস, শ্যামের নাম ক'রে ফুল নিয়েছিস! ভট্‌চায আমায় ধর, আমার মাথা ঘুরুচে!

[নেপথ্যে অম্বিকে—আঃ ব'ল্‌চি, শ্যাম কোথায় গেলে!]

আগম। অই!

আলোক। ও সেই? না, না, না! তার মুখে শ্যাম নাম শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, এ বাজ লাগছে! ওঃ চার দিকে বাজ প'ড়ছে, চার দিকে বাজ প'ড়ছে! আমার মাথার ওপর প'ড়তে প'ড়তে পড়ছে না কেন? প্রমাণ দে, মদ দে।

অম্বিকাকে লইয়া দেমো ও টুক্‌রোর প্রবেশ।

আলোক। কে তুমি? মুখের কাপড় খোল।

অম্বিকা। আঃ চিমটুস কেন! শ্যাম কোথা তুমি?

আলোক। মুখের কাপড় খোল।

অম্বিকা। না, কারণ ক'রে আমি আলোর বাগে চাইতে পারিনি।

আলোক। কে তুমি?

অম্বিকা। আমি করমেতি, আমার ভাতার আমায় নেয় বল্‌চি, চিম্‌টী কাটিস নি! আমি শ্যামের সঙ্গে পীরিত ক্যাঁড়িছি, আর ভট্‌চায্যির কাছে মদ খেয়ে যাই।

আলোক। তুমি যে হও, তুমি অতি কুৎসিতা! তোমার সকলই কুৎসিৎ! তোমার চলন কুৎসিৎ, তোমার বলন কুৎসিৎ, আকার কুৎসিৎ, মুখ ঢেকেছ তাও কুৎসিৎ! যদি সে হও, তবু কুৎসিৎ! তোমার কুৎসিৎ প্রকৃতি তোমায় কুৎসিৎ করেছে! যাও, চ'লে যাও! আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি, আমার মাথার ভেতর কেমন ক'চ্চে! ভট্‌চায তোর নরকের দল নিয়ে তুই পালা, যা চলে যা। যদি এক দণ্ড থাকিস্‌, খুন হবি!

আগম। চল্ চল্ এই বারে ঝাঁকবে।

অম্বিকা। আঃ যাচ্চি, চিম্‌টী কাটিস কেন?

দেমো। শিগ্‌গির চ।

অম্বিকা। তবে রে মুখপোড়া বেটা বৈরাগী আমায় সমস্ত রাত চিম্‌টুবে!

(দেমো ডিগবাজী খেয়ে সরিয়া যাওন ও অম্বিকা কর্ত্তৃক টুক্‌রোর চুল ধারণ)

টুক্‌রো। মাসী আমি, ছাড় বাগথাবা ছাড়!

দেমো। আজ বেটীর ঝুঁটী ধ'রে তেশূন্যে তুলবুই তুলবো!

আলোক। নিদ্রে তোমার সঙ্গে ত ফারখৎ একেবারে! তবে নেসার ঝোঁকে খানিক প'ড়ে থাকি, তারও যো নেই! মন বুকের ভেতর তুঁষের আগুন জ্বেলেছে, মাথার ঘি চড়্ বড়্ ক'রে ফুটচে! কি হ'য়ে গেল! কে এলো! সেই ফুলটো? নরক কেমন? কেমন জান, তুঁষের ধোঁ! খালি মাথার ঘি ফুটতে থাকে! শোবার যো কি? টলতে টলতে চল। কোথায় বল্ দিকি, কোথায় বল্ দিকি? ঐ ঐ দিকে—সেই সেই গাছ তলায়, যেখানে সে বসে। সেই যে—সে যেখানে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জবন।

করমেতি।

কর। শ্যাম তুমি কেমন সে ত ব'লে গেল না! এত খুঁজলুম তার তো আর দেখা পেলুম না। আচ্ছা তুমি কেমন আমি মনে মনে গড়ি। তুমি কে আমি মনে মনে বুঝে দেখি তুমি কেমন, সে যেমন বলেছে। না, তা না; আমি যেমন মনে মনে দেখ্‌ছি। না না—তুমি সুন্দর, না না। তুমি তোমারই মতন হাঁ হাঁ, তুমি তোমার মতন! শ্যাম শ্যামের মতন, শ্যাম আর কারুর মতন নয়! তুমি কে? তুমি আমার হৃদয়েশ্বর! আমি এখানে এসেছি কেন? তুমি আসবে ব'লে। এই আসন পেতেছি তুমি ব'স্‌বে ব'লে। এই মালা গেঁথেছি, তুমি গলায় দেবে ব'লে। ফুল পরেছি, তুমি সোহাগ ক'র্‌বে ব'লে। শ্যাম তুমি কই এলে!

বেহাগ—একতালা।

কর। গেল যামিনী।

আশা পথ চেয়ে জাগিনু যামি সাজায়ে বাসর সাধে,
ধূসর চাঁদ টলিল গগণে, না হেরিনু শ্যাম চাঁদে,
আমি শ্যাম আমোদিনী॥

(রাধার সহচরিগণের প্রবেশ)

সহচরী। ছি ছি ছি ব'ল্লে শোনে না,
একি লো মানা মানে না,
ব'সেছে সাজিয়ে বাসর শ্যামকে জানে না,
সে ত মজায় কামিনী॥

(সহচরিগণের প্রস্থান)

কর। হাসিল উষা, টুটিল আশা, পিয়াসা রহিল মনে,
বাসী হ'লো মালা, বাড়িল জ্বালা,
কিনিনু জ্বালা যতনে,
বনবিহারিনী॥

(সহচরিগণের পুনঃ প্রবেশ)

সহচরী। ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ এ পিরীতে
ঠেকে শিখে তাই বলি,
সাধেরি বাসর সাজায়েছি কত দিবানিশি কত জ্বলি,
তাই মানিনী॥

(সহচরি গণের প্রস্থান)

কর। ছি ছি গঞ্জনা কত গুঞ্জরি অলি
কমলে কত কি বলে,
সরমের কথা মলয় মারুত ধীরি ধীরি ব'লে চলে,
হৃদিমলিনী॥

দেমো। আমি ভট্‌চাষের মুখের ছাঁচ কতকটা মেরেছি। আর তোবেটীর ত মুখের কাটুনি আছেই, কাল থেকে চল্ দুজনে মাঠে যাই। আমি সেই বড় বটগাছটায় বসবো, আর তুই অশতলায় থাক্‌বি। আমার দিক থেকে লোক এসে আমি তাড়া লাগাবো, তোর দিক থেকে লোক এসে তুই তাড়া লাগাবি। আমি মুখ খিঁচিয়ে এমনি করে ডিগবাজী খেলেই দাঁত কপাটী লাগ্‌বে! আর তোর ডিগবাজী টিগবাজী কিছুই খেতে হবে না, সাদা কাপড় একখানা প'রে দাঁত খিঁচুলেই হবে। নেহাৎ তাতে না হয়, একবার হি হি হি হি ক'রে হাস্‌বি।

আলোকের প্রবেশ :

আলোক। ওঃ মিতিনমাসী পেত্নী যে! আর তুমি কে বাবা, তুমি কি আগমবাগীশের চণ্ড? তা বেস! মিতিনমাসী পেত্নী, তুমি একবার করমেতিকে এনে দাও! কি দু এক টাকার লোভ কর, তোমায় আমি পেত্নীর রাণী ক'রে ছেড়ে দেব! আর বাপ চণ্ড তুমি একবার নাব'তো, নেবে একটা আমায় ওষুধ দাও যাতে করমেতি শেমো শালাকে ভুলে যায়! সে মদ খায় খাক্, ভট্‌চাযের সঙ্গে চকোর করে করুক, আমায় তাড়িয়ে দেয় দিক্, কিন্তু শেমো শালা যদি ওর জন্যে আমার মতন কেঁদে বেড়ায় তা হ'লে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়! শালা কি গুণ জানে বাবা! রাস্তায় রাস্তায় ফেরাচ্চে, আর আমি ডেকে সাড়া পাইনি!

অম্বিকা। ও বৈরিগী বৈরিগী দেখিস্, মিন্‌সে আমার জাত কুল না খায়!

দেমো। বেটী কারে কি বল্‌ছিস্, ও যে বাবুসাহেব!

আলোক। উ হুঁক্—বল্‌তে পাল্লেনা, বাবুসাহেব ছিলুম! আর বাবুসাহেব নাই। এখন পথের কাঙালি, চিতের মড়া, জ্যান্তে মরা! জ্বল্‌চি, জ্বল্‌চি, জ্বল্‌চি তবু পুড়ে খাক্ হলুম না! সে জ্বালার কথা কারে বল্‌বো, কে আমার জ্বালা বুঝ্‌বে! এ জ্বালা করমেতি বুঝ্‌বে না।

দেমো। মাসী! তুই এখন বাড়ী যা। আমি বাবুসাহেবকে ঠাণ্ডা ক'রে বাসায় নিয়ে যাই।

অম্বিকা। বৈরিগী আর আমি বাড়ী যাব' না! ঝাঁটা গাছটী নিয়ে, ঘর দোরে চাবি দিয়ে, আমি অশততলায় গিয়ে বস্‌বো! আহা কি জ্বলন কি জ্বলন! বৈরিগী, তুই অমন ঝুঁটী ধ'রে তুল্লি, অমন কিল মাল্লি, তোকে দু ঘা ঝাঁটা মার্ত্তে পাল্লুম না, এ খেদ কি আমার রাখবার জায়গা আছে!

দেমো। তুই এখন যা যা, বাবুসাহেবকে ঠাণ্ডা ক'রে বাসায় রেখে আমি আস্‌চি।

আলোক। কি বাপ চণ্ড! তুমি আমায় ঠাণ্ডা ক'র্ব্বে? পার্ব্বে না পার্ব্বে না, সাত সমুদ্রের জল মাথায় ঢেলে ঠাণ্ডা ক'ত্তে পার্ব্বে না! ধবলাগিরির মতন বরফে ঢেকে রাখ্‌লে ঠাণ্ডা ক'ত্তে পার্ব্বে না! অমৃত খাইয়ে ঠাণ্ডা ক'ত্তে পার্ব্বে না! এ সে জ্বালা নয়, এ সে জ্বালা নয়, এ বুকের আগুন—নেবেনা, নেবেনা! তবে শ্যাম যদি আমার মতন জ্ব'লে বেড়ায়, শ্যামকে যদি আমার মতন

করমেতি তাচ্ছিল্য করে, শ্যাম যদি আমার মতন কাঙাল হয়, শ্যাম যদি আমার মতন কেঁদে বেড়ায় তা হ'লে কি হয় তা জানিনি! শ্যামের চক্ষের জলে কি হয় তা জানিনি! এখানে করমেতি নাই, চ'ল্লুম—তাকে খুঁজতে চল্লুম।

[দেমো ও আলোকের প্রস্থান।

অম্বিকা। অ মুখপোড়া বৈরিগী কোথা যাস?—ঝাঁটা খেয়ে যা! ও মুখপোড়া বৈরিগী কোথা যাস?—ঝাঁটা খেয়ে যা! আমি বড় যত্ন ক'রে তুলে রেখেছি!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

করমেতি।

কর। শ্যাম শ্যাম! তুমি কালো নও। সে ব'লে গেছে কালো, হিংসায় বলেছে কালো! এই যে এই দিঘির জল, দূরে দেখেছিলুম কালো, কাছে নির্ম্মল ফটিক জল! আমার মন বল্‌চে তুমি কালো নও। যদি তুমি কালো হ'তে, তা হ'লে তোমার নামে চারদিক আলোময় দেখি কেন! হিংসেয় বলে কালো, রিশ ক'রে বলে কালো।

আলোকের প্রবেশ।

আলোক। এই যে করমেতি, তুমি এখানে ব'সে আছ? তুমি এখানে আস্‌বে জানতুম। তুমিও যেমন মনে মনে তোমার শ্যামকে জান', আমিও তেমনি মনে মনে তোমায় জানি; কি ক'চ্চো জানি, কোথায় যাবে জানি। তুমি যখন যা কর আমি মনে মনে দেখ্‌তে পাই। আহা, তুমি যদি একবার আমার পানে ফিরে দেখ্‌তে!

কর। কে তুমি?

আলোক। আমি কে ছিলুম, না এখন কে?

কর। তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

আলোক। একবার ব'সো, তোমার শ্যামকে ছেড়ে একবার আমায় দেখ। দেখ আমার কি দশা হয়েছে দেখ! এ তুমি করেছ, তোমার হেনস্তাতে আমি এমন হয়েছি। যে দিন তোমায় দেখেছি সেই দিনই আমার স্বাধীনতা তোমার পায়ে রেখেছি। আমি খানসামা বেশে তোমায় দেখেছিলুম, সে বেশের তুল্য আমার প্রিয় বেশ নাই। আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তুমি আমায় ভিখারী করেছ, তবু কি তোমার দয়া হয় না?

কর। তুমি কি বল্‌ছো, কি চাও?

আলোক। আমি তোমায় চাই, তোমায় দেখ্‌তে চাই, তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই, আমি তোমার হ'তে চাই, তোমার পায়ে প্রাণ রাখ্‌তে চাই, তোমায় নিয়ে সর্ব্বত্যাগী হ'তে চাই!

কর। আমি স্ত্রীলোক, তুমি আমায় কি ব'ল্‌চো?

আলোক। তুমি স্ত্রীলোক, তুমি শ্যাম শ্যাম ক'রে কি ক'চ্চ? একলা ব'সে কি কোচ্চ? ঘর ছেড়ে এসে কি কোচ্চ? বাপ মার কাছ থেকে চলে এসে কি কোচ্চ? তুমি এক জনের মেয়ে, এক জনের বউ, এক জনের স্ত্রী, তুমি কার জন্যে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্চ? তুমি যদি শ্যামকে চাইতে পার, আমি তোমায় চাইতে দোষ কেন?

কর। তুমি আমায় চাও কেন?

আলোক। তুমি শ্যামকে চাও কেন?

কর। আমি শ্যামকে ভালবাসি।

আলোক। আমি তোমায় ভালবাসি।

কর। যদি ভালবাস, তা হ'লে শ্যামকে চাই ব'লে আমায় দুষো না।

আলোক। কেন দুষ্‌ব' না, অবশ্য দুষ্‌ব'! তুমি কুল স্ত্রী হ'য়ে এ কি তোমার আচার? তোমার বাপ মা রয়েছে, তোমার স্বামী রয়েছে, তুমি শ্যামের সন্ধানে ঘুরে বেড়াও! তোমার কলঙ্কে ভয় নেই, লজ্জায় ভয় নেই, ঘৃণায় ভয় নেই, তোমার মহাপাপে ভয় নেই?

কর। তুমি না ব'ল্লে আমায় ভালবাস?

আলোক। ভালবাসি তাই ব'ল্‌চি। ভালবাসি তাই তোমায় ভাল কথা ব'ল্‌চি।

কর। ভালবাস? যদি বাস, তুমি কি কলঙ্কের ভয় কর? তুমি কি লজ্জার ভয় কর? আমায় ভালবেসে যদি পাপ হয় সে

পাপকে কি তুমি ভয় কর? তুমি ব'ল্লে আমার বাপ আছে, মা আছে, সোয়ামী আছে, সে ভয় ক'রে কি তুমি আমায় খুঁজ্‌তে ভয় কর? আমার কাছে থাক্‌তে ভয় কর, আমার কথা শুন্‌তে ভয় কর? যদি তোমার লজ্জা থাকে, যদি কলঙ্কে না কোলে নাও, যদি তোমার পাপ পুণ্য জ্ঞান থাকে, তা হ'লে তোমার মন বুঝে দেখ তুমি ভালবাস না! আমি শ্যামকে ভালবাসি, আমার কোন ভয় নেই।

আলোক। আমি কে জান?

কর। একবার বলেছিলে আমার শ্বশুর বাড়ীর খানসামা, এখন শুন্‌ছি মিছে।

আলোক। আমি তোমার স্বামী।

কর। আমি বিশ্বাস কল্লুম, তারপর?

আলোক। তুমি আমার ধন আমার কাছে এস, আমি তোমায় যত্নে রাখ্‌ব'; আমার কাছে থাক। আমি তোমার, তুমি আমার হও। হাস্‌ছো যে? একি হাসির কথা আমি কইলুম?

কর। তুমি ভালবাসা জান না, তুমি ভালবাসার ভান ক'রো না; জান্‌লে তুমি ওকথা ব'ল্‌তে না, আমায় তোমার হ'তে ব'ল্‌তে না। তুমি আপনার মনেই বুঝ্‌তে যে, যারে ভালবাসি তার, আর কারুর হওয়া যায় না। যদি ভালবেসে থাক, আমি দেখি, কেমন তুমি আর কারুর হও। আপনি আর কারুর হ'য়ে, তুমি আমায় তোমার হ'তে বল। কেন মিছে আমায় ব'লচো, কেন মিছে আমায় বোঝাচ্চ'! আমার কি

সাধ, আমি কেঁদে কেঁদে বেড়াই! কি ক'র্ব্বো উপায় নেই! তুমি যাও, আর আমার কাছে থেকে কি ক'র্ব্বে!

আলোক। তুমি ঘরে যাও, তোমার শ্যামকে খুঁজো না, একলা বনে বেড়িও না, তোমার শ্যাম ত এল না, তবে শ্যাম শ্যাম ক'রে কি ক'র্ব্বে! তুমি ব'ল্লে না আমি ভালবাসা জানি নি? তুমি ভালবাসা জান না; ভাল বাসা জান্‌লে, আমায় যেতে ব'ল্‌তে না। ভালবাসা জান্‌লে, আপনার মন দিয়ে আমার জ্বালা বুঝ্‌তে। ভালবাসা জান্‌লে, তুমি আমায় পর ক'ত্তে পার্ত্তে না। আমি ভালবাসা জানি, তাই তুমি স্ত্রী হ'য়ে পর-পুরুষের জন্য ঘোর' আমি দেখি, সহ্য করি; তোমায় ভাবি, তোমার ধ্যানে থাকি, তোমার পূজা করি! চ'ল্লে, একটা কথা শোন'।

কর। কি বল

আলোক। আমি তোমার স্বামী, আমার কাছ থেকে স'রে যাও কেন? শ্যামকে ভাব্‌তে হয় ভাব,' শ্যামকে পূজা ক'ত্তে হয় কর, আমি তাতে ব্যাঘাৎ ক'র্ব্বো না। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌বো তাতে তোমার বাধা কি?

কর। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার স্বামী! তুমি কি শ্যাম! তুমি কি শ্যাম! কই তোমার চূড়া কই, তোমার বাঁশী কই, সে রূপ কই, সে গুণ কই? শোন' শোন' ঐ বাঁশী বাজ্‌চে! ঐ শ্যাম বাঁশী বাজাচ্চে! সে মোহন বাঁশী ঐ বাজ্‌চে, ঐ বাজাচ্চে! আমার শ্যাম বাজাচ্চে, আমার শ্যাম বাজাচ্চে!

[প্রস্থান।

আলোক। আমি কাপুরুষ, না হ'লে এত সহ্য করি! আমার স্ত্রী আমার সাম্‌নে ব'ল্লে শ্যাম আমার স্বামী! ওঃ এখনও তার প্রতি মমতা, এখনও তার আশা! ধিক্, ধিক্, আমার জন্মে ধিক্, আমার কর্ম্মে ধিক্, আমার ভালবাসায় ধিক্, আমারি পুরুষত্বে ধিক্!

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। বাবুসাহেব, বাবুসাহেব!

আলোক। কে ও?

টুক্‌রো। আমি টুক্‌রো টাক্‌রা, থান্‌কে থান শ্যাম পাছাড় করেছে।

আলোক। তুই কি চাস্? স'রে যা, এখানে থাকিস্ নি।

টুক্‌রো। আমি কি চাই, স'রে যাব এখানে থাক্‌ব' না! আমি জিজ্ঞেস ক'ত্তে চাই, তুমি হেথায় থাক্‌বে কি বাসায় যাবে, কি পথে পথে ঘুর্‌বে? আমি স'রে যাব না, স'রে যাব না, স'রে যাব না, এখানেই থাক্‌ব', এখানেই থাক্‌বো! বাবুসাহেব একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি সোজা পথে চ'ল্‌তে জান না? তা তোমার দোষ নেই, আসনাইয়ে সোজা পথে চল্‌তে দেয় না।

আলোক। তুই কি বলছিস্?

টুক্‌রো। তোমার ইস্তিরী, মুখের ওপর ব'লে গেল শ্যামা বেটাকে চায়!—ওকে হয় মন থেকে দূর ক'রে দাও নয় বাড়ীতে পুরে ধানে চেলে সেদ্ধ ক'রে খাওয়াও, শ্যামের পিরীতের

ঘোর অতটা থাক্‌বে না! পিরীত ভাল ক'ত্তে, পেটের জ্বালার মতন ওষুধ আর নেই! দু'দিন ধানে চেলে দাও, তিন দিনের দিন শ্যামা শালাকে বাবা ব'ল্‌বে!

আলোক। টুক্‌রো কাকে মন থেকে দূর ক'র্ব্বো? অষ্ট প্রহর দিবানিশি মনে মনে গাঁথা র'য়েছে, মনের জপমালা হয়েছে!

টুক্‌রো। তবে বেটাকে বাড়ীতে নিয়ে পোর'।

আলোক। শুন্‌চি ও শ্যামকে চায়, আমায় চায় না।

টুক্‌রো। দেথ অত ঝিমকিনি পিরীতে মেয়েমানুষ ভোলে না। ও মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষ কি, পেছনে ফিরেছ কি গুমোর হয়েছে! তবে শুন্‌বে, ভুনী ময়রাণী আমার জন্য ম'ত্তো, যেই বেটীর ওপর দরদ জন্মাল' অমনি বেটী নিতে নাপ্‌তের সঙ্গে আসনাই ক'ল্লে। আমি কেঁদে বাচিনি। ছিল যেই মাসী তবে আমার পিরীত ছোটে! বেটী তিন দিন হাঁড়ি চড়ালে না বামুন বাড়ী গেলে। যেমন পিরীতে কেঁদেছি, তেমনি পেটের জ্বালায় পথে পথে ছুটি। তোমায় ত বলিছি পেটের জ্বালা পিরীতের ভারি টোট্‌কা।

আলোক। টুক্‌রো! তোর ওষুধে আমার রোগ ভাল হবে না।

টুক্‌রো। তোমার রোগ কেন গো! তার শামা ডাকা রোগ ভাল হবে।

আলোক। টুক্‌রো দেখ্‌! সে শ্যাম শ্যাম করে, আমার কষ্ট হয়, খুব কষ্ট হয়; কিন্তু ওর কষ্ট দেখ্‌লে আমি মরে যাব, এ আমার কি হ'ল'।

টুক্‌রো। আচ্ছা দাঁড়াও, আর একটা বড়ি ঝাড়ি! ঐ শামা ব্যাটাকে কাঁদাতে চাও?

আলোক। চাই, খুব চাই, তারে পথে পথে ঘোরাতে চাই। আমি যেমন জ্বলছি, তেমনি জ্বালাতে চাই; আমি যেমন কাঁদ্‌চি তেমনি কাঁদাতে চাই; এ কিসে হবে বল, এ কিসে হবে বল!

টুক্‌রো। শোন, শেমো ব্যাটা মস্ত্ হ'য়ে বেড়াচ্চে, ও বেটী তার পিছনে ফিরচে। আর কি জান পুরুষ মানুষের মন, গোরিব গোর্‌বা দেখ্‌লে, যদি সুন্দরীও হয় তাকে হেলা করে; আর একটা কাল পেঁচা বড় মানুষ যদি হয়, অমনি তাতে পিরীত জন্মায়। তুমি যদি তাকে নিয়ে ঘরে পোর' ত শেমো ব্যাটা, পিরীতের দায়ে না হ'ক, টাকার লোভে পথে পথে কেঁদে বেড়াবে।

আলোক। শেমো কি ওর সন্ধান রাখে?

টুক্‌রো। রাখে না, একটা মেয়ে মানুষ পেছনে ঘোরে! দশ জন বন্ধু বান্ধবের কাছে জাঁক করে যে বেটী এমনি কেঁদে ফেরে, তার ভাতারকে চায় না, আমার জন্যে মরা, হাসে, ঠাট্টা করে, আর মাঝে মাঝে এর কাছে উঁকিটে ঝুঁকিটে মারে, নইলে এতটা এর মন থাক্‌তো না।

আলোক। উঃ অসহ্য, আর সয়না! তুই যা বল্‌বি আমি তাই ক'র্ব্বো। আমি বন্ধ ক'র্ব্বো, ধান খাওয়াব', শেমো ব্যাটাকে খুন ক'র্ব্বো, করমেত্তিকে খুন ক'র্ব্বো, আপনি খুন হব'।

টুকরো। ওঃ—একেবারে সরগরম ক'রে তুল্লে যে! খুন খারাপীর নামটী ক'র্ত্তে হবে না। কাল ভট্টচাযকে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দাও, তার পর বাসায় এনে কায়দায় রেখে দাও। রাস্তার ধারের ঘরে রেখ', শেমো ব্যাটার সঙ্গে যাতে চোখো চোখী হয়; সে ব্যাটা আস্‌বেই আস্‌বে। আমি শালাকে বরকন্দাজ ধরিয়ে দেব, ব্যাটা পিরীতে না কাঁদুক বরকন্দাজের গুঁতোয় কাঁদ্‌বে!

আলোক। বেস কথা, বেস কথা, ভট্‌চাযকে ডেকে নিয়ায়!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

করমেতি, শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা
ও
ব্রাহ্মণ বালক বালিকাগণ।

বেহাগ—দাদরা।

বালিকা। চাবনা আর চাবনা শ্যাম ত ভাল নয়।
বালক। জেনে শুনে শ্যাম কি করে নারীকে প্রত্যয়।

বালিকা।　　শ্যামের মোহন বেণু শুনে,
ফিরিছি বনে বনে,
কুঞ্জে একা রাত কেটেছে শ্যাম অতি নিদয় ॥

বালক। ব'লনা করি মানা, ব'ল তারে যে জানে না,
ছি ছি শ্যাম কেঁদে কেঁদে ধর্‌লে কত পায়।
শ্যাম ব'লে তাই সইল' অত নৈলে কি কেউ সয়॥

উভয়ে।　যে ছল জানে তার সকল ছলা
হয়কে করে নয় ॥

বালক।　ছি ছি ছি নয়কে করে হয়,

বালিকা।　ওলো সই নয়কে করে হয় ॥

কর। তুমি এদ্দিনের পর এলে আমি তোমায় কত খুঁজেছি।

কৃষ্ণ। আমি তোমার জন্যে কত কেঁদেছি, কি ক'র্ব্বো সময় নৈলেত আস্‌তে পারিনি।

রাধা। ছি ছি ছি ওর কথা শুন'না, ওর কান্নায় ভুল' না ও শ্যামের কথাই কবে।

কৃষ্ণ। ছি ছি ছি ওর কথা শুন' না, ওর কথায় ভুল' না ও সত্যি বলে কবে।

কর। তুমি শ্যামের কথা আমায় বল, শ্যামের কাছে নিয়ে চল, শ্যাম বিনে আর জানিনে ত, যা হবার তা হবে।

রাধা। ছুঁড়ি কেঁদে সারা হবে, না জানি কত জ্বালা সবে।

কৃষ্ণ। চাতুরী দাও ত রেখে, বল্‌চি কথা রেখে ঢেকে,
গুণের কথা ব'লে দেব' টেরটা পাবে তবে।

রাধা। মেয়ে পেয়ে ক'চ্চ হেলা, ব'কোনা মিছে মেলা,
বলি যদি খোলা কথা আর কি হেথা রবে।

কর। আমার সকল প্রাণে সবে, আমার শ্যামকে পাব' কবে,
আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাবে, শ্যামকে পাব' যবে।

রাধা। অমনি মনে কত্তুম বটে।

কৃষ্ণ। ছুঁড়ী কি কথায় হটে!

কর। বলনা শ্যামের কথা।

রাধা। শুন'না পাবে ব্যথা।

কৃষ্ণ। জেনেছে শ্যামের কদর কথাতে কি চটে।

রাধা। শুন্‌বে শ্যামের ভারি ভুরি, তার আগাগোড়া সব চাতুরি
বৃন্দাবনে ক'ত্তো মাখন চুরি।

কৃষ্ণ। সরলা ব্রজের বালা, শ্যামকে পেয়ে হেলা মেলা,
ছল ক'রে মন ভুলিয়ে শ্যামের গলায় দিলে ডুরি।

রাধা। সব কথা বল্‌চি খুলে, দাঁড়াত কদম মূলে,
ছল ক'রে রাধা ব'লে, ডাক্‌ত শ্যামের বাঁশী।
জানে না ত এ যন্ত্রণা, আস্‌ত ভুলে ব্রজাঙ্গনা,
মন প্রাণ শ্যামকে দিত, দেখে বিনোদ হাসি॥

কৃষ্ণ। চ'লেছ যে ভারি চোটে, কথায় কথায় কথা ওঠে,
কলসী কাঁকে ব্রজের বালা যেতেন যমুনায়,
নয়ন ঠেরে মজিয়ে তারে, কাঁদালে বারে বারে,
বারে বারে কেঁদে কেঁদে ধ'র্‌তো গে শ্যাম পায়।

রাধা। চ'লে তাই গেল মথুরায়।

কৃষ্ণ। তাই গেল মথুরায়, গোপীর লাঞ্ছনার জ্বালায়।

কর। মাথা খাও কথা রাখ বলনা আমায়।

শ্যামকে যদি যতন করি শ্যাম কি আমায় চায়।

খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা।

রাধা। শ্যাম চেওনা শ্যাম পাবেনা
শ্যাম কি কারোয় চায়।

কৃষ্ণ। ঠেকে ঠেকে শিখেছে শ্যাম
ফির্‌বে কেন পায়॥

রাধা। শিখেছে শিখিয়ে গেছে,
ঠেকেছে যে মজেছে,
মনচুরি শিখেছে ভাল ভোলায় অবলায়।

কৃষ্ণ। শিখেছে কপট নারী,
নারীর প্রেমের খোয়ার ভারি,
ছল জানে না ডাক্‌লে এসে ভয়ে ফিরে যায়,
চাতুরি সব চাতুরি কায কি আর কথায়॥

বালকগণ। জেনে শুনে ঠেক্‌বে কেন দায়।

বালিকাগণ। ওলো শুনে হাসি পায়॥

[করমেতি ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন।)

পরশুরামের বাটী।

কর। কোথায় গেল! কোথায় আমি! কই সে কুঞ্জবন কই, সে কুসুম কলি কই, সে অলির ঝঙ্কার কই! এ কোথায়, এ কোথায় আমি, তারা কোথায় গেল! আমি শ্যামের [illegible] শুন্‌বো, তারা কোথায় গেল!

কৃত্তিকার প্রবেশ।

মা! মা! তারা কোথায় গেল, তারা কোথায় গেল?

কৃত্তিকা। ছি তুই কি পাগল হ'লি! বোঝ, কর্ত্তার কাছে পত্তর এসেছে। তোরে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে। তোর শ্বশুর বাড়ীর খান্‌সামা তুই কি করিস্ দেখে বেড়ায়। বয়েস হ'ল একটু সোম্‌জে চল্, বুঝে দেখ্। যদি এদ্দিনের পর তোর সোয়ামী তোর খোঁজ ক'রেছে, তুই অমন ক'রে পাগলাম' ক'রে বেড়াস্! ঘর্ ঘরকন্না হবে, ছেলে পুলে হবে, দশ জনের এক জন হবি! আমি যেন পেটে ধ'রেছি, আমি তোর পাগলামো সইলুম, পরে কেন সইবে বাছা! সোয়ামী ঘর ক'ত্তে হবে এখন কি পাগলামো সাজে!

কর। মা আমিত আমার সোয়ামীকে ব'লেছি, আমি স্বামী ঘর ক'র্ব্বো না।

কৃত্তিকা। মর কালামুখী ধিক্‌জীবনী! তোর্ সোয়ামীর দেখা পেলি কোথা? সে রাজা রাজ্‌ড়া লোক, সে জমিদার লোক সে তোমার এই কুঁড়ের ভেতর এয়েছিল, না?

কর। সে কি মা! তুমি কি জান না সে যে আমাদের

বাড়ী এসে। কোথায় গেল, কোথায় গেল, এই যে ছিল কোথায় গেল!

[প্রস্থান।

কৃত্তিকা। না মেয়ে পাঠান' হবে না, এত ক্ষ্যাপা এত উন্মাদ!

পরশুরামের প্রবেশ।

পরশু। বাম্‌ণী, বাম্‌ণী অম্বিকেকে দে ব'লে পাঠা আমি বিদেশ গিয়েছি!

কৃত্তিকা। কি গো! কি গো! অমন ক'চ্চ কেন?

পরশু। এয়েছে!

কৃত্তিকা। কে এয়েছে গো?

পরশু। সেই খানসামা বেটা, আর তার সঙ্গে একটা বামুন, আর সে বামুণের একটা তল্‌পীদার।

কৃত্তিকা। তা এলেই বা, বড়মানুষ লোক দু'জন, লোক পাঠাবে না? তুমি অমন ক'চ্চ কেন?

পরশু। এখানে থাক্‌বে, তাদের বাসা খরচ ফুরিয়েছে।

(নেপথ্যে—ঠাকুর মশাই—ঠাকুর মশাই বাড়ী আছেন?)

অম্বিকেকে দে ব'লে পাঠা বাড়ী নেই—বাড়ী নেই।

কৃত্তিকা। ওমা! তোমার সকেরঃঅম্বিকে ক'দিন কায ক'ত্তে আস্‌চে নাকি?

পরশু। তবে তুই বল, তুই বল বাড়ী নেই।

কৃত্তিকা। ওমা আমি বল্‌ব' কি ক'রে

পরশু। তবে খাড়ু খোল্, খাড়ু খোল্, আর ঐকখানা ঠেটী প'রে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠ, মনে ক'র্ব্বে আমি মরেছি!

কৃত্তিকা। মিন্‌সে যেন কাপ!

(নেপথ্যে—ঠাকুর মশাই!)

পরশু। নে, নে, ঠেঁটী প'রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠে দেখা দে!

কৃত্তিকা। আহা কি ঢংই কর!

পরশু। তবে দে চালের বাতায় আগুন ধরিয়ে, ধূ ধূ ক'রে জ্ব'লে যাক্!

কৃত্তিকা। ওমা মিন্‌সে নেশা ফেশা ক'রে এসেছে না কি?

পরশু। নেশা ক'রেছে! তুই নেশা ক'রেছিস, নৈইলে অমন মেয়ে বিয়ুস্! সর্ব্বনাশের যোগাড় ক'রেছে!

(নেপথ্যে—ঠাকুর মশাই।)

পরশু। বাড়ী নেই গো!

(নেপথ্যে—আরে ঐ যে ঠাকুর মশাই র'য়েছ)

পরশু। কই!—ও বামূণী।

(নেপথ্যে—ঠাকুর! জায়গা না দাও মেয়ে পাঠিয়ে দাও, আমরা নিয়ে চ'লে যাই।

পরশু। দাঁড়াও, এখনি, বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে। নে মাগী নে, মেয়ে সাজা!

কৃত্তিকা। ওমা বল কি গো! খ্যাপা মেয়ে কোথা পাঠাবে? না না সেকি হয়! ভাল কথা ব'লে দুদিন খাইয়ে দাইয়ে ওদের বিদেয় ক'রে দাও।

পরশু। বিদেয় ক'ত্তে চাস্ তুই কর্, আমি আলোয়

আলোর্য বিদেয় হই। খাওয়াও! ভট্চায্যি বেটার হাঁ দেখ্‌লে আঁৎকে উঠবি।

কৃত্তিকা। আহা তুদিন পেটে খাবে বইত না গা!

পরশু। পেটে খাবে! ঐ খানসামা ব্যাটা চালের খড় চিবোয়! আর বোধ হ'চ্চে তল্‌পীদার ব্যাটা খুটী খায়! তা তোরে সাফ কথা ব'ল্‌চি, মেয়ে পাঠাবি ত পাঠা, নইলে আমি বিদেয় হলুম।

কৃত্তিকা। হ্যাগা তুমি মানুষ এলে অমন কর কেন?

পরশু। করি—খুসি।

কৃত্তিকা। সে দিন এই খানসামা মিন্‌সে কত সামিগ্রী পত্তর কিনে দিলে।

পরশু। সে ব্যাটা একাই সুদে আসলে আদায় দেবে। কলসীর চাল বেচ্‌বে, দুধের বাটী চোম্‌কাবে, তোর পাতে মুখ জুব্‌ড়ে প'ড়্‌বে!

কৃত্তিকা। মিছে কেন অমন ক'চ্চ গা?

পরশু। মিছে!

(নেপথ্যে—ঠাকুর মশায়? দিন মেয়ে পাঠিয়ে দিন, আমরা নিয়ে চ'লে যাই)

পরশু। দ্যাখ মেয়ে পাঠাস ত ভাল, নইলে আমি এই বিবাগী হ'য়ে রেরুলুম।

[প্রস্থান।

কৃত্তিকা। আজ যেন দুদিন আমি আট্‌কে রাখ্‌লুম, পরকে

দিয়েছি কি ক'রে রাখব'। ওমা! আমার পাগল মেয়ে কি ক'রে পরের ঘর ক'র্ব্বে!

করমেতির প্রবেশ

কর। মা মা, তুমি কাঁদ্‌ছ' কেন?

কৃত্তিকা। মা, তোমায় ছেড়ে আমি কি ক'রে থাক্‌বো মা!

কর। কেন মা! আমি ত তোমার মায়ায় কোথাও যেতে পারিনি মা, তা নইলে আমি এতদিন চ'লে যেতুম, দেশে দেশে শ্যামকে খুঁজ্‌তুম, তোমার মায়ায় প'ড়ে যেতে পারিনি মা!

কৃত্তিকা। ওমা! তোমায় শ্বশুর বাড়ী পাঠাবে।

কর। আমি যাব' না।

কৃত্তিকা। তা কি হয় মা! পরকে দিয়েছি, আর আমাদের জোর কি? মা তোমার সোয়ামী এত দিন খবর নেয়নি তাই। এখন যখন সে নিতে পাঠিয়েছে, আর্‌কি রাখ্‌তে পারি।

কর। তবে কি মা তুমি আমাকে বিদেয় দেবে?

কৃত্তিকা। বিদেয় দেব কেন মা! তুমি যার, তার কাছে পাঠাব'।

কর। তবে মা বিদেয় দাও, পাঠাও। মা! তুমি আবার কাঁদ কেন? আমি যার, তার কাছে পাঠাবে ত কাঁদ্‌ছো কেন? আর কেন আমার মায়া ক'চ্চ মা! তুমি যার, তার মায়া কর। আমি যার, তার মায়া ক'র্ব্বো। তবে মা বিদেয় হই।

কৃত্তিকা। ক্যান্‌রে করমেতি! তুই অমন হ'লি কেন?

কর। কি হ'লুম, কিছুই না! আমি ভাব্‌চি আমি কার!

এদ্দিন তুমি ব'ল্‌তে তোমার, বাবা ব'ল্‌তেন তাঁর; এখন শুনচি তা নয়, আমি আর একজনের। কি জানি সে যদি বলে আমি তার নয়, আমি আর একজনের। আমি তোমার, আমি তার এ ত দেখ্‌ছি কথার কথা! আমি সত্যি কার?

কৃত্তিকা। তোমার স্বামীর, যে তোমার ইষ্ট দেবতা।

কর। আমার স্বামীর, আমার ইষ্ট দেবতার? তবে আমি তার কাছে চল্লুম।

[প্রস্থান।

কৃত্তিকা। পাগল মেয়ে কি খেয়ালে বেরিয়ে গেল। এত কল্লুম কিছুতে ত সারল' না। এ মেয়ে আমি পাঠাব' কেমন ক'রে! পরে কি ঘরে জায়গা দেবে! কি ক'র্ব্বো, ভেবে কি ক'র্ব্বো! ঘর কন্না দেখিগে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আলোকের কক্ষ।

করমেতি, আলোক ও টুক্‌রো।

কর। কই! আমি যার সে কোথা?

আলোক। প্রিয়ে ভেব' না! আজ না হয় কাল শেমো ব্যাটা এখানে উঁকি ঝুঁকি মার্ব্বে। টুক্‌রো তুই আচ্ছা বুদ্ধি

বার করেছিস্, বাহবা! কেমন চাঁদ তোমায় হাতে পেয়েছি কি না বল? সোণার চাঁদ পালাচ্ছিলে, জান না তক্কে ফিচ্চি। কেমন শ্যামের নাম ক'রে ফাঁকি দিয়ে ঘরে এনে পুরেছি!

কর। তুমি কি প্রতারক? তুমি কি মিথ্যাবাদী? তুমি কি আমার সঙ্গে ছল করেছ? তুমি বলেছিলে আমায় ভালবাস, আমি প্রত্যয় করেছিলুম! তোমার কথায় প্রত্যয় করেছিলুম! তোমার মুখ দেখে প্রত্যয় করেছিলুম! ভালবাসায় ছল নাই জানতুম তাই প্রত্যয় করেছিলুম! তুমি কাকে ভুলিয়ে এনেছ, ভাবছ' আমাকে? এই মাটীর দেহটাকে? মাটী প'ড়ে থাকবে আমি শ্যামের কাছে যাব! নিশ্চয় জেন আমি শ্যামের কাছে যাব! আমায় এনেছ বটে, কিন্তু শ্যাম ছাড়া আমাকে এক তিলও ক'ত্তে পারনি! শ্যাম আমার অন্তরে অন্তরে, শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করেছে, তুমি ছাড়াবে কেমন ক'রে! আমি শ্যামকে ভালবাসি, আমি শ্যামের কাছে যাব, কেউ আমায় রাখতে পার্ব্বে না। আমি শ্যামকে পাব, নিশ্চয় পাব! আমি শ্যামকে পাব, শ্যাম আমাকে বিশ্বাস দিয়েছে। আমার ভালবাসা আমায় বিশ্বাস দিয়েছে! তুমি ভালবাস না তোমার সকলি অবিশ্বাস, তাই তুমি আমায় ছল ক'রে এনেছ।

আলোক। টুক্‌রো তোরে বলেছি ত কথার তুফান তুলে দেবে। ওর কথা শুন্‌লে আমি থাকৃতে পার্ব্বো না, কেঁদে ফেল্‌বো। ও দুবার ছেড়ে দিতে ব'ল্লে এক্ষনি ছেড়ে দেব।

টুক্‌রো। তবে তুমি শ্যামকে জব্দ ক'ত্তে চাওনা?

আলোক। চাই, খুব চাই। ওকে বেঁধে রাখ, আমি ছেড়ে দিতে ব'ল্লে ছেড়ে দিস্‌নি। আমি কাঁদি, মরি, তবু ছেড়ে দিস্‌নি; খবরদার ছাড়িস্‌নি, টুক্‌রো খবরদার ছাড়িস্‌নি! হাঃ হাঃ! শামা ব্যাটা কেঁদে বেড়াবে, দে জানালা খুলে দে; দেখ্‌ শামা বেটা এসেছে কি কি? ব্যাটা কাঁদ্‌বে আমি হাস্‌ব'। বল্‌তে পারিনি বল্‌তে পারিনি, সত্যি যদি ওর জন্যে কাঁদে, সত্যি যদি ওর জন্যে ব্যথা পায়, টুক্‌রো আমি শ্যামের জন্যও কাঁদ্‌বো! ওকে যে ভালবাসে আমি তাকে ভালবাস্‌বো।

টুক্‌রো। আর শামা ব্যাটা জাঁক ক'রে ক'রে বেড়াবে!

আলোক। বটে! ভাল বাসে না? খুব করেছি। বাঁধ, বেঁধে রাখ, যাতে না পালাতে পারে। কেমন চাঁদ পালাবে? শ্যামের কাছে যাবে? বাবা আমি অল্লে ছাড়চিনি; ভট্‌চায্যি তোমার বাপের কাছে খবর দিতে গিয়েছে, সে এলেই তোমায় ভৈরবী চক্রে বসাচ্চি।

কর। শ্যাম কি ক'ল্লে? তোমার নিন্দে শুন্‌চি, এখন আমার দেহে প্রাণ আছে! এখন বুঝ্‌লুম কেন তুমি আমায় দেখা দাওনা, তোমায় ভাল বাসি নি তাই দেখা দাও না; যদি ভাল বাসতুম, তোমার নিন্দে শুনে এখনও বেঁচে আছি! শ্যাম তুমি শেখাও, তুমি আমায় শেখাও, তোমার জন্যে প্রাণত্যাগ ক'ত্তে শেখাও! তুমি ছাড়া ত আর আমার কেউ নেই শ্যাম! তুমি না শেখালে কে শেখাবে? যা, প্রাণ চ'লে যা, শ্যামের কাছে চ'লে যা! যে কাণে শ্যামের নিন্দে শুনেছি, সে কাণ হেথা প'ড়ে থাকুক! যে চক্ষে শ্যামের নিন্দুককে দেখেছি, সে

চোখ হেথা প'ড়ে থাকুক! যে দেহে এ পাপ গৃহে সেঁদিয়েছি, সে দেহ হেথা প'ড়ে থাকুক! তুই যা তুই শ্যামের কাছে যা। গেলিনি, গেলিনি? তুই শ্যাম-অনুরাগিনী নোস্।

টুক্রো। তুমি মরদ বেটাছেলে না কি? আপনার ইস্ত্রিরি, যাওনা কাছে যাওনা। আমি চ'ল্লুম। তুমি কাছে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে দুট' আলাপ কর। তোমার ঘেঁস না পেলে কি শামাকে ভুল্‌বে?

[টুক্রোর প্রস্থান।

আলোক। চাঁদবদনী তোমার কাছে যাই, কি বল', কি বল'? রাগ ক'রো না। আচ্ছা আমি কাছে যাব না, জান্‌লা খুলে দেখদিকি, তোমার শ্যাম এলো কি কি? রাস্তার ধারের জান্‌লা খুলে দেখ' তোমার শ্যামের দেখা পাবে।

কর। শ্যাম শ্যাম তুমি আমায় বারণ ক'চ্চ তাই আত্ম-ঘাতিনী হবনা! তুমি আমায় আশা দিচ্চ, তোমায় পাব তাই প্রাণত্যাগ ক'র্কো না।

আলোক। খোল'না খোল'না, জানলা খোল'না, ঐ রাস্তার ধারে শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে। খুল্লেনা? এই আমি খুল্‌চি, দেখ্‌বে এস, দেখবে এস, তোমার শ্যাম দাঁড়িয়ে! ভয় নেই, ছোঁব'না, স'রে যেওনা। ইস! ছুঁলে গায় ফোস্‌কা প'ড়্‌বে, না? আচ্ছা আমি স'রে যাচ্চি, তুমি যাও, জান্‌লার কাছে যাও, ঐ তোমার শ্যাম দাঁড়িয়ে! বাঁশী না কি বাজায়?—পোঁ—পোঁ—ঐ বাজাচ্চে! যাও জানালার কাছে যাও, আমি স'রে দাঁড়িয়েছি।

কর। তুমি আমায় ছেড়ে দাও।

আলোক। তা কি হয় সোণার চাঁদ! তা হ'লে কি তেতালার ঘরে পুরি? আচ্ছা তোমায় ছেড়ে দেব', তুমি খাও, সমস্ত দিন খাওনি, তুমি খাও। খাও, খাও বল্‌চি, নইলে আমি জোর ক'রে খাইয়ে দেব'। খেলে না খেলে না? তবে আমি যাচ্চি. তোমায় ধ'রে খাইয়ে দিচ্চি। জোরে পার্ব্বে?

কর। এস'না, কাছে এস'না! আমার প্রাণের মমতা নেই, আমি উন্মাদ, আমায় স্পর্শ ক'রো না। আমায় মানা ক'রেছে, তাই এখানে আছি; আমি শ্যামের কথায় এখানে আছি, তাই এ পাপ দেহ ত্যাগ করিনি। তুমি ছল ক'রে আনব' নি! শ্যাম আমায় এখানে এনেছে। শ্যাম দেখ্‌ছে, আমি তার জন্যে কত সই। শ্যাম, অনেক সয়েছি আর সৈবনা! তুমি মানা ক'ল্লেও আর সৈব না। আমায় পরে স্পর্শ ক'ল্লে সৈবনা। শ্যাম শ্যাম কোথায় তুমি! ঐ যে শ্যাম, ঐ যে শ্যাম দাঁড়িয়ে র'য়েছে—শ্যাম, শ্যাম!

[জান্‌লাদিয়া প্রস্থান।

আলোক। কি কল্লুম, কি হ'ল, আত্মঘাতিনী হ'ল!

মূর্চ্ছা।

টুক্‌রো, বরকন্দাজ, পরশুরাম ও

আগমবাগীশের প্রবেশ।

আগম। আমি এত কি জানি ব'লুন! আমায় পত্তর দেখালে, আমি ভাব্‌লেম কে নৈতুন খানসামা বাহাল হ'য়েছে!

আজ বাবুসাহেবের কাছ থেকে এই পত্তর পেয়ে তবে বুঝলুম। এই দেখছেন, এই বেশ দেখছেন, এই খানসামার ভাণ করেছিল। ও এক জন লম্পট, এই পত্রে দেখুন শীলমোহরটা জাল করেছিল। বরকন্দাজ তোল' তোল', ধর, মদ খেয়ে প'ড়ে আছে।

পরশু। আমার কন্যা কোথা?

আগম। এই এদিক ওদিক কোথা গিয়েছে।

১বরক। ওরে নরা এযে লাশ্‌রে!

২বরক। বরাতে কাঁদা বওয়া আছে কে ছাড়ায় বল'!

আলোক। এসব কে, এসব কে! করমেতি কোথা, ভট্‌চায করমেতি কোথা? কোথা কোথা? করমেতি কোথা? করমেতি কোথা পালিয়েছে, পালিয়েছে, আমার করমেতি পালিয়েছে, ঐ জানালা গোলে পালিয়েছে।

[আলোক জান্‌লা দিয়া প্রস্থান।

২বরক। (জান্‌লা দিয়া দেখিয়া) ওঃ মুদ্দর হ'য়ে প'ড়েছে!

পরশু। অ্যাঁ আমার মেয়েকে খুন করেছে! জান্‌লা থেকে ফেলে দিয়েছে!

১ বরক। আর তুমি যেমন ঠাকুর জান্‌লা থেকে ফেলে দিয়েছে, তা হ'লে তোমার মেয়ে ঐ খানেই গুঁড়ো হ'য়ে থাক্‌ত'! এ তেতালার ঘর, উঁচু যেন পাহাড়, অমনি তামাসা বটে!

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। এ কি, বরকন্দাজ কেন?

আগম। টুক্‌রো করমেতি কোথা লুকিয়েছে, খোঁজ'!

পুরুত মশাই! চলুন, লম্পট ব্যাটা যদি বেঁচে থাকে নিয়ে কয়েদ ঘরে পুরিগে। টুক্‌রো! বুঝেছিস্‌ ও জাল খান্‌সামা, বাবুসাহেবের ওখান থেকে শিলমোহর করা চিঠি এসেছে।

টুক্‌রো। সব বুঝেছি!

আগম। যা, যা, খুঁজ্‌গে যা; আমি ও লম্পট বেটাকে নিয়ে রাজার বাড়ী যাই।

পরশু। হায় কি হ'ল! আমার মেয়ে কোথায় গেল!

[টুক্‌রো ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

টুক্‌রো। ওঃ তোমার এত বুদ্ধি, এত সয়তানি! তাই চাবি খুলে শীলমোহরটা বার ক'রে নিয়েছিলে, না! বাবু সাহেবের সাদা প্রাণ, মদের মুখে চাবিকাটীটে ফেলে দিয়ে ছিল। ভট্‌চায চোরের উপর বাটপাড় হয়, আমি বেইমানের ওপর সয়তান!

[প্রস্থান।

আপাততঃ এ ব্যক্তির বৈদ্যের বাটীতে চিকিৎসা হ'ক্, যেন সতর্ক প্রহরী থাকে।

আলোক। করমেতি! করমেতি! তোমায় কি আমি মারলুম! তুমি শ্যামের কাছে প্রাণত্যাগ করা শিখতে চেয়ে ছিলে, আমায় এসে শিখিয়ে দিয়ে যাও কি ক'রে প্রাণত্যাগ ক'র্ত্তে হয়!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

করমেতির অন্বেষণে রাজদূতগণের গমনাগমন পরে করমেতির প্রবেশ ও চলিতে চলিতে পতন।

কর। আর শক্তি নাই, আর কোথায় যাব! বুঝি অন্তকাল উপস্থিত। চক্ষু! যখন শ্যামকে দেখ্‌তে পাওনি, আর আলোয় তোমার কায কি, অন্ধকারেই থাক! কাণ! যখন শ্যামের কথা শুন্‌তে পাওনি, তোমার আর শোনবার সাধ

কেন, আর কোন রব শুনো না! পা! তুমি আমায় শ্যামের কাছে নিয়ে যেতে পারনি, এই খানেই অবশ হয়ে প'ড়ে থাক! হাত! তুমি শ্যামকে ধরনি, তোমায় আর আমার কায নাই! হৃদয়! তুমি শ্যামকে স্পর্শ করনি, এই খানেই মাটীতে মিশাও!

(নেপথ্যে—ওরে আয় আয়, এই দিকে আছে, এই দিকে আছে)

কর। ওঃ! যেন বজ্রের শব্দ! ঐ যে রাজদূত আমায় ধ'রে নিয়ে যাবার জন্যে আস্‌চে। শ্যাম! শ্যাম! কোথায় লুকুব, কোথায় যাব! একটা মরা মোষ প'ড়ে আছে না? এই যে তুমি আমায় লুকাবার যায়গা ক'রে দিয়েছ! শৃগাল তুমি যে আমার এত উপকার ক'র্ব্বে তা আমি জানতেম না! তুমি ওর পেটের ভেতর সেঁধুবার বেস পথ করেছ। আমি এর ভেতর প্রবেশ করি।

[প্রস্থান

রাজদূতগণের প্রবেশ

১ দূত। কই কোথায় গেল, এই খানে ছিল না?

২ দূত। তুই যেমন কেলো শালার কথা শুনিস্?

৩ দূত। ছিল, এই খানে ছিল, একটা ছুঁড়ীর মতন দেখ্‌লুম।

৪ দূত। ছুঁড়ীর মতন দেখ্‌লুম! ঐ একটা পচা মোষ প'ড়ে আছে ঐটে, না? নে নে, রাজার হাজার টাকার তোড়া মেরে নে! ওঃ কি দুর্গন্ধ! শ্যালে খেয়ে পেট্‌টা পচিয়ে ফেলেছে।

১ দূত। নে এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্, সে জোয়ান ছুঁড়ী, তায় নষ্ট দুষ্টু, মনের টানে দৌড়েছে।

[প্রস্থান।

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। নিশ্চয় দেখেছি, কিন্তু গেল কোথা! কি ভূতে উড়িয়ে দিলে! এখানে কি কোন গর্ত্ত গাড়া আছে, তার ভেতর লুকুল'?

(নেপথ্যে) করমেতি—যমদূতেরা চ'লে গিয়েছে, এইবার বেরুই।

টুক্‌রো। ঐ যে, একি পচা মোষের ভেতর লুকিয়ে ছিল!

করমেতির পুনঃ প্রবেশ।

কর। কোথায় যাব! কোন্ দিকে শ্যামকে পাব! শ্যাম! যখন জান্‌লা থেকে প'ড়েছি, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছ, যখন যমদূত ধ'ত্তে এয়েছে, তখন তুমি আমায় লুকিয়ে রেখেছ, কোন্ পথে যেতে হবে আমায় মনে মনে ব'লে দাও। শ্যাম! আর যে চ'ল্‌তে পারিনি, এই খানেই শুই।

টুক্‌রো। উঃ! ছুট' মনে ভারি ঝগড়া বেঁধে গেল। দাঁড়া, বুঝি। তুমি কি ব'ল্‌চ' বল'। তুমি ব'লচ' নষ্ট। শামা কে? না—একটা ছোঁড়া, তার সঙ্গে আসনাই হ'য়েছে, সে চ'লে গিয়েছে। কেমন? আচ্ছা তুমি কি ব'ল্‌চ'? তুমি ব'লচ' যে খুঁজেছ', শামা ব'লে কোন ছোঁড়া নেই, কেউ ছিল' না। তুমি ব'ল্‌চ' কে ছোঁড়া নাম ভাঁড়িয়েছে। ওর এত আসনাই, ওকি তার নাম জানে না, ওকি তার বাড়ী চেনে না? আর রোস'না!

এক জন এক জন ক'রে কথা শুনি। ইস্! ছুট' মনে আবার ভারি ঝগড়া বেঁধে গেল। আচ্ছা এ ঝগড়াটা কিসের? রাজা তার পুরুতের খাতিরে ব'লেছে, যে ধ'রে এনে দেবে তাকে হাজার টাকা দেবে। কেমন? আমি হাজার টাকা চাইনি। ওর ওপর আমার দরদ হ'য়েছে। কেন? চোরকে কে বলে জল খাবে, চোরের হ'য়ে কে বলে মারছ' কেন? কেন?—খুসি! ওরে হাজার টাকা! হুঁঃ! হাজার টাকা! নোব' না। হাজার টাকা! নোবোনা—না, না। আর তোর সঙ্গে ঝগড়া কি ভাই—খুসি।

কর। কোথায় যাব, কোথায় যাব!

টুক্‌রো। আচ্ছা হ্যাঁগা! কোথায় যাবে জাননা, সোমত্ত মেয়ে বেরিয়ে পড়েছ' কি ক'রে? আর ঐ পচা মোষটার ভেতর সেঁধুলে! আর তোমার শ্যাম কে? আমিও শালাকে ঢের খুঁজেছি। বলি, কে ওর শ্যাম? এখন আমার মনে হয়, হয় তোমার শ্যাম কোন উপদেবতা, আর নয় সেই উড়ে ব্যাটা যে শ্যামের গান গেয়ে নাচ্‌তো সেই কালাচাঁদ শ্যাম।

কর। হ্যাঁ হ্যাঁ কালাচাঁদ শ্যাম! কি ব'লে গান গাইত'? কি ব'লে উড়ে নাচ্‌ত'?

টুক্‌রো। বাঁশরী কৌচি রধা রধা,
শাম কাঁদি কাঁদি কৈলা বাট কদা।
বঁকা শাম—আ ধেইতা ধেইতা থো,
আ ধেইতা ধেইতা থো,
আ ধেইতা ধেইতা থো॥

কর। এই শ্যাম। এ শ্যাম কোথা?

টুক্‌রো। শোন! তোমার কথাটার ভাব বুঝি। এক বেটা ভট্‌চায্যির টোলের কানাচে লুকিয়ে ছিলুম, বরকন্দাজ তাড়া ক'রে ছিল। ভট্‌চায্যি বেটা বিন্দাবনে ছিল, এক শ্যামের কথা ব'ল্‌ছিল। বেড়ে গল্প জমালে, তার মার নাম ছিল যশোদা, বাপের নাম ছিল নন্দ। তারা গয়লা গরু চরাত' আর গয়লানীর সঙ্গে আসনাই ক'ত্তো, একটা ভাল গয়লানী ছিল তার নাম রাধা। গল্পটী বেস ব'ল্লে, শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে প'ড়লুম।

কর। এই আমার শ্যাম! এই আমার শ্যাম! এই শ্যামকে খুঁজি! কোথায় জান' কি? তোমার সঙ্গে ভাব আছে? আমাকে দেখাতে পার'? আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পার'? কোথায় সে? কি করে? তার বাঁশী শুনেছ?

টুক্‌রো। তুই বেটী ছরকট ক'ল্লি। আমার কথা শোন। গা-টা ধো। আমি এক খানা কাপড় কিনে আন্‌চি সেই খানা পর।। চল্, একটা বাসায় চল্, তোরে কিছু খাওয়াই। প্রাণে বাঁচ্‌লে তবে শ্যামকে পাবি—না এ মাঠে ম'রে পাবি? আর ওঠ্ ওঠ্, চারদিকে তোর তল্লাসে লোক ঘুর্‌ছে। হাজার হাজার টাকা, অমনি ত সোজা নয়।

কর। চল' কোথায় যাবে, আমায় লুকিয়ে রাখ্‌বে চল'।

টুক্‌রো। তবে আয় এদিকে আয়, এখানে একটা পুকুর আছে, গা ধুয়ে নে। বেটী তুই নিঘিন্নে বড়, পচা ঘোষটার ভেতর সেঁধুলি!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন।

দেমো ও অম্বিকা।

দেমো। মাসী! সাবধান কে আস্‌চে।

অম্বিকা। খুঁব সাঁবধাঁন আঁছি।

দেমো। মাসী, তোর আওয়াজে আমার বুক কাঁপে' আমার সঙ্গে সাদা সিদে কথা ক'।

আগমবাগীশের প্রবেশ।

আগম। ঘোড়া হওয়া ভিন্ন আর উপায় নেই। টকাটুক চার পায়ে না বেরিয়ে যেতে পাল্লে ত এখনি বেঁধে নিয়ে যাবে। ধরা প'ড়ে গিছি বাবা! বেটা মূর্খ রাজা, আমার কথাটা বিশ্বাস ক'ল্লে না হ্যা!

অম্বিকা। হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ!

আগম। এ বেটী একটা মাদোয়ান ঘুড়ী দেখ্‌চি, যখন সাড়া দিয়েছে আমিও সাড়া দিই—চিঁ হিঁ হিঁ-হিঁ হিঁ!

অম্বিকা। কেঁর‍্যাঁ কেঁর‍্যাঁ!

আগম। চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ!

অম্বিকা। কেঁর‍্যাঁ কেঁর‍্যাঁ!

আগম। তুমি অমন বেরসিক মাদোয়ান হ'লে আমি কি

ক'র্ব্বো বল', বার বার চিঁ হিঁ ক'রে সাড়া দিচ্চি তুমি ত শুনেও শুন্‌বে না।

অম্বিকা। তোঁর ঘাঁড় ভাঁংবোঁ, তোঁর ঘাঁড় ভাঁংবোঁ।

আগম। আঁমি চাঁট ছুঁড়্‌বো, আঁমি চাঁট্‌ ছুঁড়্‌বোঁ, চিঁ-হিঁ হিঁ হিঁ!

অম্বিকা। আঁমিঁ পেঁত্নী তাঁ জাঁনিসঁ?

আগম। আমি ঘোড়াভূত তা জান'?

দেমো। মাসী মাসী! আঁৎকে প'ড়েছে কি?

অম্বিকা। পোড়া কপাল! এ পোড়ারমুখো ভট্‌চাযি্য!

আগম। হ্যা দেখ দামু! এখন আর আমার টিকি নেই, ও আমার বালামচি! মাঠের মাঝখানে ভূতই হও, আর যাই হও, বালাম্‌চি ধ'রেছ কি চাট ছেড়েছি! তবে এক পাত্তর এক পাত্তর টান্‌তে চাও আমি নারাজ নই।

দেমো। পাঁলা ব্যাটা নৈলে তোঁর ঘাঁড় ভাংবোঁ!

আগম। কাছে এস না, কাছে এস না, আমি দরিয়াই ঘোড়া, বেঁকে কামড় দেব'!

অম্বিকা। ওরে! পার্ব্বি নি পার্ব্বি নি। এখনি চিহি ডেকে কাণ ঝালাপালা ক'র্ব্বে; আঁমি দাঁত খিঁচিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিলুম তাতে কিছু হয় নি।

দেমো। ভট্‌চায! তুই এখানে এয়েছিস্‌ কি ক'ত্তে?

আগম। রাজার আস্তাবোল থেকে পালিয়ে।

দেমো। মাসী একটা বুদ্ধি ঠাওরাও! বোধ হয় বেটা আসামী হ'য়ে পালিয়েছে। ঐ যে ছুট' মানুষ তখন গেল,

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে গেল ভট্‌চাযি্য বেটাকে ধ'ত্তে পাল্লে হয়। বুদ্ধি করত, এই ভট্‌চাযি্য না?

আগম। আর বুদ্ধি ক'র্ব্বে কেন বাবা, আমি টগাবগ্‌ চ'লে যাচ্চি!

[প্রস্থান।

দেমো। ধর্‌ বেটাকে! ধ'রলে কিছু পাওয়া যাবে।

(নেপথ্যে) আগম। চিঁ—চিঁ—হিঁ—চিঁ—হিঁ—হিঁ—চিঁ—হিঁ—হিঁ।

[উভয়ের পশ্চাদ্ধাবন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর কক্ষ।

রাজা, আলোক ও মন্ত্রী।

রাজা। বাবা আলোক! আমি তোমায় অহেতু যন্ত্রণা দিয়েছি। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি করমেতির অন্বেষণে নানা স্থানে লোক পাঠিয়েছি, নিশ্চয় তারা তার তত্ত্ব পাবে, তুমি উদ্বিগ্ন হোওনা।

আলোক। কোথায় গেল? কোথায় গেল? বড় লেগেছে বড় লেগেছে, কিছু খায়নি, কিছু খায়নি! আমি তারে উপ'সী রেখেছিলুম, আমি তারে কয়েদ করেছিলুম। সে আমার নেই, আমি ত রয়েছি, আমি ত রয়েছি!

রাজা। ভীষক! কি বুঝ্‌চ'?

ভীষক। মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য, আবদ্ধ ক'রে রাখা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। ও করমেতিকে খুঁজ্‌তে চায়।

আলোক। হ্যাঁ হ্যাঁ করমেতিকে চাই, করমেতিকে চাই। কোথায়? কোথায়? না, না, সে আমার নেই! বড় উঁচু বড় উঁচু, সে আমার নেই, সে আমার নেই!

রাজা। করমেতি আছে, তুমি ভেব'না।

আলোক। ভাব্‌ব' না! কি ভাব্‌ব'না? না কিছু ভাবনা নেই। সে নেই! ভাব্‌ব' কি? কার জন্যে ভাব্‌ব'? আমি নিশ্চিন্ত হ'য়েছি, আর খানসামা হ'য়ে তার সঙ্গে ঘুর্‌তে হবে না।

রাজা। আহা, আমিই এর সর্ব্বনাশের কারণ! মন্ত্রী! আগমবাগীশের কোন তত্ত্ব হ'ল? আমি ব্রহ্মরক্ত দর্শন ক'র্ব্বো।

মন্ত্রী। মহারাজ! এখনও ধরা পড়েনি।

রাজা। বৈদ্যরাজ! কোন উপায় আছে?

ভীষক। ঔষধের দ্বারায় কোন উপায় নাই। তবে কখন কখন স্থান পরিবর্ত্তন, দৃশ্য পরিবর্ত্তন উপায় হয়।

রাজা। ওঃ! আগমবাগীশের শীরশ্ছেদ না ক'ল্লে আমার শান্তি হ'চ্চে না! সে ব্রাহ্মণ নয়—চণ্ডাল, কৃতঘ্ন, তার প্রাণ বধই উচিত

আলোক। মহারাজ! কাকে মার্ব্বেন? আগমবাগীশকে? মার্ব্বেন না, মার্ব্বেন না, মার্ব্বেন না। ও তাকে পাবার জন্ত ছল ক'রেছে। সে সুন্দরী, তারে পাবার জন্যে দেবতাও ছল করে। কিন্তু কেউ স্ত্রীবধ করে না, ও হো—হো!

রাজা। বাবা আলোক! তুমি আমার কথা প্রত্যয় ক'চ্চ না? করমেতি বেঁচে আছে, তুমি খুঁজ্‌তে যাবে?

আলোক। কোথায় যাব? যদি বেঁচে থাকে ত শ্যাম যেথা থাকে সেথায় গিয়েছে। শ্যাম কোথা থাকে জান'? সে শ্যাম যে সে নয়, কোন দেবতা নইলে দেবীর মন আকর্ষণ ক'ল্লে কি ক'রে! তার বাঁশী আছে, অতি মধুর বাঁশী, আমার করমেতি শুনে ভুলেছে!

রাজা। মন্ত্রী কিছু বুঝ্‌তে পার'?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি, বিষয় বুদ্ধি, এ যে প্রেমের তরঙ্গ দেখ্‌চি, এতে আমি প্রবেশ ক'ত্তে পার্ব্ব'না; সত্যই করমেতি শ্যাম প্রেমে উন্মাদিনী, নচেৎ ও জান্‌লা থেকে প'ড়ে বালিকা পালাতে পার্ত্তো না। এও প্রেমোন্মাদ, বাতুল নয়। বোধ হয় শ্যামচাঁদের কোন অদ্ভুত লীলা!

রাজা। মন্ত্রী! আমারও ঐরূপ অনুভব হয়। চল', আমরা একে নিয়ে করমেতিকে অন্বেষণ করি। আলোক! তুমি করমেতিকে খুঁজ্‌তে যাবে? এস, আমি যাচ্চি এস। মন্ত্রী

ভ্রমণের আয়োজন কর। এস, আমার সঙ্গে এস। আজই আমরা যাব'।

আলোক। যাব? কোথা যাব? শ্যামকে চেন?

রাজা। চল' না, খুঁজে দেখি।

আলোক। তবে চল'।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বনপথ।

কৃষ্ণ ও করমেতি।

আশাভৈরবী—দাদরা।

কৃষ্ণ। বাজিয়ে বাঁশরী ফেরে যমুনা তীরে।
কে জানে কার প্রেমে শ্যাম
সদাই ভাসে নয়ন নীরে॥
যদি কেউ হয় মনের মতন,
কত সে করে তায় যতন,
আমোদে বাজায় বাঁশী হাসে কদম বন,-

রুনু ঝুনু নূপুর বাজে নেচে যায় ধীরে।
নেচে যায় চায় ফিরে ফিরে ॥
নিয়ে যাও প্রেম যত চাও
নাইত তার মতি হীরে ॥

কর। তুমি এয়েছ? যখন মাঠে পড়েছিলুম, মনে করেছিলুম, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। শ্যাম কি আমার কথা কয়?

কৃষ্ণ। কয় না? তার রাত দিনই তোমার কথা।

কর। কি বলে, কি বলে?

কৃষ্ণ। বলে আমি রাত দিন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকি।

কর। কৈ, কৈ? এইটী শ্যাম মিছে কথা বলেছে।

কৃষ্ণ। সে যেমন ব'ল্লে ভাই! সত্যি মিছে তুমি বোঝ ভাই।

কর। আচ্ছা, দেখা দেয় না কেন? কথা কয়না কেন? ব'লচ মনে মনে দেখা দেয়, স্বপনে দেখা দেয়, সাম্‌না সাম্‌নি দেখা দেয়না কেন? ব'ল' না দেখা দিতে, ব'ল' ব'ল'। আমি একবার দেখ্‌ব', তারপর দেখা পাই না পাই।

কৃষ্ণ। সে ভাই নানান কথা বলে, শুন্‌লে আবার তোমার রাগ হবে। সে সব কথায় কায নেই।

কর। কার ওপর রাগ হবে? শ্যামের ওপর? না না, শ্যামের ওপর আমি রাগ ক'র্ব্বো না। বল'না, বল'না কি বলেছে বল'না।

কৃষ্ণ। সে বলে কি জান, দেখা দেব কি, আমি রাখাল মানুষ, গরু চরিয়ে বেড়াই, যদি সে কিছু চেয়ে বসে তখন আমি কোথায় কি পাব'!

কর। না না আমি কিছু চাইনি, আমি একবার তারে দেখ্‌তে চাই।

কৃষ্ণ। সে বলে—অমন বলে! আবার দেখা পেলেই ব'ল্‌বে এ দাও তা দাও।

কর। শ্যাম তবে আমার মন জানে না! শ্যাম তবে আমার মনের ভেতর নেই! শ্যাম অতি নিঠুর। শ্যামের এ কপটতা। শ্যাম আমায় দেখা দেবে না, তাই ছল করেছে। তুমি ব'লো সে বড় নিঠুর, আমি কিছু চাইনি সে জানে; ছল, ছল, আমি সুধু শ্যামকে চাই। না না, শ্যামকেও চাইনি সে আমার মন বোঝেনা, সে আমার মন বোঝেনা, আর আমি শ্যামকে চাইনি!

কৃষ্ণ। আমিত বলেছিলুম ভাই, তুমি রাগ ক'র্ব্বে।

কর। না না, রাগ নয়। যে বুঝেও বোঝেনা তারে বোঝাব' কি ক'রে! সে আমায় চায় না, তাই ভাণ করে। তা বেস্! আমি যদি তারে না চাইলে সে ভাল থাকে, সে ভাল থাকুক, আমি তারে চাইনি।

কৃষ্ণ। ওহে এত রাগ, যদি সে তামাসা ক'রেই একটা কথা ব'লে থাকে!

কর। না না, তামাসা নয়, এ মর্ম্মান্তিক কথা! দেখা না দেয় না দিক্—কেন, মিছে কথা কেন? আমার ত তার

ওপর জোর নেই, সে ত আমায় ভালবাসে না, ব'ল্লেই হয় আমি দেখা ক'র্ব্বো না। থাক্ আর শ্যামের কথা ক'য়ে কি ক'র্ব্বো।

কৃষ্ণ। তা আমার ওপর রাগ ক'চ্চ কেন? শ্যামের কথা না কও, এস'না আর পাঁচটা কথা কই।

কর। তোমার ওপর রাগ ক'চ্চি কেন, তুমি ব'লেছ তোমার শ্যামের মতন চেহারা! তুমি বল তুমি শ্যামের মতন নাচ', শ্যামের মতন গাও। শ্যামকে ত দেখতে চাই-ই নি, যে শ্যামের মতন তাকেও দেখ্‌তে চাইনি।

কৃষ্ণ। তবে চল্লুম।

কর। দাঁড়াও, একটা কথা। শ্যামের দেখা পেলে ব'ল' যে সে ছাড়া চাইবার মতন জিনিস কি আছে, তাত আমি জানি নি। যদি কিছু থাকে ত আমি ভিক্ষা ক'রে তাকে দেব। আমার মতন ব্যাকুল হ'য়ে যে তাকে ডাক্‌বে, যেন কিছু দেবার ভয়ে তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে না, তারে দেখা দেয়। চাইবার মতন কি জিনিস আছে শ্যামের ঠেঙে জেনে আমায় ব'লে যেও, আমি ভিক্ষে ক'রে এনে তোমার ঠেঙে দেব,' তুমি শ্যামকে দিও। জেনে এসে ব'লো, আমার মাথা খাও, দেখি তার ছলটাই কত!

কৃষ্ণ। সে যদি ব'ল্লে ভাই, চাইবার মতন জিনিস ঢের আছে! কেন চাইবার মতন নেই? হীরে, মাণিক, মতি, পান্না—

কর। ছি!

কৃষ্ণ। লোক, জন, মান—

কর। ছি!

কৃষ্ণ। ছি, ছি ত ক'চ্চ, শ্যামকে কিছু দিতে পার'?

কর। কি চায় শ্যাম?

কৃষ্ণ। যা দেবে!

কর। আচ্ছা এই তুমি সব নাম ক'লে, এর ভেতর কি ভাল?

কৃষ্ণ। কৌস্তুভমণি। সেটী যদি শ্যাম পায় ত বুকে রাখে।

কর। কোথা পাওয়া যায়?

কৃষ্ণ। তা জান্‌লে ত শ্যাম আপনি খুজে নিত।

কর। আচ্ছা শ্যামকে ব'ল' আমি তাকে খুঁজে দেব।

[করমেতির প্রস্থান।

সিন্ধুমিশ্র—দাদরা।

কৃষ্ণ। বাঁধা প'ড়ি বারে বারে ছল ক'রে।
বাঁধা প'ড়ি ডুরি আপনি প'রে॥
বারে বারে ঠেকি দায়, ধরি পায়,
আমায় কেঁদে কাঁদায়,
আমায় যোগী সাজায়,
প্রেমভরে মানিনী মান করে,
মানে ম'জে মজায় হে,
যেতে নারি হে রাখে ধ'রে জোরে॥

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। ঐ যে যাচ্চেন। বেটী পুরুত বামুণের মেয়ে, না জানি রাজার মেয়ে হ'লে কি চালই হ'ত! বেটীর যেন বাপের খানসামা! বলি টুক্‌রো তোর এমন দশা হ'ল কেন? ঘন হুধের বাটী, চাটীম কলা ত ভুল্লি। যাক্, পাঁঠার মুড়ি যাক্, টাকা কড়ি যাক্। শেষ্‌টা এক বেটী পাগলীর পেছনে ফিল্লি? টুক্‌রো তোরে আর বিশ্বাস নেই, তুই সব পারিস! তা চল্, বেটী খেলে কি না দেখ্‌বি, নাইলে কি না দেখ্‌বি, তোর বাপের বংশ নাশ হ'ক! হাঃ তোর বুদ্ধিরে! বাবা পেট ভাতার ওপর খেজমত খাট, আবার ভিক্ষে ক'রে খাওয়াও! নাকাল বটে বাবা!

দুইজন বরকন্দাজের প্রবেশ।

১ বরক। ওহে! ওহে! তুমি না কি সন্ধান পেয়েছ?

টুক্‌রো। পেয়েছি বৈ কি?

২ বরক। কোথায় কোথায়?

টুক্‌রো। এই এখানে ছিল—ওদিকে ভোঁ দৌড় মাল্লে।

১ বরক। আহা! তুমি পেছু পেছু গেলে না?

টুক্‌রো। আমি হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলুম।

২ বরক। আমরা দৌড়ে গেলে ধ'ত্তে পার্ব্ব'?

টুক্‌রো। এক্ষনি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কদম তলা।

আলোক ও তিনজন ফকির।

আলোক। সেই বাগান, সেই কদমতলা, সেই দীঘী, সেই শ্বশুরবাড়ী, সব সেই, কিন্তু সে নয়! সেথা করমেতি নাই। খুঁজ্‌ব'? কোথায় খুঁজ্‌ব'? পাব কেন? সে ত আর আমার কাছে আস্‌বে না। আমি নির্দ্দয়,নৃশংস, নরাধম, চণ্ডাল! সে গিয়েছে, চ'লে গিয়েছে। পালিয়েছে, পাছে আমি পাছু পাছু যাই, পালিয়েছে। উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়েছে, প্রাণভয়ে দৌড়েছে, অনাহারে দৌড়েছে! পালিয়েছে, পালিয়েছে! সে নেই কোথায় খুঁজ্‌ব'? ওরা কারা? ওরা কি ক'চ্চে?

ঝিঁঝিট্ খাম্বাজ—কাহারবা।

ফকি তুমে করার কিয়া আবি ইয়াদ হ্যায় ইয়া নেহি।
হামারা সাৎ থা দোস্তিকা বাৎ,
নেহি কহো ওহি সোহি॥
না ইয়াদ হো, সো মুঝে কহো,
ময় কভি নেহি কহেঙ্গে করার কিও,
চল্‌দে ইয়ার তোম্ খোসি রহো,
রঞ্জ নেহি করো ময় যাঁহা যুমে,
যাঁহা যুমে ময় দেখে তুম্‌নে
সুরৎ তেরা দেল্‌মে লাগা রহি॥

আলোক। তোমরা কারা?

১ ফকির। মুসাফের।

আলোক। কি ক'চ্চ?

১ ফকির। আরাম নিচ্চি।

আলোক। কি কি কি? কি গান গাচ্চ?

১ ফকির। গাচ্চি আমার ইয়ার যদি করার না রাখে, যদি দোস্তি না করে, তারে কিছু ব'লব' না, যেথা মন যায় চ'লে যাব, তার পেছু আর নোব না।

যোগিয়ামিশ্র—কাহারবা।

তোম্ ত নেই করার কিয়া ময় পিছে ফিরা।
কসুর তোমারা না, কসুর মেরা॥
তোম্ দুসরে কা হো, তোম্ সাফা কহি,
ময় দেওয়ানা হো ময় সম্‌জে নেহি,
আস্‌কসে কেৎনে মই বোল্‌তে রহি,
নেশা টুটা থোড়া সমঝ্ আয়া জেরা॥

আলোক। এ আবার কি ব'ল্লে?

১ ফকির। এখন ইয়াদ হ'চ্চে তার কিছু কসুর ছিল না সে আমায় সাফ বলেছিল, আমি তোমার নই। আমার আসকের নেশায় সমজে এসেনি। এখন ইয়াদ হ'চ্চে আমিই বলেছি, সে কিছু বলেনি।

আলোক। তোমার মনে ব্যথা লাগে না?

১ ফকির। দোস্তির সুখই ত ব্যথা পাওয়া। তারে দেখ্‌লে ব্যথা, তারে না দেখ্‌লে ব্যথা, সে হাস্‌লে ব্যথা, সে কাঁদ্‌লে ব্যথা, সে এলে ব্যথা, চ'লে গেলে ব্যথা, ব্যথা পেতেই দোস্তি করা। যে ব্যথা চায় না, সে আপনার দেল ধ'রে রাখে। যার ব্যথা পেতে ভয়, তারে আমি ইয়ার বলিনি।

আলোক। তুমি যে ব্যথার কথা ব'ল্লে তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু তুমি আমার মত কি ব্যথা পেয়েছ? এ ব্যথা কি আর কেউ পেয়েছে? তুমি কি ছল ক'রে অবলা বালিকাকে ভুলিয়ে এনে বন্দি করেছ? মদ খেয়ে পশু হ'য়ে তারে ভয় দেখিয়েছ? সে কি তোমার ভয়ে জান্‌লা গলিয়ে লাফিয়ে পালিয়েছে? সে কি অনাহারে দেশ দেশান্তরে ঘুরেছে? সে কেমন আছে, তার তত্ত্ব পাওনি? এ ব্যথা কি কখন পেয়েছ? যদি পেয়ে থাক আমায় বল, এ দারুণ জ্বালা কেমন ক'রে নিবোয়!

১ ফকির। 'সে যারে চায় তার কাছে যাও। সে যদি না চায় তার পায়ে ধর। এর পেছুতে যেমন ঘুরেছিলে তার পেছনে তেমনি ঘোর'। তার মন ভুলিয়ে তোমার ইয়ারের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। যদি পার, তোমার ব্যথা যাবে। সে তার ইয়ারকে পেয়ে যখন হেসে হেসে চাইবে, যখন ইয়ারের সঙ্গে দোস্তি ক'র্ব্বে, সে যদি তোমার প্রাণে বরদাস্ত হয়, তা হ'লে তোমার প্রাণের ব্যথা যাবে।

আলোক। তারে কোথায় পাব? তারে চিনিনি, তার সুধু নাম জানি।

১ ফকির। খুঁজে দেখ, যদি পাও।

আলোক। বেস্ কথা, তবে আজ থেকে আর করমেতিকে খুঁজব' না। শ্যামকে খুজ্ব'। ফকির সেলাম! শ্যামকে খুজ্ব'। শ্যাম শ্যাম তুমি কি আমায় দেখা দেবে? আমি খুঁজি, দেখি তুমি কোথায় থাক। আমি দু চক্ষে যারে পাব জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বো, যেথায় পা যায় যাব। শ্যাম তোমার নামটী বেস্! নৈলে তোমার নামে করমেতি ভুলবে কেন? শ্যাম শ্যাম, আমার মনে ভরসা হ'চ্চে যে তোমার দেখা পাব! তোমায় দেশ দেশান্তরে খুঁজ্ব', যদি তোমার কেউ দেখা পেয়ে থাকে আমিও তোমার দেখা পাব। আমি তোমায় মিনতি ক'র্ব্বো, আমি তোমার পায়ে ধ'র্ব্বো, আমি তোমার দাস হ'য়ে থাক্ব'। এতেও যদি না তোমায় করমেতির সঙ্গে মেলাতে পারি, আর কি ক'র্ব্বো, তোমার সামনে প্রাণত্যাগ ক'র্ব্বো।

[প্রস্থান।

১ ফকির। চল' কায ত হ'ল।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জবন।

রাধা ও সহচরিগণ।

ঝিঁঝিট—দাদরা।

চাইলে যদি পায় ওলো কইলো পেলুম তায়।
চাইলে পায় এ কথার কথা কেনা তারে চায়॥
মন বোঝেনা তাইতে আবার তার কথা ওঠে,
বোঝেনা মোটে,
পোড়া মন ব্যাকুল হ'য়ে দশ দিকে ছোটে,
ছোটে আকুল হ'য়ে,
ছোটে ব্যথা ব'য়ে,
ছোটে জ্বালা স'য়ে,
ঠেকে শিখে বোঝে না যে সে কি হায়
বোঝে কথায়॥

করমৌতির প্রবেশ।

কর। এ কে গান ক'চ্চে? না গান শুনব' না, যাই।

রাধা। এস না, এস না, কোথায় যাচ্চ? কেমন তোমায় বলেছিলুম?

কর। বলেছিলে, আর সে কথা তুল'না! আর সে নাম ক'রোনা! দেখ, সত্যই নিষ্ঠুর! আমি শত জন্ম যদি পথের কাঙালিনী হ'য়ে বেড়াতুম তাতে আমার খেদ ছিল না। তার দেখা না পাই, তার নাম ক'রে কতক জুড়ুতুম! কিন্তু সে নাম আর ক'র্ব্বো না। যদি প্রাণ বেরোয় তবু সে নাম ক'র্ব্বো না। সে আমার মন বোঝেনা, এ খেদ আমি কোথায় রাখ্‌ব! সে কেন ব'লে পাঠালে না, সে আমায় দেখ্‌তে পারে না! তার নাম নিতে কেন মানা ক'ল্লে না! সে কি না ব'লে পাঠায় যে পাছে কিছু চাই ব'লে সে আমার কাছে এসে না! ছি ছি সে সত্যি রাখাল, নইলে এমন মন তার হবে কেন! ছি ছি সে সত্যি ভালবাসা জানে না, নইলে ভালবাসা বুঝ্‌বে না কেন! ছি ছি সে মন বোঝে না, আর তার কথা কব না!

রাধা। তুমি আমাদের সঙ্গে থাক না, আর কোথায় যাবে? আর ত তারে চাও না? আর ত তারে খোঁজ' না? এই দেখ, আমরা তারে খুঁজে খুঁজে না পেয়ে এইখানে রয়েছি। তুমি আমাদের সঙ্গে থাক না, বেস্ কথাবার্ত্তা কইব, নেচে গেয়ে বেড়াব।

কর। না ভাই আমার থাক্‌বার যো নেই! আমি এক জিনিস্ খুঁজ্‌তে যাচ্ছি।

রাধা। কোথায় যাচ্চ?

কর। সমুদ্রে।

রাধা। ওমা সমুদ্রে কি ক'র্ত্তে যাচ্চ?

কর। কেন, আমি সে জিনিস দেশে দেশে খুজ্‌লুম,

কোথাও ত পেলুম না। একজন আমায় ব'লে দিলে সমুদ্রে আছে।

রাধা। তা কি তুমি সমুদ্রে নাব্‌তে চলেছ না কি?

কর। নাব্‌তে হয় নাব্‌ব', জল ছেঁচ্‌তে হয় ছেচ্‌ব', আমি যেমন ক'রে পারি সে জিনিস আমি আন্‌ব'। তার পর তার কাছে সেটা পাঠিয়ে দিয়ে, আর তার নাম ক'র্ব্বো না।

রাধা। সমুদ্রের জল ছেঁচ্‌বে কি, তুমি কি খেপেছ?

কর। তুমি ত জান, যখন তার নাম করেছি, তখন খেপার কি বাকি আছে বল'! তুমি ত ঠেকে শিখেছ, ভুগে দেখেছ, তুমিই ত আমায় মানা করেছ! সত্যি ভাই আমি খেপেছি! খেপেছি—আর উপায় কি!

রাধা। কি জিনিস্ খুঁজ্‌তে যাচ্ছ শুনি?

কর। কৌস্তুভমণি।

রাধা। ওমা, এর জন্যে সমুদ্রে যাচ্ছ? এই তুচ্ছ জিনিস! দেত' লা ঐখান থেকে কুড়িয়ে এনে। ঐ ঐখানে প'ড়ে আছে।

কর। এই কৌস্তুভমণি! এই সে চায়?

রাধা। শ্যাম কি তোমার কাছে চেয়ে পাঠিয়েছে না কি?

কর। হাঁ। যে বলে চূড়ো বাঁধ্‌লে তার মতন হয়, তাকে দে ব'লে পাঠিয়েছে!

রাধা। তুমি যেমন সে ছোঁড়ার কথা শোন, সে শ্যামের মতন মিথ্যাবাদী!

কর। সত্যি?

রাধা। দেখ্‌তে পাওনা ছোড়ার ঢং? সে দিন অত শ্যামের গুণ গাইলে, এখন শ্যামের গুণ ত বুঝ্‌চ'?

(রাধা ও সহচরিগণের গীত)

পরজমিশ্র—ভরতঙ্গা ।

ঠিকটী সে শ্যামের মতন শ্যামের মতন সব ।
ঠিকটী সে তেমনি চতুর তেমনি অবয়ব ।—
যেন শ্যাম ।
তেমনি হাসি তেমনি নয়ন তেমনি মিছে কয়,
তেমনি সে মিষ্টি বলে হয়কে করে নয়,
নেই মান অপমান ভয়, মন্দ বল' সয়,
তেমনি নেচে রাধা ব'লে করে বাঁশী রব ।
তেমনি তেমনি বাঁকা ঠাম ॥
যে তারে আপন করে তেমনি তারে বাম ।—
ছি ছি কেউ না করে নাম ॥
শ্যামের মতন সব তাতে সম্ভব, তেমনি গুণধাম ॥

[গমনোদ্যত ।

কর। আমায় থাক্‌তে ব'লে তোমরা যাচ্চ কেন?

রাধা। আবার আস্‌বো, তুমি থাক না ।

কর। আমায় হেথা থাক্‌তে ব'ল্‌ছ'—এ কার বাড়ী? এসব কি এমন চক চক ক'চ্চে?

রাধা। এ তোমার বাড়ী—এসব মণি, মুক্ত, হীরে। এসব তোমার।

কর। আমার!

রাধা। তোমার। আমি কি ছাই তোমার সঙ্গে মিছে কথা কই?

কর। আচ্ছা এ গুলো কি হয়?

রাধা। এর একটী দিলে শ্যাম ছাড়া সব পাওয়া যায়।

কর। কি পাওয়া যায়? লোকে কি চায়? আমি কিছু চাই নি, আর আমার কিছু চাইবার নেই! না না কিছু চাই নি! ওহো! আর আমি হেথা থাক্‌তে পাচ্চিনি, আমার প্রাণ জ্ব'লে উঠ্‌ছে! আমি ঘুরে বেড়াই, আমি ঘুরে বেড়াই। কিছু খুঁজে বেড়াই। খুঁজ্‌ব? কি খুঁজ্‌ব? আর আমার কিছু খোঁজ্‌বার নেই। সে বামুণ কোথা থাকে জান? আমি তারে কৌস্তুভমণিটী দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। খোঁজ্‌বার জিনিস ফুরিয়েছে, কি ক'র্ব্বো নিশ্চিন্ত হই।

[করমেতি ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

পরজ—একতালা।

গোলকবাসিনী। জেনে শুনে বুঝেছেরে মন।
আর কি খুঁজি আর কি মজি ভেঙেছে স্বপন॥
স'য়ে গেছে স'য়ে স'য়ে, রবে না দিন যাবে ব'য়ে,
কায কি রে আর কলঙ্ক ভার ব'য়ে,
ফুরায়েছে সব ফুরাল', ফুরাল' সাধের যতন।

কর। এরা বোধ হয় সেথাকার লোক, তাই আমার মনের কথা ঠিক জেনেছে।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কর। তুমি এয়েছ? এই নাও তাকে দিও।

কৃষ্ণ। কাকে দেব?

কর। সেই তাকে—যে চেয়েছে।

কৃষ্ণ। কে আবার তোমার ঠেঙে কি চাইলে?

কর। যে বলে আমি তাকে চাই হীরে মাণিকের জন্যে। যার প্রাণে ভালবাসা নেই, যে ভালবাসা বোঝে না, যে আমায় কাঁদিয়েছে, যারে আমি আর মনে ক'র্ব্বো না, যে আমার নয়, যার ভাবনা ভাব্ব' না।

কৃষ্ণ। দেখ ঢং দেখ! কি ব'ল্ছে শোন!

কর। সে কি তুমি বুঝ্তে পাচ্ছ না?

কৃষ্ণ। হ্যা গা! তুমি অত মিছে কথা কও কেন? কবে তোমার কাছে কার জন্য কি চেয়েছি? বেস মেয়ে মানুষটী দেখ্লুম, কাছে এলুম, ব'স্লুম, দু দণ্ড কথা কব তা নয়! যার জন্যে, যে করেছে, হ্যান করেছে, ত্যান করেছে, অত সাত সতের মাথামুণ্ডু কি বক'!

কর। তুমি ত বড় মিথ্যা কথা কও!

কৃষ্ণ। আমি মিছে কথা কই, না তুমি মিছে কথা কও! আমি কি তোমার কাছে বলেছিলুম সে তোমার কাছে এই চায়। আমি বলেছিলুম শ্যাম কৌস্তুভমণি চায়!

কর। এই নাও।

কৃষ্ণ। ঠিক ঠাক্ ক'রে ব'লে দাও—"এই কৌস্তুভমণি নিয়ে শ্যামকে দিও"।

কর। তুমি বড় ছল! এই কৌস্তুভমণি নিয়ে শ্যামকে দিও।

কৃষ্ণ। আমি ভাল শুন্‌তে পাইনি। কি ব'ল্‌ছ'?

কর। এই কৌস্তুভমণি শ্যামকে দিও।

কৃষ্ণ। কি কি?

কর। আর সে নাম ক'র্ব্বো না, আর সে নাম মুখে আন্‌ব' না। তুমি বলেছিলে সে চায়, আমি তোমায় দিলুম নাও, তাকে দিও; না দাও তোমার ইচ্ছে।

কৃষ্ণ। ছি ছি, তুমি তামাসা বোঝ' না! সে এ সব চাইবে কেন? শ্যাম কি কিছু চায়? সুধু প্রেমের প্রাণ চায়।

কর। এখান থেকে যাও, খোঁজ' যার প্রেমের প্রাণ আছে! এখানে ত প্রেমের প্রাণ নেই, এখানে র'য়েছ কেন? প্রেমের প্রাণ নে সে কি ক'র্ব্বে তাই ভাবি। সে প্রাণ কি সে চেনে? সে প্রাণের দর তার কাছে নেই। সে প্রেমের প্রাণ চায় না, ভাণের প্রাণ চায়। সে কান জানে, কানের কথা কয়। সে কথা কে শোনে, কে জানে!

কৃষ্ণ। সে আবার প্রেম জানে না! অমন প্রেমে গলা কে! তার সম্বলের মধ্যে এক রাধা আছে, সেই রাধা নাম দেশে দেশে দিয়ে বেড়ায়! সে প্রেম জানে না, অমন কথা ব'ল' না। রাধাপ্রেমে উন্মত্ত, যে রাধাকে ভালবাসে, তারে সে ভালবাসে! যার মুখে রাধা নাম শোনে, তার কাছে তখনি এসে! রাধা নাম

ক'রে গয়লানীরে তারে পায়ে পায়ে ফিরিয়েছে। তুমি রাধা বল' তোমার পায়ে ফির্‌বে।

কর। তুমি যাও, তোমার কথা আর শুন্‌ব' না।

কৃষ্ণ। রাগ কর চল্লুম, এতই কি!

[প্রস্থানোদ্যত।

কর। যাও, তুমি আর এস না। শুনেছি তুমি তার মতন, তোমার পানেও চাইব না। তোমার সঙ্গেও কথা কইব না। তুমি যেখানে থাক্‌বে, সেখানে থাক্‌ব' না।

কৃষ্ণ। এখন রাগ করেছ চল্লুম, রাগ প'ল্লে আবার আস্‌ব'। তোমায় ছেড়ে কি থাক্‌তে পারি!

[প্রস্থান।

কর। আহা! যদি এর কথা বিশ্বাস ক'ত্তে পাত্তুম যে রাধা আকে পেয়েছে! যদি এক জনও ব'ল্‌তে পার্ত্তো এ আমার—তা শুনেও—কেন?—আর এক জন পায় পাক্‌ তাতে আমার কি! রাধা রাধাই। কে রাধা? যে হয় সে হ'ক না, একবার তার দেখা পেলে হ'ত, সত্যি মিথ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা ক'ত্তুম। না না সে রাধাও ভাল নেই। তাকে ভালবেসে কেউ ভাল্‌ থাকে না। কে সে? যে হ'ক্‌ আমার কি!

গোলোকবাসিনীর প্রবেশ ও গীত।

দেশমিশ্র—যৎ।

শুন্‌তে পাই সে রাধে রাধে বলে।
হ'ত ভাল কে সে রাধা দেখ্‌তে পেলে কোন ছলে॥
কে জানে জানে কি যতন,
ভুলিয়েছে তার মন মানে না ত মন,
যতন পেলে ভুলে যাবে নয় ত সে তেমন,
আসি গে শুনে, তারে কিন্‌লে কি গুণে,
পরের কথায় কায কি আমার, আমার কি রাধার হ'লে॥
রাধার তরে প্রাণ কি তার টলে॥

কর। আহা এরা কারা বোধ হয় আমার মতনই অভাগী।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন সন্নিকটস্থ বন।

টুক্‌রো ও আলোক।

টুক্‌রো। আমি টুক্‌রো, বাবুসাহেব আমায় চিন্তে পাচ্চ'না?

আলোক। না। আমি আর সত্য মিথ্যা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নি; আমি আমার মন বুঝ্‌তে পাচ্চি নি; আমি কি চাই বুঝ্‌তে পাচ্চি নি; কি শুনি বুঝ্‌তে পাচ্চি নি; কেবল এক সত্য বুঝ্‌তে পেরেছি, এ পৃথিবীতে যন্ত্রণাই সার; কিন্তু তাও সত্য কি না জানি নি। কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নি। কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নি এর কি বুঝ্‌ব'? ভেবেছিলুম করমেতিকে চাই, সে বিনে সংসার শূন্য। এখন দেখ্‌চি শ্যামকে চাই। শ্যাম কোথা থাকে জানি নি, শুন্‌লেম সর্ব্বত্রে থাকে, এখানেও আছে! তা কই? মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে! আমি মিছে, তুমি মিছে, সকলই মিছে, করমেতিও মিছে, শ্যামও মিছে! মিছে মিছে মিছে! মিছের ধোঁকায় ঘুরচি! শ্যাম শ্যাম তুমি মিছে!

করমেতির প্রবেশ।

কর। কে তুমি, তার নাম ক'চ্চ কেন? ছি-ছি তার নাম ক'রোনা, সে অতি কপট, সে নাম মুখে এন না।

আলোক। আমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্চ আমি কে? তুমি বল' তুমি কে? দেখ্‌লে বোধ হয়, তুমি করমেতি। তুমি কি নাম ক'ত্তে বারণ ক'চ্চ? শ্যাম নাম? আমি এক করমেতিকে জানতুম, যে শ্যাম নামে মত্ত, শ্যামের নেশায় আমায় পায়ে ঠেলেছে, শ্যামের নেশায় আমার ভালবাসা পায়ে ঠেলেছে, শ্যামের নেশায় প্রাণ উৎসর্গ করেছে! আবার দেখ্‌ছি তুমি এক করমেতি যে শ্যামের নাম ক'ত্তে চাও না বাবা! কি দুনিয়া হেথায় কে কি চায় তা বোঝা গেল না!

কর। তোমায় চিনেছি।

আলোক। কি চিনেছ? চিনতে পারি'নি। বোধ হয় তুমি চিনেছ—যে তোমার জন্যে খানসামা সেজেছিল! যে তুমি নইলে বাঁচত না! যে তোমায় বন্দি করেছিল! যে স্বামী ব'লে তোমার ওপ'র জোর করেছিল! না না না আমি সে আলোক নয়! বুঝ্‌তে পাল্লুম না, বুঝ্‌তে পাল্লুম না, কিছু বুঝ্‌তে পাল্লুম না!

কর। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার জন্তে তোমার এই দশা! আমার জন্যেই তুমি সর্ব্ব-ত্যাগী হয়েছ! আমায় ভালবেসেই দিবানিশি জলেছ! আমায় ভালবেসে শ্যামকে খুঁজ্‌ছ'! আমি তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কই নি। কি ক'র্ব্বো মার্জ্জনা কর।

আলোক। তুমি শ্যামকে মার্জ্জনা কর।

কর। তাকে মার্জ্জনা ক'র্ব্বো? কেন? সে আমায় পথের কাঙালিনী করেছে ব'লে? সে আমায় উন্মাদ করেছে ব'লে? সে আমার সঙ্গে কপটতা করেছে ব'লে? সে আমায় পায়ে ঠেলেছে ব'লে? সে আমায় কলঙ্ক ডালা দিয়েছে ব'লে তাকে মার্জ্জনা ক'র্ব্বো?

আলোক। আমায় কাকে মার্জ্জনা ক'ত্তে বল'? আমার সরল প্রাণে যে দাগা দিয়েছে, তারে? আমায় যে পথে ফিরিয়েছে তারে? তুমি যা যা শ্যামকে ব'ল্লে, সবই আমি তোমায় বল্‌তে পারি—বল্লুমও, কিন্তু এই শেষ বলা, আর ব'ল্‌ব' না। তুমি আমায় মার্জ্জনা ক'ত্তে ব'ল্‌ছ', অন্তর থেকে তোমায় আমি মার্জ্জনা কল্লুম। তোমায় মার্জ্জনা করবার নেই

আমি আমার দোষে ক্লেশ পেয়েছি। মুখের কথায় দোষী ক'ল্লে তোমায় করা যায়, কিন্তু সে আমার জোর। তোমার দোষ কি, আমারই দোষ। সেই তুমি সেই আমি। তখন ভাল-বেসেছিলুম আমার দোষ। এখন সেই আছ, আর ত তোমায় ভালবাসি নি। আমি তোমার জন্যে শ্যামকে খুঁজ্‌চি নি; তোমার জন্যে খুঁজেছিলুম। এখন খুঁজ্‌ছি কেন জান? দেখ্‌ব শ্যাম সত্যি কি না, শ্যামকে তুমি ভালবাস কি না, কি আমার মতন মিছের ধোঁকায় ঘুরছ'।

[গমনোদ্যত।

কর। যেওনা যেওনা আমার একটা কথা শোন।

আলোক। বল' কি ব'ল্‌বে?

কর। তুমি তাকে মার্জ্জনা ক'র্ত্তে আমায় ব'ল্‌চ কেন?

আলোক। তুমি জিজ্ঞাসা ক'চ্চ কেন?

কর। জিজ্ঞাসা কচ্ছি মনের খেদে। আমি সত্যই তোমার কাছে মার্জ্জনা চাই, আমি সত্যই তোমায় দাগা দিয়েছি; আমি তাই মার্জ্জনা চাই। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি বড় ক্লেশ পেয়েছ। ভালবাসা দুঃখের শেষ, আমি তোমার সেই দুঃখের কারণ। আমি তাই তোমার কাছে মার্জ্জনা চাচ্চি; কিন্তু বোধ হয় তুমি অভিমানে মার্জ্জনা ক'ল্লে না! তুমি বোধ হয় শ্যামকে মার্জ্জনা ক'র্ত্তে ব'লে আমায় বোঝাচ্চ, মার্জ্জনা করা যায় না; আমায় বোঝাচ্ছ লাঞ্ছনা ভোলা যায় না। তুমি অভিমানে শ্যামকে মার্জ্জনা ক'র্ত্তে ব'ল্‌ছ।

আলোক। আমারি অভিমান বুঝ্‌লে কি ক'রে? তোমার

আপনার অভিমানে? তোমার ভালবাসার অভিমান আছে, আমার ভালবাসার অভিমান ছিল না। ছি ছি এই তোমার ভালবাসা! শ্যামকে মার্জ্জনা ক'ত্তে বলেছি কেন জান? মার্জ্জনার নাম ভুলে যাওয়া। যদি ভালবাসা ভোলো সকলই ভুল্‌বে। যদি সুখের অনুভব আমার কিছু হ'য়ে থাকে সে ভুলে যাওয়া। তুমি যদি ভালবাসা ভুল্‌তে পার হয় ত যন্ত্রণাও ভুল্‌বে। আমি বোধ হয় এখনও তোমায় ভালবাসি, তাই শ্যামকে ভুল্‌তে ব'লেছি। কিন্তু আমি এও ভুল্‌ব'; সংসারে তুমি ছিলে, আমি ছিলুম, এ কথা একেবারে ভুল্‌ব'। আগুনের শেষ রাখ্‌ব' না।

[প্রস্থানোদ্যত।

কর। যেও না শোন। আমায় ভুল্‌তে শেখাও। কই কই আমার ভোল্‌বার সাধ হয় কই? এত যন্ত্রণা এত লাঞ্ছনা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম নামে যে প্রাণের উল্লাস তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম নামে যে দুঃখে সুখ তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম নামে যে প্রাণ মাখামাখি তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম নাম যে জগৎব্যাপী তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম সর্ব্বস্ব তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! কই কই আমার শ্যামকে ভোলবার সাধ হ'ল' কই!

আলোক। সাধ কেউ ক'রে দিতে পারে না, সাধ কেউ করে না, সাধ হয়; তোমার না হয় আমি কি ক'র্ব্বো?

[প্রস্থান।

টুক্‌রো। অবাক্ ক'রেছে বাবা! কি বুঝ্‌লুম! ব'ল্লে তুমি

দাঁড়াও! ব'ল্লে তুমি ভোল! ব'ল্লে তুমি সাধ ছাড়! ব'ল্লে তুমি কাঁদলে! ব'ল্লে আমি কাঁদ্‌লুম! বাঃ বাঃ! তোমাদের ভাবটা কি যদি আমায় বুঝিয়ে দাও ত আমি ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে যাই। তোমরা দু জনে আচ্ছা এক নূতন খেলা দেখালে।

কর। তুমি আমার সঙ্গে কেন ফের' ?

টুক্‌রো। প্রথম ফিরেছিলুম দয়া ভেবে। এখন ফির্‌ছি রকমটা কি দেখ্‌ব'। তা তুমি ব্যাজার হও আমি তোমার কাছে থাক্‌তে চাই নি। চল্লুম। হ্যা দেখ তোমার রাধাকে আমি খুঁজেছিলুম; দেখ্‌লুম তোমার শ্যামও যেমন ভুয়ো, রাধাও তেমনি ভুয়ো। আর চূড়ন্ত ভুয়ো কি জান? আমার বুদ্ধি! সেই ভুয়ো নিয়ে ঘুরচ', তাই দেখবার জন্যে আমি ঘুর্‌চি!

কর। আমি আমার অদৃষ্ট ফেরে ঘুর্‌চি, তুমি ঘোর' কেন? তুমি যাও তুমি আমার জন্যে আর দুঃখ পেও না। আমার অদৃষ্টের ফের তুমি কি ক'রে খণ্ডন ক'র্ব্বে ?

টুক্‌রো। অদৃষ্টটা বুঝি এঁচেছ তোমাদেরই এক চেটে, আমার আর অদৃষ্ট থাক্‌তে নেই। ঘোর অদৃষ্টের ফের, নইলে তোমার সঙ্গে ফিরি! যাই হ'ক্‌ ধোঁকা না মিটিয়ে আমি যাচ্ছি নি। এখন চল্লুম। তোমার গাছের পাতা খেয়ে চলে, আমার ত আর তা না!

[প্রস্থান।

কর। রাধে! রাধে! শুনেছি ডাক্‌লে তুমি দেখা দাও আমি দিবানিশি ডাক্‌চি কই দেখা দিচ্চ ?

রাধার প্রবেশ।

রাধা। বেস! শ্যাম যে একলা মিছে কথা কয় তা না, তুমিও মিছে কথা কও।

কর। কি কি কি ব'ল্লে? কি মিছে কথা কইলুম?

রাধা। কইলে না ভাই? মুখে বোল্‌ছ' রাধে রাধে দেখা দাও, মনে বোল্‌ছ' শ্যাম শ্যাম কোথায় তুমি!

কর। কি তুমি এমন কথা বল', আর আমি তাকে চাই? আমি তারে ভুল্‌তে চাই। যন্ত্রণার ভয়ে না, গঞ্জনার ভয়ে না, কলঙ্কের ভয়ে না, তার চাতুরিতে তারে ভুল্‌তে চাই। সত্যই আমি রাধাকে চাই। শ্যামকে দেবার জন্যে নয়, আমার বড় সাধ দেখ্‌ব' যে সে কত চতুরা। সে শ্যামকে পেছনে ফেরায়, না জানি সে কেমন মেয়ে! তবে জানি নি, শ্যাম যদি তারে আমার মত পথে পথে কাঁদাবার জন্য পেছনে ফেরে! তা হ'লে তারে শ্যামের গুণ সব ব'লে দি। বলি দেখ ভুলে যেন শ্যামকে ভালবাসো না। তা হ'লে অকুলে ভাস্‌বে! দিবা নিশি কাঁদ্‌বে! কাঁদাবে সে কাঁদ্‌বে না! মজাবে সে মজ্‌বে না!

রাধা। তুমিও ভাই কপট কম নও! সে বামুণ ছোঁড়ার ঠেঙে শুনেছিলুম, শ্যামকে চাও না, শ্যামের নাম ক'র্ব্বে না। তার চেহারা শ্যামের মতন ব'লে তাকে কাছে আস্‌তে দেবে না। এখন শ্যাম শ্যাম ক'রে ভুবন ভরিয়ে দিলে! রাধা তোমার কাছে আস্‌বে কি ভাই, রাধাকে কি তুমি চাও! তোমার শ্যাম, এখনও শ্যাম তখনও শ্যাম, শ্যামকে তুমি ভুল্‌তে পার্ব্বে না!

কর। কি ভুল্‌তে পার্ব্ব' না? ভুল্‌ব'। সে রাধার শ্যাম আমার নয়। তবে কেন তারে ভুল্‌ব' না! সে কপট আমি সরলা, তবে কেন তারে ভুল্‌ব' না? সে নির্দ্দয় আমি অবলা, তবে কেন তারে ভুল্‌ব' না? সে আমায় চায় না, আমি কেন তারে চাইব'? সে আমার নয় আর কেন তারে ডাক্‌ব'?

রাধা। তবে রাধাকে খোঁজ কেন?

কর। ঐ ত তোমায় বল্লুম, সে কেমন মেয়ে দেখ্‌ব' ব'লে; শ্যামের গুণ তারে ব'ল্‌ব' ব'লে; তারে সাবধান ক'রে দেব' ব'লে।

রাধা। আ বোন্ তুমি আর তারে সাবধান কি ক'র্ব্বে বল'? সে কারুর মানা শোনে নি। সে শ্যামের প্রেমে অকূলে ভেসেছে। তার কালাকলঙ্কিনী নাম, সে নাম তার গৌরব, লোক গঞ্জনা তার আনন্দ! শ্যাম কপট ব'লে শ্যামকে ভাল বাসে; শ্যাম ভালবাসে না ব'লে শ্যামকে ভালবাসে; শ্যাম কাঁদিয়েছে ব'লে শ্যামকে ভালবাসে; শ্যাম তার নয় ব'লে শ্যামকে ভালবাসে; সে শ্যামের দাসী—তাই সে আপনাকে ভালবাসে। শ্যামের প্রেমের আদর সে জানে তাই শ্যামকে ভালবাসে। শ্যামের প্রেমে' যন্ত্রণা তাই যন্ত্রণাকে আদর করে; বিরহ শ্যামের প্রেমের শেষ—যত্ন ক'রে তাই বিরহ হৃদয়ে ধরে; সে শ্যাম কাঙালিনী তাই ব'লে সে গরব করে! রাধাকে তুমি বোঝাতে পার্ব্বে না।

কর। আহা সে বড় অভাগিনী!

রাধা। ওকথা ব'লো না, সে বড় ভাগ্যমানী, সে শ্যাম পিয়াসী!

কর। সে রাধা কোথায়?

রাধা। এইখানেই আছে, তোমাকে পরিচয় দিতে ভয় করে।

কর। কেন কেন?

রাধা। তোমার মনে যে ভাই বড় রিশ। তুমি শ্যামকে একলা চাও; রাধা যদি শ্যামকে পায়, শ্যামকে যে যত্ন করে তারে তখনি দেয়।

কর। তুমি অমন কথা বল' আমার মনে রিশ? কখন না। আমি তারে খুঁজ্‌চি কেন তুমি জান না, তোমার বলি নি; আমি দেখা পেলে তার পায়ে ধ'রে মিনতি ক'র্ব্বো, সে যাতে শ্যামকে নেয়! তোমার কাছে শুন্‌চি সে শ্যামকে চায়, শ্যামও তাকে চায়। আমার কায ফুরুল' আর আমি রাধা ব'লে ডাক্‌ব'না!

রাধা! আচ্ছা ভাই যদি তুমি শ্যামের বামে তাকে দেখ তা হ'লে তোমার মনে কি হয়? চুপ ক'রে রইলে যে? তোমার মনে রিশ আছে, না?

কর। ভাই ব'ল্‌তে পারি নি। কিন্তু মনে হয় যেন আমার প্রাণ শীতল হয়! যে যারে ভালবাসে, সে যদি তারে ভালবাসে, তা হ'লে যে কি হয় তা জান্‌তে আমার সাধ হয়! যদি সে সাধ আমার পোরে, বোধ হয় আমার শ্যামের সাধও পোরে।

রাধা। তবে ভাই তোমার না কি শ্যামের সাধ ফুরিয়েছে?

কর। তুমি না বলেছিলে যে তুমি শ্যামের সঙ্গে প্রেম

করেছ? এখন বুঝ্‌লুম তুমি প্রেম কর নি। সে সাধ কি ভোল্‌বার, আমি ভুল্‌ব' কেমন ক'রে!

[করমেতি প্রস্থানোদ্যতা।

রাধা। সই! সই! যেওনা যেওনা আমায় শ্যামের প্রেম শেখাও।

কর। আমি ভুলেছি, তুমিই শ্যামের প্রেম জান। যখন শ্যামের প্রেম শিখ্‌তে তোমার সাধ, তুমিই সত্যি শ্যামের প্রেমে মজেছ'। এক শ' বচ্ছর কেঁদে যদি তোমার সাধ না পূরে থাকে, এখনও যদি তোমার শিখ্‌তে সাধ থাকে, সে প্রেম তুমিই শেখাতে পার! দুদিন কেঁদে আমার সাধে জলাঞ্জলি দিতে ইচ্ছে যাচ্চে। তোমার কেঁদে কেঁদে প্রেম শেখবার সাধ ঘোচে নি। বুঝ্‌লেম আমার প্রেমের প্রাণ নয়! শ্যাম ঠিক বলেছে, আমি শ্যামের মনের মতন নই! যদি আমার প্রেমের প্রাণ হ'ত আমি শ্যামকে পেতেম। রাধা কে তা জানি নি। আর জান্‌তেও চাই নি। যদি তোমায় আমি শ্যামের বামে দেখ্‌তে পাই, বোধ হয় আমি প্রেম শিখি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন সন্নিকটস্থ উপবন।

আগমবাগীশ, দেমো ও অম্বিকা।

আগম। কাযেই ফের নাগরী হ'তে হ'ল! শাথ বরকন্দাজের প্রেমে প'ড়লুম! গো জন্ম ছেড়ে গন্ধর্ব্ব জন্ম হ'ল!

লক্ষহাঁরে হলেম ! এখন সকলকে পারি, এক দেমো আর অম্বিকে বেটীর হাত ছাড়ালে খানিক বাঁচি !

দেমো। অ ভট্‌চায ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, টুক্‌রো এ দিকে আস্‌চে।

আগম। তা আমায় কি ক'ত্তে বল' ?

অম্বিকা। এখনি বরকন্দাজ ধরিয়ে দেবে।

আগম। দেবেই ত।

দেমো। এখনি টেনে নিয়ে গিয়ে জেলে পূর্‌বে।

আগম। পূর্‌বেই ত।

অম্বিকা। কি হবে ?

আগম। এই ত ব'ল্লে।

দেমো। ঐ এদিকেই আস্‌চে।

আগম। আস্‌বে না ত কি যমুনার জলে উল্‌বে না কি ?

অম্বিকা। তবে পালাই।

আগম। পার দেখ। আমি মান করি, স'রে পড় না।

দেমো-অম্বিকা। আর চল্‌তে পারি নি।

আগম। দেখ্‌চি মানের যোগাড়ে আছ, একটু তফাৎ তফাৎ ব'সে মান কর।

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। এখানে ত পাথরের শ্যামসুন্দর গড়াগড়ি, রাধারও ছড়াছড়ি ! বাবা সত্যি রাধা শ্যাম ত দেখ্‌লুম না। আর বল না, কোন বাড়ী খুঁজি নি বল্ল না ? আচ্ছা আমি যেন আলিস্যি ক'রেছি,

ও বেটী! বাবুসাহেবও শ্যাম শ্যাম ক'চ্চে। শেমো বেটা ও কম নয়! এত তাড়াতাড়িতে যদি লুকিয়ে থাকে, বেটা ছেলে বটে! দূর হ'ক, যে শ্যাম খোঁজে খুঁজুক, আমি আর বাবা খুঁজ্‌চি নি! কিন্তু এ বেটীর মায়া ছাড়াতে পাচ্চি নি। কি জানি কেন! ও কি একটা কেন আছে। বেটী এখানে এসে লুকিয়েছে। আমার এর শেষটা দেখে নিতে হবে। ওরে বেটী! ওরে বেটী! নে কিছু খা, কিছু খা, আমি স'রে যাচ্চি। দিন ভোর শ্যাম শ্যাম রাধা রাধা করিস্ এখন।

আগম। ইস্ আমার প্রেমেই মগ্ন হ'ল। মান ত ভাঙ্গা হবেনা তা হ'লেই বিপদ।

টুক্‌রো। ওরে বেটী খা না!

আগম। ও ব্যাটা কি বরকন্দাজ না ধরিয়ে ছাড়বে!

টুক্‌রো। খা বল্‌চি খা, মুখের কাপড় খোল্। লক্ষ্মী মা আমার এই নে মুখের কাপড় খোল্।

আগম। ইস্ বসন চুরি ব্যাপার! প্রেমের তরঙ্গ!

টুক্‌রো। দেখ্ বেটী মার খাবি ব'ল্‌চি!

আগম। এই টুকু উপরি হবে। (প্রকাশ্যে) আমার প্রতি এত অনুরাগ কেন? তোমার ওদিকে দু দুট' নাগরী মান ক'রে ব'সে আছে একবার ফিরে দেখ না।

টুক্‌রো। এ কে ভট্‌চায্ না কি?

আগম। হুঁ—তা কি?

টুক্‌রো। এখানে পালিয়ে এসে রয়েছিস্, না? তোর

ওপর খুব আমার রাগ ছিল কিন্তু এখন আর নেই। ঐ বেটীর সঙ্গে ফিরে আমার মনটা এক রকম হ'য়ে গিয়েছে।

আগম। তা বেস হয়েছে, বড় পরিপাটী হয়েছে।

টুক্‌রো। ও দু বেটী কে?

আগম। ওরাও আমার মতন মানিনী, বরকন্দাজ—প্রেম কাঙ্গালিনী।

টুক্‌রো। এ দেমো না?

আগম। যে হয় হ'ক, মুড়ি ঝুড়ি দে প'ড়ে আছে, তুমি আপনার কাযে সটান্ বেরিয়ে যাও।

টুক্‌রো। আর ঐ দাসীবেটী না?

অম্বিকা। এই ভট্‌চায্যি মিন্‌সে চুপি চুপি ব'লে দিয়েছে। তবে রে পোড়ারমুখো!

দেমো। ওরে চেঁচাস্ নি চোঁচাস্ নি।

অম্বিকা। চেঁচাব না ব্যাটাকে বিশ থ্যাংরা মার্ব্বো! আমি চুপি চুপি লুকিয়ে ব'সে আছি, ব্যাটা কি না ব'লে দিলে!

আগম। অত পিরীত ত তোমার সঙ্গে আমার নয়। নেহাৎ প্রেম উৎলে উঠে থাকে ত ঐ দেমো ব্যাটার চুলের মুটী ধর।

অম্বিকা। ঐ পোড়ারমুখোর জন্যে ত আমার এই দশা হ'ল।

দেমো। বেটী চ্যাচা চ্যাচা, বরকন্দাজ ধরে ধরুক! ওরে বেটী বেজায় টাটিয়েছে, ছাড় ছাড় বেজায় টাটিয়েছে।

আগম। ওঃ বৃন্দাবনে এসে চুটিয়ে প্রেম হ'ল। এই যে

বরকন্দাজ ভায়ারা আস্‌চেন, মহারাজেরও আগমন দেখ্‌তে পাচ্চি! আজ নেপুর পায়ে কোঁড়ার তালে নৃত্য ক'ত্তে হবে, নইলে আর সাধের বৃন্দাবন বলেছে!

রাজা, মন্ত্রী, বদ্যি, পরশুরাম, আলোক ও

বরকন্দাজের প্রবেশ।

মন্ত্রী। ধর ব্যাটাকে!

আগম। ঠিক ধ'র্ব্বে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

অম্বিকা। দোহাই মহারাজের, দোহাই মহারাজের, আমি কিছু জানি নি! এই দু জনে আমার জাত কুল মজিয়েছে।

রাজা। আগমবাগীশ! শুনেছি তুমি ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র জান, তুমি এমন কদাচার, দেখদিকি এক জনের কি দশা করেছ!

আলোক। মহারাজ! এদের ছেড়ে দিন্।

রাজা। দেখ্ নরাধম দেখ কার কি দশা করেছিস!

আলোক। মহারাজ! একে আর তিরস্কার ক'র্ব্বেন না। আমার দশা কি দেখাচ্চেন, ওর দশা দেখুন। আমি মার্জ্জনা করেছি, যদি ভগবান থাকেন, তিনি মার্জ্জনা করুন। আর দাসের মিনতি, মহারাজও মার্জ্জনা করুন। আমি যাচিঞা কচ্চি, শুনেছি এ পুণ্য স্থান, রাজার মার্জ্জনা অপেক্ষা দান নাই, রাজার উপযুক্ত দান ভিক্ষুককে দিন্, এ সকলকে মার্জ্জনা করুন। শ্বশুর মশাই! আপনার কাছেও আমি মার্জ্জনা চাচ্চি ব্রাহ্মণকে সাজা দিয়ে আপনার দুঃখ দূর হবে না। আপনি রাজ পুরোহিত, রাজাকে মার্জ্জনা শিক্ষা দিন্!

বৈদ্য। ওঃ অদ্ভুত চরিত্র, মুক্তাত্মা! মহারাজ, এ ব্যক্তির আর তত্ত্বাবধারণ প্রয়োজন নাই, এ বন্ধনমুক্ত মহাপুরুষ, আমরা পাগল তাই একে পাগল বলেছি! এ ব্যক্তির অনুরোধ লঙ্ঘন ক'র্ব্বেন না। এদের মার্জ্জনা করুন।

পরশু। মহারাজ! আমারও অনুরোধ মার্জ্জনা করুন। বাবা আলোক! তোমার আর নিন্দা স্তুতি নাই, তোমায় আর কি ব'ল্ব'।

রাজা। প্রহরী এদের ছেড়ে দাও।

আগম। আলোক! আলোক শোন্! তোর রকমটা কি হ'ল বল্ ত? আমায় তুই ছাড়িয়ে দিলি! দ্বেষশূন্য ব্যক্তি শাস্ত্রেই পড়েছিলুম সত্যি সত্যি হয়! তবে ত বামুণের ছেলে আমি বৃথা জন্ম কাটিয়েছি!

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা খানসামা! আরত আমায় বরকন্দাজ ধর্ব্বে' না?

দেমো। না রে বেটী না। আমি ত বাবুসাহেবের পেছু নিলুম যদি কিছু সেবা ক'র্ত্তে পারি ক'র্ব্বো।

রাজা। টুক্‌রো আমি শুনেছি তুমি করমেতির সেবা করেছ ভিক্ষা ক'রে করমেতিকে খাইয়েছ, তুমি যা চাও আমি তাই দেব', তোমার কি প্রার্থনা বল'।

টুক্‌রো। মহারাজ! আমি কিছু চাই নি। মন্ত্রী মশাই সেই বেটীর আর এই ব্যাটার কি ভাব আমায়' বল্‌তে পারেন? এরা দেবতা কি মানুষ!

মন্ত্রী। ঠিক ঠাউরেছ দেবতা'।

আলোক। মহারাজ! আমার কায ফুরিয়েছে চল্লুম।

[প্রস্থান।

অম্বিকা। আমায় চিন্তে পারে নি তাই ছেড়ে দিলে। কোন্ দিন আবার ধ'র্ব্বে। এখন ত পালাই।

[প্রস্থান।

দেমো। আমি তোমার পেছু নিলুম।

[প্রস্থান।

আগম। ইস্ জন্মটা বৃথা গেল, জন্মটা বৃথা গেল! আর কি এখন ফেরে না, আর কি এখন উপায় নেই!

[প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রী! তুমি দেশে যাও। আমি এর শেষ দেখে যাব।

মন্ত্রী। মহারাজ! যদি দাসের প্রতি কৃপা করেন, আমারও এর শেষ দেখ্‌বার বড় ইচ্ছে।

কৃত্তিকার প্রবেশ।

কৃত্তিকা। ওগো! তোমরা কেউ আমার করমেতিকে দেখেছ! সে যে আমার খেয়ে এসে নি। বাছাকে যে আমি কত মেরেছি, কত বকেছি!

পরশু। কি সর্ব্বনাশ! কৃত্তিকে!

কৃত্তিকা। তুমি আমায় শূন্য ঘর আগ্‌লাতে রেখে এসেছ, আমি থাক্‌তে পার্ব্ব কেন! ঘরে করমেতি নেই, আমি থাক্‌তে পার্ব্ব কেন! আমায় কিছু ব'লো না আমি একবার তাকে দেখে ঘরে ফিরে যাব।

রাজা। চল মা চল। তোমার মেয়ে পাবে।

পরশু। ব্রাহ্মণী তার জন্যে আর খেদ ক'রোনা, সে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

কৃত্তিকা। না না তুমি ঐ কথা ব'লে ফাঁকি দাও। বাছা আমার অভাগিনী, বাছা আমার পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে! আহা বাছারে! আমার কাছে কেন তুই এসেছিলি! তাইত বাছা সকল সুখে বঞ্চিত হ'লি!

পরশু। এখানে ত করমেতি নাই চল খুঁজিগে।

কৃত্তিকা। চল চল দু জনে খুঁজি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

তিনজন ফকির ও আলোক।

ফকিরগণের গীত।

ধানিমিশ্র—কাহারবা।

সুরয চন্দ্রমা কাঁহা ছিপায়া কাহা ছিপায়া তারা।
দুনিয়া দেখো কাঁহা মিলায়া মন কাঁহা তোমারা॥
আস্‌মানমে আস্‌মান মিলায়া—ছায়া ছায়া ছায়া,
কাঁহা ফিন্ আস্‌মান মিলায়া পাত্তা নেই কুছ্ পায়া,
সমঝো তব্ যব্ সমঝ্ আওয়ে ভাই,
কুছ্ নেই কুছ্ নেই কেয়া,

দেল্‌না বোলে বাৎ না চলে, সমজ্‌ কোই কুছ্‌ লিয়া,
ফাঁক হ্যায় সব কুছ্‌, ভর্ত্তি সব কুছ্‌ পূরা পূরা পূরা ॥

আলোক। তোমরা কি ক'চ্চ? তোমাদের গান শুনে কি যেন আমার মনে হ'চ্চে। যাই হোক মন বড় চঞ্চল, স্মৃতি বড় প্রবল, ভুল্লেই ভোলা যায় না। ওঠে, অনবরত বিষ ওঠে!

১ ফকির। ওঠে উঠুক তোমার আমার কি!

আলোক। আমায় যে টেনে নিয়ে বেড়ায়।

১ ফকির। বেড়ায় বেড়াক্, তোমার আমার কি!

আলোক। আমার যে যন্ত্রণা হয়।

১ ফকির। হয় হোক তোমার আমার কি!

আলোক। তবে কার?

১ ফকির। যার হয় তার, তোমার আমার কি!

আলোক। তোমাদের মৃত্যু ভয় আছে?

১ ফকির। থাকে থাকুক, তোমার আমার কি!

আলোক। চ'ল্লে যে চ'ল্লে যে!

১ ফকির। যে যায় যাক্, তোমার আমার কি!

[তিনজন ফকিরের প্রস্থান।

আলোক। তোমার আমার কি! এ তুমি আমি কে? দেখ্‌তে ত পাচ্চি আমার যন্ত্রণা। তবে মোসাফের কি ব'ল্লে? মৃত্যু কি? দেখ্‌চি ত একটা ভয়; বৃহৎ ভয়। ফকিরের কথা যদি সত্যি হয়, ভয় হয় হোক, তোমার আমার কি! এই না যমুনা? বেসীকথা ত নয়, কালো জলে প্রবেশ ক'ল্লেই ত হয়।

ব্রাহ্মণবালকবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। তুমি কি পাগল! যমুনার জলে প্রাণ দিতে যাচ্চ, মনের হাত এড়াবে ব'লে। ম'লে কি হয়, তা ত জান না। ম'লে মন যদি সঙ্গে থাকে তা হ'লে কি হবে?

আলোক। উঁ—সঙ্গে থাক্‌বে? স্মৃতি সঙ্গে থাক্‌বে?

কৃষ্ণ। কে জানে!

আলোক। এ ঘোর অন্ধকার, এ ঘোর সন্দেহের অবস্থা। মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্তু ম'লে কি হয় জানা নেই। মন যদি যায়, কি থাকে? থাকে থাকে, আভাস পাচ্চি থাকে। তবে সেই আমি, মন যা করে করুক। মনের কথায় থাকব' না। সেই আমি সেই আমি। যা হবার হোক তোমার আমার কি!

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। যাই আবার তিনি কি ক'চ্চেন দেখি

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবনকুঞ্জ।

রাধিকা ও করমেতি।

দেশ বিভাস—যৎ

রাধা। শ্যামকে যে চায়-তারে ভালবাসি।
শ্যামকে যে জন আপন ভাবে
আমি লো তার কেনা দাসী॥

শ্যাম নামে যে মাতুয়ারা,
শ্যাম নামে যার বয়লো ধারা,
দেখে তারে হই আপন হারা,
দেখ্‌লে তারে হৃদয় ভরে, শ্যাম-প্রেম-নীরে ভাসি॥

কর। আমার সাধ হয় তোমার সঙ্গে এই গান গাই, সাধ হয় তোমার মত শ্যাম সোহাগীর দাসী হই! দেখদেকি, আমার মনে রিশ আছে কি? এখনও আছে?

রাধা। কে জানে ভাই! তোমার মনের কথা তুমি জান।

কৃষ্ণ। (নেপথ্যে) তুই ছুঁড়িও যেমন! ও রিশ ক'র্ব্বেনা! রিশে ফেটে ম'র্ব্বে!

কর। তুমি কোথায়? তুমি রাগ ক'রে কি আস্‌চ' না! তুমি ত বলেছ রাগ প'ল্লে আস্‌বে। আর ত আমার রাগ নেই, তুমি এস।

কৃষ্ণ। (নেপথ্যে)—কি জানি ভাই আমি তোমার কাছে যাব না, রাধার কাছে যাই।

কর। রাধা কোথায় আমায় দেখাবে?

কৃষ্ণ। (নেপথ্যে)—তোমায় দেখাই আর দু জনে চুলো চুলি কর।

রাধা। শুন্‌চিস ভাই শুন্‌চিস কথার শ্রী শোন্, ব'ল্‌চে তোর সঙ্গে আমি চুলোচুলি ক'র্ব্বো।

কর। তুমি কি রাধা?

রাধা। হ্যাঁ লো!

কর। কই তুমি শ্যামের বামে দাঁড়াও।

রাধা। তুই ত ভাই ডাকচিস্ কই আস্‌চে কই!

কর। আমি ত সেই বামুণকে ডাক্‌চি। ঐ শ্যাম? শ্যাম হে প্রেমময়, আমি তোমায় কি ক'রে চিন্‌ব'! আমার মলিন প্রাণ, কেমন ক'রে বুঝ্‌ব' যে তুমি দিনরাত আমার সঙ্গে ছিলে, কেমন ক'রে বুঝ্‌ব' যে তুমি আপনি এসে আমায় প্রেম শিক্ষা দিয়েছিলে, কেমন ক'রে বুঝ্‌ব' যে তুমি আপনার চেয়ে আপনার। আমার গলার হার গলায় ছিল আমি পথে পথে খুঁজে বেড়িয়েছি, তুমি প্রেমময় আমার সঙ্গে ফিরেছ ভ্রমে আমি দেখি নি!

রাধা। তবে ভাই শ্যামকে নিয়ে দাঁড়াই, তুমি কিছু মনে ক'র্ব্বে না!

কর। মনে ক'র্ব্বো না! রাধে প্রেমময়ী! আ মরি মরি রাধার শ্যাম, শ্যামের রাধা!

কৃষ্ণ। করমেতি! তুমি কে তোমার মনে পড়ে কি? তুমি আমার হৃদবিলাসিনী লক্ষ্মী, বৈকুণ্ঠে তোমার সাধ হয়েছিল, রাধার সখী হবে।

কর। প্রভু! আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়েছে। রাধে তুই সই বল্।

রাধা। সই! সই!

কর। রাই! তুই আমার সকল সাধ পূরিয়েছিস্। ঐ দেখ্ দেখ্ ওরা সব আস্‌চে। ওদের কাছে আমি শ্যাম শ্যাম ক'রে বেড়িয়েছি, ওরা মনে ক'র্ত্তো আমি পাগল। সুদ তুই

তাই একবার তোর শ্যামকে দেখাস্, তা হ'লে ওরা বুঝ্‌তে পারে শ্যাম আমার কি অমূল্য ধন।

রাধা। সই শ্যাম তোর, আমি তোর, তুই বারে বিলিয়ে দে।

কর। এস এস সবাই এস, দেখ দেখ কি যুগল মাধুরী দেখ!

সকলের প্রবেশ।

সিন্ধুড়ামিশ্র—দাদরা।

নারীগণ। আমরি কি যুগল মাধুরী।
রূপে মন আপন হারা, প'রেছে প্রেমের ডুরি॥
শ্যাম চাঁদ আপন হারা, আপন হারা রাই,
দেখ্‌লে মন মাতুয়ারা, আপন হারা তাই।
নয়ন ভ'রে চাই,
সাধে সাধ ভাসিয়ে দিয়ে আপনি ভেসে যাই,

ফকিরগণ, টুক্‌রো ও অম্বিকা ব্যতীত সকলে } দয়াময়,

অম্বিকা। নাইক ভয়,

টুক্‌রো। চকের জিনিস সত্যি মিছে নয়,

ফকিরগণ। জয়, জয় জয়,

নারিগণ। নয়নে নয়নে মেশামিশি হাঁসে,
হেরি হাঁসি পরে ফাঁসি,
অভিলাষে প্রেমে ভাসে,
আমরি আমরি এ কেনা উহারি,
মনে মনে মন চুরি॥

আলোক। অতি সুন্দর! অতি মনোহর! হয় হোক, তোমার আমার কি!

যবনিকা পতন।